শুভম
সেবা
প্রকাশনী
বইঘর নিবেদন
ওয়েস্টার্ন
কয়েদী
কাজী মায়মুর হোসেন

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

কয়েদী

কাজী মায়মুর হোসেন

মিথ্যে অভিযোগে মেক্সিকান জেলে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল জ্যাক হান্টারকে। মুক্তির প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও বের হতে পারছিল না। অযাচিত ভাবে শত্রুর মেয়ে এসে জামিন দিয়ে উদ্ধার করল ওকে। জ্যাক কি জানত তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়বে? এ কেমন মেয়ে, সর্বক্ষণ কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে! ঘাড়-ত্যাড়া একরোখা লোক জ্যাক।
বারবার ওর মনে হলো জেলে থাকাই বরং ভাল ছিল।
র‍্যাঞ্চ ম্যানেজারের গুরুদায়িত্ব দেয়া হলো ওকে। জড়িয়ে গেল জ্যাক গানম্যানদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে।
পারিবারিক ঘোরপ্যাঁচে মাথা খারাপ হবার জোগাড় হলো ওর। ধর্ষণের অভিযোগ আনা হলো ওর বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি প্রতিকূল। সামনে আসছে ভয়ানক বিপদ। শুরু হলো মরণপণ অসম লড়াই। বিনা যুদ্ধে হার মানতে রাজি নয় জ্যাক।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

কয়েদী

কাজী মায়মুর হোসেন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8206-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব. লেখকের

প্রথম প্রকাশ. ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.r

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KAYEDI
A Western Novel
By Qazi Mamur Husain

BOIGHAR

সেবা প্রকাশনী

একত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

কয়েদী

ওয়েস্টার্ন

কয়েদী

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু, **সুস্ময় আচার্য সুমন:** অপবাদ।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

পাঁজরে সবুট লাথিটা এসে লাগতেই চেতনা ফিরল জ্যাক হান্টারের। চোখ মেলে দেখতে পেল ছোট একটা ঘরে শুয়ে আছে ও। জানালাগুলোয় মোটা মোটা শিকের গরাদ দেয়া। গতরাতে ক্যান্টিনায় মারামারির কথাটা মনে পড়ল, পলকে বুঝে ফেলল জেলের সেলে আছে সে। বিতৃষ্ণ মনে শিউরে উঠল জ্যাক। দু'কনুইয়ের ভর দিয়ে উঠে বসল। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে ব্যথায়। মুখে হাত দিয়ে বমি আটকাল।

'ওঠ্, গ্রিংগো শুয়োর! ওঠ্!'

আবার পাঁজরে লাথি লাগল। ঝাঁকি খেল জ্যাকের শরীর। এবার ও প্রস্তুত ছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, দু'হাতে ধরে ফেলল বুট পরা পা-টা, মোচড় মারল গায়ের জোরে। আতঙ্ক আর ব্যথায় তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল প্রহরী, মাথাটা জোরে ঠুকে গেল জমাট কাদায়। নড়াচড়ার শক্তি হারাল লোকটা। অন্য প্রহরীর ব্যাপারে মাত্র সচেতন হয়েছে জ্যাক, এমন সময়ে এগিয়ে এসে সিক্সগান দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করল লোকটা। শেষ মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল জ্যাক, পুরোপুরি সফল হলো না, মাথার বাম দিয়ে লেগে পিছলে গেল বাড়িটা। প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও, মনে হলো এর তুলনায় পাঁজরে লাথি কিছুই নয়।

'গ্রিংগো শুয়োর!' তীব্র ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করা হলো

আবার।

আবার বাড়ি মারা হবে মনে করে দু'হাতে মাথা ঢেকে বসে থাকল জ্যাক। আর কোন বাড়ি দেয়া হলো না।

স্প্যানিশ ভাষায় জ্যাকের চোদ্দো গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে মেঝে ছেড়ে উঠল প্রথম প্রহরী। দ্বিতীয় প্রহরী নির্দেশ দিল, 'ওঠ্, গ্রিংগো শুয়োর, তোকে অ্যাল্‌কাল্‌ডের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল জ্যাক। দুই প্রহরীর মাথা ছাড়িয়ে আরও ছ'ইঞ্চি উঁচু সে। দৈর্ঘ্যে বেশি হলেও প্রস্থে তেমন নয় জ্যাক। ওকে প্রায় রোগাই বলা চলে। গায়ে একচিলতে চর্বি নেই। পাকানো পেশি। চেহারায় বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ একটা ভাব। এমুহূর্তে ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে। আস্তে আস্তে কুঁজো হয়ে বিছানা থেকে হ্যাট তুলে নিল, ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। মনে মনে ভাবল, কেন রে বাবা, এমনিতেই মারামারি করে আহত হয়েছি, তোরা একটু ভাল ব্যবহার করলে কি হয়!

জীবনটা বড় কঠিন, তিক্ত মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছোল। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বলল, 'চলো, তোমাদের অ্যাল্‌কাল্‌ডের ওখানে যাওয়া যাক।'

দুই প্রহরীর ওপর কোন ক্ষোভ নেই জ্যাকের। ছোটখাটো অপমান আর অবিচার গায়ে মাখতে হয় না এটা সে তিরিশ বছরের কঠোর জীবনে ভালই বুঝেছে।

অ্যাডোবির তৈরি কুৎসিতদর্শন জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। সঙ্গের এক গার্ডের হাতে একটা ময়দার পেট মোটা বস্তা। ওটা সে ওয়ার্ডেনের অফিস থেকে নিয়ে এসেছে। প্লাজায় সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে, প্লাজা পেরিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। জ্যাক লক্ষ করল, বেশ কয়েক জোড়া কালো চোখ দৃষ্টিতে বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ বেয়ে আরেকটা অ্যাডোবি বিল্ডিঙে ঢুকল ওরা। এটাই অ্যাল্‌কাল্‌ডে গোমেজের

অফিস। একাধারে সে শহরের মেয়র এবং জাজ। শেরিফের দায়িত্বও সে-ই পালন করে। গোমেজ লোকটা মোটা, ঠোঁটের ওপর পুরু ঘন কালো গোঁফ। কালো চোখ দুটোয় শঠতার ছাপ। আচরণে ভারিক্কি একটা ভাব আনার চেষ্টা করছে সে অফিসের মান রক্ষা করতে।

'আহ্‌হা! সেনিয়র জ্যাক। সামান্য সমস্যা হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ, গোমেজ, সামান্য সমস্যা। ছাড়া পেতে কতো দিতে হবে আমাকে?'

গোমেজের পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল গম্ভীর চেহারা আর বিচলিত হয়ে আঙুল মটকানো দেখে জ্যাক বুঝতে পারছে জামিনে বের হতে হলে বেশ খরচ করতে হবে ওকে।

'অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেনিয়র। ক্যান্টিনা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আহত হয়েছে চার-পাঁচজন লোক।'

'মারামারি আমি শুরু করিনি।'

'আমার তদন্ত কিন্তু অন্য কথা বলে।'

'রাখো,' চেতে উঠল জ্যাক। 'আমি আমার টেবিলে বসে চুপচাপ ড্রিঙ্ক করছিলাম, সেসময়ে এক মেয়ে এসে বসল আমার পাশে। আমি তাকে ডাকিনি। তারপর এক লোক কোত্থেকে এসে বলল মেয়েটা তার মেয়েলোক। আমি বললাম নিয়ে যাক সে তার মেয়েমানুষকে, ওদের শুভাকাঙ্ক্ষা করে প্রার্থনা করব আমি। কথাটা শুনেই একটা ছোরা বের করল লোকটা। গলা বাঁচাতে যা করা প্রয়োজন তাই করতে হলো আমাকে। ওর হাতটা সামান্য ভেঙে দিলাম আমি।'

'কিন্তু অন্যরা···ওরা ভাল নাগরিক, সেনিয়র। তাছাড়া তুমি মেক্সিকোয় ভিনদেশী। আমাদের নাগরিক নও।'

'ওই ভাল নাগরিকরা গায়ে পড়ে এসে ছোরাওয়ালার পক্ষ নিয়ে মারামারি শুরু করেছিল। নিশ্চই বুঝতে পারছ গোলমাল করার পরিকল্পনা ওদের আগেই ছিল? ওরা চাইছিল আমার

পকেটের সমস্ত টাকা কেড়ে নিতে।'

'সাক্ষী আছে অনেক। তারা কিন্তু অন্য কথা বলেছে।'

'ওরা তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে, গোমেজ।'

'তুমি অত্যন্ত মাতাল ছিলে। এতোই মাতাল ছিলে যে কি ঘটেছিল তা বুঝতে পারোনি।'

'আমি মাত্র দ্বিতীয় পেগ টেকিলা শেষ করেছিলাম।'

'ক্যান্টিনার মালিক বলেছে জীবনে সে কখনও কাউকে এক বসায় অত মদ খেতে দেখেনি।'

'জাহান্নামে যাক শালা!' খেঁকিয়ে উঠল জ্যাক। নিজেকে একটু সামলে সরাসরি কাজের কথায় এলো। 'কতো, গোমেজ?'

'এতোক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছ, সেনিয়র জ্যাক।' খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল গোমেজের গোল চেহারা। 'দুশো ডলার হলেই চলবে। ক্ষতি পুষিয়ে যাবে ক্যান্টিনা আর আহতদের। কোর্টের ফাইন আর রাতে জেলে থাকার খরচও ওই দুশো ডলারের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

নিচু স্বরে গাল বকল জ্যাক। 'তুমি ডাকাতি করতে চাইছ, গোমেজ,' বলল অভিযোগের সুরে। 'অস্ত্রের মুখেও চাইতে পারতে টাকাটা। ভাল করেই জানো অতো টাকা আমার নেই।' ময়দার বস্তাটা দেখাল জ্যাক। ওটা এখন গোমেজের টেবিলের ওপরে পড়ে আছে। 'তোমার লোকরা আমাকে সার্চ করেছে। ওরা যদি মেরে দিয়ে না থাকে তো টাকা যা আছে ওই বস্তার ভেতরেই আছে। সব মিলিয়ে বিশ ডলারের বেশি হবে না।'

কথাটা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না গোমেজের চেহারা দেখে। 'তোমার মতো একজন বড় র‍্যাঞ্চার নিশ্চই বিশ ডলারের অনেক বেশিই সঙ্গে রাখে। হয়তো তুমি তোমার ট্রেইল আউটফিটে টাকা রেখে এসেছ।'

অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছে জ্যাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা চেহারা গম্ভীর, কুঁচকে উঠেছে ভ্রূ। অসভ্য মনে হচ্ছে ওকে

দেখতে। চুল কাটানো দরকার, কাপড় ধোওয়া দরকার। ওর পরনের কাপড় হ্যাট থেকে নিয়ে বুট পর্যন্ত অত্যন্ত পুরোনো–বহু ব্যবহৃত। গরীব মানুষের মতো লাগছে ওকে দেখতে। আসলেই ও গরীব মানুষ। 'কিসের বড় র‍্যাঞ্চার,' চেতে উঠে বলল জ্যাক, 'কয়েক বছর হলো আমাকে এখানে আসতে যেতে দেখছ তুমি। তোমার মুখে একথা মানায় না।'

'মানুষের ভাগ্য বদলায়, সেনিয়র জ্যাক। যখন কোন আমেরিকানো সনোরায় এসে ছয়শো গরু কেনে তখন তাকে বড়লোক না বলে উপায় কি!'

'চারশো হাড় জিজ্জিরে গরু, বর্ডার পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ,' বলল জ্যাক। বড় করে শ্বাস ফেলে শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে তুমি জিতলে। হ্যাঁ, আউটফিটের সঙ্গে কিছু টাকা আছে আমার। দুশো ডলার আমি শোধ করে দেব।'

'বুয়েনো। বস্তার টাকা আমি রেখে দিচ্ছি। আমার লোকরা তোমার সঙ্গে যাবে বাকি টাকা সংগ্রহ করে আনতে।'

গাল বকে বস্তার দিকে হাত বাড়াল জ্যাক, কিন্তু আগেই ছোঁ মেরে বস্তাটা সরিয়ে নিয়েছে গোমেজ। বস্তা থেকে পুরোনো একটা বুশ জ্যাকেট বের হলো। আরও বের হলো কার্ট্রিজ বেল্ট আর .৪৫ কোল্ট। বস্তায় একটা চামড়ার ছোট থলেও আছে। এগুলোই আপাতত জ্যাকের সব। জেলে ঢোকানোর আগে এসব কেড়ে রাখা হয়েছিল।

থলের টাকা বের করে গুনল মেয়র। আঠারো ডলার। রেখে দিল ড্রয়ারে। বস্তাটা প্রহরীদের একজনের হাতে দিয়ে বলল, 'বাকি একশো বিরাশি ডলার পেলেই সেনিয়র জ্যাকের কাছে ফিরিয়ে দেবে বস্তা। সেনোর জ্যাক যদি টাকা না দেয় তো তাকে ফিরিয়ে এনে আবার জেলে ভরবে।' জ্যাকের দিকে তাকাল। 'আশা করি তার দরকার পড়বে না।'

গার্ডদের পাশে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো জ্যাক, তিক্ত

মনে ভাবল গতকাল খাবার আর দুয়েকটা ড্রিঙ্কের জন্যে শহরে আসা ঠিক হয়নি। ওর জীবনে খাওয়া আর ড্রিঙ্কের জন্যে কখনও এতো খরচের সম্মুখীন হতে হয়নি। সৎ লোক হলেও ওর মাথায় একটা চিন্তা দোলা দিয়ে গেল। কোনভাবে এই দুই প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়া যায় না? তাহলে আর দুশো ডলার খোয়াতে হতো না। ওয়ারব্যাগে বাড়তি একটা সিক্সগান আছে ওর, মনে পড়ল সেটার কথা। ওটা তাক করে ধমক দিলে···মনে মনে হাসল জ্যাক, তাহলে গরুর পাল ফেলে লেজ গুটিয়ে দ্রুত পালাতে হবে ওকে। তা সম্ভব নয়।

ওই গরুর পালই পৃথিবীর বুকে ওর সব কিছু। ওগুলো হারালে পথের ফকির হয়ে যাবে ও।

শহরের আধ মাইল দূরে গরুর পাল রেখেছে জ্যাক। আরও কাছেই রাখত, কিন্তু একটানা চোদ্দো ঘণ্টা ঘোড়া দাবড়ে পাছা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল ওর।

ট্রেইল আউটফিটের দিকে তাকিয়ে অন্য কেউ যা ভাবত সেটাই জ্যাকও ভাবল। গরীব একটা আউটফিট। হাড় বের হওয়া চারশো গরু। চামড়া, শিং আর খুর ছাড়া গায়ে আর কিছু নেই বললেই চলে। মোটামুটি মানের মাংসওয়ালা গরুতে পরিণত হতে অন্তত একবছর ভাল ঘাসে চরতে হবে ওগুলোকে। ওর কাউবয়দের অবস্থাও গরুগুলোর চেয়ে ভাল নয়। দেখেই বোঝা যায় সুখে নেই তারা।

অলস মোটকু পিট অ্যামাডো আর তার চোদ্দো বছরের ছেলে মিগুয়েল গরুর পালের ওপর নজর রাখছে। তাদের সাহায্যে আরও আছে বুড়ো ব্র্যাযোস লং। আছে চালাক চতুর ছোকরা অ্যালেক। নিজের নাম বলে সে ক্যানসাস কিড। সে এবং পিটের মেজো ছেলে তেরো বছরের পাবলো গরুর পালের দু'পাশে নজর রাখার দায়িত্ব পালন করবে। রান্নার কাজে আছে ল্যাংড়া ল্যুক হওস। সিক্সথ ক্যাভালরির যোদ্ধা ছিল সে।

ওদের কোন চাক ওয়্যাগন নেই। কয়েকটা খচ্চরের পিঠে চাপানো হয়েছে ক্যাম্পের সমস্ত কিছু। একনজর দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত আর্থিক অনটনে আছে সবাই।

প্রথম দর্শনে জ্যাকের মনে হলো সব ঠিকই আছে, ক্রুরা নিজের নিজের কাজ করছে। পিট আর মিগুয়েল গরুর পালের ওপর চোখ রাখছে। পাবলোও ঘোড়ার পিঠে চেপে গরুর পালের পেছনে আছে, এক পাল ঘোড়া দেখাশোনা করছে। ল্যুক ব্যস্ত হয়ে রান্নার কাজ করছে। আগুনে দেয়ার জন্যে ঝোপঝাড় সংগ্রহ করছে বুড়ো ব্র্যাযোস। দেখে মনে হয় সব ঠিক আছে, কিন্তু একটু খেয়াল করতেই জ্যাক টের পেল ক্যানসাস কিডকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল ও, 'ব্র্যাযোস, কিড কোথায়?'

'রাতে চলে গেছে,' অভিযোগের সুরে জানাল ব্র্যাযোস, 'সেই থেকে আমি একা গরুর পাল সামলাচ্ছি।'

'কোথায় গেছে, শহরে?'

'না। বর্ডারের দিকে গেছে।'

'কেন?'

'বলেনি কেন। আমার সঙ্গে গরুর পাল সামলাচ্ছিল, তারপর হঠাৎ করে দেখলাম সে নেই। তাকিয়ে দেখি বর্ডারের দিকে ঘোড়া ছোটাচ্ছে।'

সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল জ্যাকের মন, দ্রুত পায়ে এগোল। স্যাডল ক্যান্টলের পেছনে ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বাঁধা আছে। ওয়ারব্যাগ, ব্ল্যাঙ্কেট আর স্লিকার। প্রথম দর্শনে মনে হলো যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই আছে ওগুলো। কিন্তু একটু লক্ষ করতেই ও বুঝতে পারল কেউ ঘেঁটেছে ওর মালপত্র। এখন আর সন্দেহ নেই জ্যাকের মনে, নিশ্চিত হয়ে গেছে ও। কালকে শহর থেকে ও ফিরতে না পারায় সুযোগ পেয়ে কাজে লাগিয়েছে কিড,

টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়েছে।

নিচু স্বরে গাল বকতে বকতে স্যাডল রোল খুলল জ্যাক, দেখল ওয়ারব্যাগের ড্র স্ট্রিং খোলা। ব্যাগ উপুড় করে সমস্ত কিছু মেঝেতে ঢালল ও। কয়েকটা কাপড়, বাড়তি অস্ত্র, রেজর, শেভিং ব্রাশ আরও টুকিটাকি। আসল জিনিস, ওর মানিবেল্টটা নেই! তিনশো আশি ডলার ছিল মানিবেল্টে। চোরের বাচ্চা কিড টাকাগুলো নিয়ে পালিয়েছে।

সবকিছু গুছিয়ে নিল জ্যাক, বান্ডিলটা আবার স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াল, রাগে বিকৃত হয়ে গেছে সুদর্শন চেহারা। অত্যন্ত অপমানকর লাগছে ওর কাছে, রীতিমতো অসহ্য–নাক টিপলে এখনও দুধ পড়ে এমন একটা ডেঁপো ছোকরা ওর সর্বস্ব ডাকাতি করে নিয়ে গেছে!

ব্র্যাযোস আর নিগ্রো বিগ ল্যুক গভীর মনোযোগে বস্‌কে লক্ষ করছে। ল্যুক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার টাকাপয়সা নিয়ে ভেগেছে ছোকরা, বস্?'

'এক সেন্টও রেখে যায়নি,' তিক্ত স্বরে বলল জ্যাক। 'এদিকে জেল থেকে বের হতে হলে দুশো ডলার দরকার এখনই। এবার মেক্সরা আমাকে ভেতরে ভরে চাবির কথা ভুলে যাবে।'

'আমি হয়তো ছোকরাকে ধরে টাকাগুলো ফেরত আনতে পারব,' বলল ব্র্যাযোস। 'চেষ্টা করতে চাই।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। বিশ বছর আগে হয়তো ব্র্যাযোস পারত, কিন্তু এখন পঁচাত্তর বছর বয়সে পারার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ও যে কথাটা মুখ ফুটে বলেছে এটাই বেশি।

'একশো মাইল যাবার আগে থামবে না ও,' বলল জ্যাক। 'আমি তো জেলে থাকব, তোমাদের কি করতে হবে বলে দিচ্ছি।'

স্যাডলব্যাগ খুলে একটা টালি খাতা আর ছোট একটা পেন্সিল বের করল ও। একটা খালি পাতায় চিঠি লিখতে শুরু করল। লেখা শেষে পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিল ব্র্যাযোসের হাতে।

'আমি যারাগোসার মেয়রের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চেষ্টা করব। যদি আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে বুঝে নেবে টোপটা গেলেনি ব্যাটা। সেক্ষেত্রে ভ্যালিডোর শ্যামরক বারে যাবে তুমি, ওখানে প্যাট ওরাইলির সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা দেবে। আমি ওর কাছে ধার চেয়ে চিঠি লিখেছি। ওর কাছে টাকা থাকলে দেবে ও। টাকা পেলে ফিরে আসবে তুমি। যেতে আসতে বড়জোর চারদিন লাগবে। আমার ডান ঘোড়াটা নেবে। ওটাই সেরা।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল বৃদ্ধ ব্র্যাযোস, 'ঝড়ের গতিতে যাব আসব।'

'চিন্তা করব না মানে,' তিক্ত হাসল জ্যাক, 'যতোক্ষণ জেল থেকে বের হতে না পারি ততোক্ষণ মনে হবে দোজখে আছি।' এবার প্রহরী দু'জনের দিকে তাকাল জ্যাক। 'চলো, মেয়রের কাছে ফিরে যাওয়া যাক।'

দুই

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারাগোসায় ফিরতে হলো জ্যাককে। তিন মাস আগে নতুন পেশা হিসেবে র‍্যাঞ্চিংকে বেছে নিয়েছে ও, মনে ছিল স্বচ্ছল হবার আশা। গোমেজ যেমন বলেছে তেমন বড় র‍্যাঞ্চার হবার শখ অবশ্য ছিল না ওর। অস্ত্র ব্যবহার করে রোজগার করতে ক্লান্ত হয়ে শান্ত একটা জীবনের আশায় র‍্যাঞ্চিং বেছে নিয়েছিল।

যুবক হবার আগে ছ'বছর ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে ছিল ও বাবার সঙ্গে। যৌবনের প্রথম সময়টা ইন্ডিয়ান বন্ধু ছাড়া আর কোন বন্ধু ছিল না ওর। সাদামানুষদের তুলনায় ইন্ডিয়ানদের বেশি চিনত ও। ওর বাবা ছিলেন ইন্ডিয়ানদের এজেন্ট। এক মাতাল অ্যাপাচি যুবকের গুলিতে মারা যান তিনি। ওর বাবা যখন মারা যান তখন ওর বয়স সতেরো। তাঁকে কবর দেয়ার কয়েকদিন পর আর্মির সিভিলিয়ন স্কাউটের চাকরি পায় সে। চাকরিটা দেয়া হয়েছিল ও ইন্ডিয়ানদের ভাল চেনে বলে।

দশ বছর স্কাউটিং করেছে জ্যাক আর্মির জন্যে, শত বার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। তারপর একটা সময় এলো যখন সবচেয়ে হিংস্র অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানও রিজার্ভেশনে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। জ্যাক বুঝতে পারল, আর্মির আর ওকে দরকার নেই।

তারপর কিছুদিন নানা কাজ করল জ্যাক। হলো র‍্যাঞ্চহ্যান্ড, মিউলস্কিনার, বারটেন্ডার, রেলরোড গ্যাঙি ডান্সার, স্টেজকোচ শটগান মেসেঞ্জার এবং ডেপুটি শেরিফ। কোন চাকরিতেই বেশিদিন টিকতে পারল না ও। ওর চেয়ে অযোগ্য লোকের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে ঘোর আপত্তি আছে জ্যাকের, সেটাই চাকরিতে বেশিদিন না থাকতে পারার কারণ। আর্মিতে যখন ছিল তখন কারও নির্দেশে চলতে হয়নি ওকে। অফিসাররা ওর পরামর্শ চাইত। দীর্ঘদিনের পরিচয়ে সবাই জেনে গিয়েছিল যে নির্দেশ দিলে ঘাড় বাঁকা হয়ে যায় জ্যাকের। আর্মি ছাড়ার পর কিছুদিনের মাথায় বিরক্ত হয়ে নিজের ভাগ্য নিজে গড়ার সিদ্ধান্ত নিল জ্যাক, পেশা হিসেবে বেছে নিল র‍্যাঞ্চিং।

চমৎকার একটা উপত্যকায় জমি বাছল ও। ঘাস ওখানে ঘোড়ার পেট সমান উঁচু, পাহাড় থেকে নেমে এসেছে সুশীতল মিষ্টি পানির ঝর্না। হোমস্টেড অ্যাক্ট অনুযায়ী ওখানে ক্লেইম ফাইল করল ও, কেবিন তৈরি করল বসবাসের জন্যে। কেবিন, করাল, বার্ন, কুক শ্যাক আর বার্নহাউস–বেশি কিছু নয়, তবে আশ্রয়

হিসেবে যথেষ্ট। সামান্য কয়েকজন লোক নিল। বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য লোক। শুধু কিড ছিল ব্যতিক্রম।

জমিটা সরকারী খোলা রেঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও এনভিল নামের বড় একটা র‍্যাঞ্চ ওকে খেদিয়ে দিতে চাইল। তাদের দাবি, এদিকের সমস্ত জমি তাদের। ঝামেলা পছন্দ করে না জ্যাক, প্রথমে রাইফেলের গুলির মুখে এনভিলের তিন রাইডারকে ফেরত পাঠাল ও, তারপর নিজে গিয়ে দেখা করল হেনরি ওয়ার্ডেন, এনভিলের দাড়িওয়ালা বুড়ো মালিকের সঙ্গে। সরাসরি জানিয়ে দিল, এরপর কোন গোলমাল হলে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে না সে, এনভিলের মালিককে দায়ী ধরে নিয়ে গুলি করে মারবে।

সেটা ছিল ঝামেলার শুরু। এখন যখন চারশো গরু কিনে উপত্যকায় সত্যিকার র‍্যাঞ্চিং শুরু করবে বলে ভাবছে তখনই আসল বিপদে পড়েছে ও। এ এমন এক বিপদ যে বিপদ থেকে হুমকি বা গুলি ব্যবহার করে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

দু'পাশে দুই প্রহরী নিয়ে আবার মেয়রের অফিসে ঢুকল জ্যাক। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগার টানছে গোমেজ। জ্যাককে দেখে চেহারায় খুশির ছাপ পড়ল। তিক্ত মনে ভাবল জ্যাক, ব্যাটা ভাবছে এক্ষুণি তার হাতে একগাদা নোট তুলে দেবে সে। ডিম ফোটার আগেই মুরগির বাচ্চা কয়টা হবে তা গোনা শুরু করে দিয়েছে লোকটা।

'বলো, সেনিয়র জ্যাক?'

'তোমার কপাল মন্দ, বন্ধু,' শান্ত স্বরে বলল জ্যাক। 'আমি যখন জেলে তখন আমার এক লোক সমস্ত টাকা চুরি করে ভেগেছে।'

কালো হয়ে গেল গোমেজের গোল চেহারা। 'তাহলে তোমার কপালই মন্দ, গ্রিংগো।'

'তোমাদের এই পচা শহরে পা দিয়েই কপাল মন্দ হয়েছে আমার,' বলল জ্যাক। 'টাকার বদলে গরু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে

হবে তোমাকে।'

'কি?'

'গরু দেব টাকার বদলে। একেকটা ছয় ডলার করে কিনেছি। একত্রিশটা গরু আলাদা করে বিল অভ সেল লিখে দেব। পুরো দুশো ডলারই পাবে তুমি ওগুলো বিক্রি করে।'

আহত বোধ করছে এমন চেহারা হলো গোমেজের। বলল, 'আমাকে দেখে কি ক্যাটল ডীলার মনে হয়? আমাদের এই এলাকায় গরুর মালিক আর ফকিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আশেপাশে গরুর কোন অভাব নেই। গরু নিলে কারও কাছে বেচতে পারব না আমি, স্রেফ বিনে পয়সায় দিয়ে দিতে হবে। গরু দিয়ে চলবে না, সেনোর, জরিমানার টাকা নগদ দিতে হবে। তা যদি না পারো তাহলে জেল খাটবে।'

'কয়দিনের জন্যে?'

'হয় দুশো ডলার নয়তো দুশোদিনের জেল।'

'ছয়মাসের বেশি! পাগল নাকি!'

'তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।'

চুপ করে থাকল জ্যাক, বুঝতে পারছে মারামারি ও শুরু করেনি বলে কোন লাভ হবে না। বলল, 'তাহলে আরেক কাজ করতে পারো। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি টাকা যোগাড় করে নিয়ে আসব। ঠিক চারদিন পর জরিমানার টাকা শোধ করে দেব। আমাকে তুমি অনেকদিন ধরে চেনো, তোমার তো জানা আছে কথা দিলে সেকথা আমি রাখি।'

'সেনিয়র জ্যাক, সীমান্ত বড় অদ্ভুত জিনিস। সীমান্ত পার হলে মানুষের স্মৃতি শক্তির বিলোপ ঘটতে পারে।'

'গরুর জন্যে আমাকে ফিরতেই হবে।'

'অ্যারিজোনা থেকে যদি টাকা আনাতে চাও তাহলে তোমার লোকদের কাউকে পাঠিয়ে দাও নিয়ে আসতে। সে আসা পর্যন্ত জেলে থাকবে তুমি।'

হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাক। 'ঠিক আছে, আমি না ফিরলে একজন রওনা হয়ে যাবে টাকা সংগ্রহ করতে। সে না আসা পর্যন্ত আমাকে জেলে থাকতে হবে।'

'তোমার যা ইচ্ছে,' বলে মাথা কাত করে জ্যাককে নিয়ে যেতে ইশারা করল গোমেজ।

*

বুড়ো ব্র্যাযোস ভ্যালিডো থেকে চারদিনের মাথায় ফিরবে আশা করেছিল জ্যাক, কিন্তু ছয়দিন পেরিয়ে গেল, এলো না সে। দুটো কারণ থাকতে পারে তার না আসার। এক, ওরাইলি টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। যদিও সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না, কারণ একবার ওরাইলিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছিল ও। দুই, ব্র্যাযোস হয়তো টাকা পেয়ে সিদ্ধান্ত বদলে কিডের পথ অনুসরণ করে নিজের পথে রওনা হয়ে গেছে।

দুশো দিনের মধ্যে মাত্র ছয়দিন পার হয়েছে!

সারাদিন পায়চারি করে কাটায় জ্যাক। ওর মতো ঘুরে বেড়াতে ভালবাসা লোকের জন্যে এই বন্দি জীবন সত্যিই দুঃসহ।

ওর বাকি দুই কাউহ্যান্ডও অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে যাবে একসময়। তারা যদি আমেরিকায় ফিরে যায় তাহলে গরুগুলো ছড়িয়ে পড়বে, মিশে যাবে আরও হাজারো গরুর সঙ্গে, আর কোনদিন ওগুলোকে খুঁজে বের করা যাবে না। সময়ের অভাবে এখনও ওগুলো ব্র্যান্ডিং করা হয়ে ওঠেনি।

দুশো দিন পর জেল থেকে বেরিয়ে হয়তো দেখবে আবার কপর্দকহীন লোকে পরিণত হয়েছে ও। সেক্ষেত্রে কোন না কোন চাকরি নিতে হবে। নিজের পছন্দ মতো চলতে পারবে না আর।

মন যেমন খারাপ তেমনি জ্যাকের চেহারার অবস্থাও করুণ। ঘন কালো চুল এলোমেলো। চেহারা ভরা কোঁকড়া দাড়ি। এখন আর চেহারা দেখে তাকে হালকা পাতলা লোক মনে হয় না, মনে হয় রুগ্ন একজন মানুষ। জেলে খাবার যা দেয়া হয় তা

একেবারেই অপর্যাপ্ত, শরীরে মাংস থাকার উপায় নেই।

পায়চারি করতে করতে জ্যাক এখন পালাবার কথা ভাবছে। প্রহরীদের ওপর চড়াও হয়ে পালালে কেমন হয়? গরুর মায়া ভুলে যেতে হবে সেক্ষেত্রে।

'এই যে, গ্রিংগো শুয়োর, তোমাকে মেয়রের অফিসে যেতে হবে।'

তালা খুলে দরজাটা মেলে ধরল প্রহরী।

মনটা ভাল হয়ে গেল জ্যাকের। ব্র্যাযোস তাহলে ওরাইলির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ফিরেছে।

'চলো।' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে পা বাড়াল জ্যাক।

জেল অফিস থেকে বেরিয়ে তাজা বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে প্লাজা পার হয়ে মেয়রের অফিসের দিকে এগোল ও। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হলো মেক্সিকান প্রহরীকে।

মেয়রের অফিসের সামনে একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। বাকবোর্ডে ক্যাম্প করার মালপত্র একটা তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ আমেরিকান। জ্যাককে দেখে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মাটিতে থুতু ফেলল লোকটা। ভাব দেখে মনে হলো জ্যাককে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। জ্যাকের মনটা দমে গেছে। ব্র্যাযোস যদি আসত তাহলে ঘোড়ায় চড়ে আসত, ড্রাইভার সহ বাকবোর্ড নিয়ে নয়।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল গোমেজ, চেহারা জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'সেনিয়র জ্যাক, তোমার জন্যে সুসংবাদ আছে। তোমার জরিমানার টাকা শোধ করে দেয়া হবে। একটু পরই তুমি মুক্ত মানুষ হয়ে যাবে। এসো, তোমার উদ্ধারকারিণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

কিছুটা হতভম্ব হয়ে মেয়র আর প্রহরীর সঙ্গে অফিসে ঢুকল জ্যাক। দরজার কাছেই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। যাকে অফিসের ভেতর দেখেছে তাকে দেখার কথা ও

কল্পনাতেও করেনি কখনও। এক সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এদিকে মুখ করে। মহিলাকে চেনে না ও। জ্যাকের সন্দেহ হলো ভুল দেখছে। জেলে থেকে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি ওর!

যারাগোসায় গ্রিংগা! সাধারণ কোন মহিলা নয়, একে দেখে বোঝা যায় গরুর দেশে এ বড় হয়নি। ছোট কোন শহরে মানুষ বলেও মনে হলো না। যে কোন অবিবাহিত পুরুষের স্বপ্ন বলা যায় একে, এতোই সুন্দরী।

যথেষ্ট লম্বা, সুঠামদেহী, আভিজাত্যময়। বড়জোর পঁচিশ হবে বয়স। যৌবনের ঢল নেমেছে শরীর জুড়ে। পরনে বাদামী একটা পোশাক, এধরনের পোশাক বড় শহরের নতুন ফ্যাশান না হয়েই যায় না। মেয়েটার চোখ বাদামী, চুড়ো করে বাঁধা চুলগুলো সোনার মতোই উজ্জ্বল সোনালী। আস্তে করে নড করল জ্যাক হ্যাট খুলে।

'তুমি আমার জামিন দেবে, ম্যাম?' বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, মিস্টার হান্টার,' মিষ্টি রিনিঝিনি স্বরে জানাল যুবতী। 'তবে কয়েকটা শর্ত আছে।' জ্যাককে আপাদমস্তক দেখল, যেন যাচাই করে নিচ্ছে। জ্যাকের যাচ্ছেতাই অবস্থা দেখে তার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। 'আমি লিনা ওয়ার্ডেন। হেনরি ওয়ার্ডেনের বড় মেয়ে।'

বিস্ময় আরও বাড়ল জ্যাকের। 'এনভিল র‍্যাঞ্চের হেনরি ওয়ার্ডেনের মেয়ে?'

হোমস্টেড করতে এনভিল র‍্যাঞ্চ বাধা প্রদান করেছিল সেটা মনে না থাকার মতো দুর্বল নয় জ্যাকের স্মৃতিশক্তি। হেনরি ওয়ার্ডেনকেই গুলি করে মারার হুমকি দিয়েছিল ও। তার মেয়ে ওকে জেল থেকে বের করে নিতে এসেছে ভাবতেই অবাক লাগছে। মেয়েটা সুদূর যারাগোযায় এসেছে ওর জামিন দিতে! অথচ ওর বাবা জ্যাকের সাহসকে ঘৃণার চোখে দেখে। ব্যাপারটা

জ্যাকের কাছে পাগলামি বলে মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, আমি এনভিল থেকেই এসেছি,' বলল লিনা, 'বুঝতে পারছি বাবার সঙ্গে মতবিরোধ থাকার কারণে আমার উপস্থিতি তোমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। ব্যাখ্যা করে বলছি, তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে তোমার। তোমার সঙ্গে ঝগড়ার পরই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। অবশ্য তোমার কোন দোষ নেই তাতে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাবার পক্ষে র‍্যাঞ্চ চালানো আপাতত সম্ভব নয়। তোমার মতো শক্ত একজন লোক দরকার এখন এনভিল চালানোর জন্যে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জ্যাক, ওর মনে হলো খচ্চরের লাথি খেলেও এতোটা অপ্রস্তুত বোধ করত না। নিজের শত্রুকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে মেয়েকে পাঠিয়েছে লোকটা চোর-ডাকাত আর হিংস্র ইন্ডিয়ান ভরা ট্রেইলে? এমন মেয়ের জন্যে মেক্সিকো একটা দোজখ। বুড়ো এক ড্রাইভার ছাড়া মেয়েটাকে পাহারা দেবার জন্যে কেউ নেইও বোধহয়। লিনা ওয়ার্ডেন হয়তো জানেও না যে কতো বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে সে।

'তুমি হয়তো ভাবছ তোমার খোঁজ কোথায় পেলাম,' বলল লিনা। 'প্যাট ওরাইলির স্ত্রী কেট আমার বন্ধু। আমি ভ্যালিডোতে ছিলাম। ওর কাছে শুনলাম তোমার জেলে থাকার খবর। তোমার লোক ব্র্যাযোস গিয়েছিল প্যাটের সঙ্গে দেখা করতে। প্যাট ছিল না, টুকসনে গেছে। ব্র্যাযোস যখন বলল তার বস্ জেলে আছে তখন আমি বুঝতে পারলাম তুমিই সেই লোক যে বাবাকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলে। কেটের কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল না, আমি ব্র্যাযোসকে বললাম আমার সঙ্গে এনভিলে যেতে। গেল ও। তার মাত্র দু'দিন আগে বাবা তোমার কথা বলছিল। বলছিল নিজে র‍্যাঞ্চের কাজ দেখতে পারছে না বলে ক্ষতি হয়ে যাবে। তোমার মতো একজন লোক দরকার। বিরোধিতা করে বাবার মনে গভীর ছাপ ফেলেছ তুমি। তুমিই একমাত্র লোক যে বাবার সিদ্ধান্ত

পাল্টাতে বাধ্য করেছ। সেজন্যে তোমার প্রতি বাবার একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মে গেছে।

'ব্র্যাযোসের কথা শুনে বাবা ঠিক করল তোমার জামিন দেবে। শর্ত শুধু একটাই, এনভিল চালানোর দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। ম্যানেজারের পদ দেয়া হবে তোমাকে। সেজন্যে বেতনও পাবে।'

'ব্র্যাযোস কই?' শুকনো গলায় জানতে চাইল জ্যাক।

'আমার সঙ্গেই এসেছে, তবে শহরে ঢোকেনি। তোমার গরুর পাল ঠিক আছে কিনা সেটা দেখতে গেছে ও। এবার বলো, তোমার কি সিদ্ধান্ত, মিস্টার হান্টার? এনভিলে আসবে তুমি, নাকি জেলে থাকবে?'

জেল থেকে বের হতে চায় জ্যাক, কিন্তু অন্যের চাকরি নিয়ে নয়। 'আমার নিজের র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করতে হবে, ম্যাম। আমি এনভিলের জন্যে সময় দিতে পারব না।'

'ব্র্যাযোসকে তোমার র‍্যাঞ্চ দেখতে দাও,' পরামর্শ দিল লিনা। 'মাঝে মাঝে নিজে তদারকি করে আসতে পারবে, তাতে বাধা দেবে না কেউ। ধরো সপ্তাহে একবার যেতে পারবে নিজের র‍্যাঞ্চে। তাছাড়া বাবা সুস্থ হয়ে যাবার পর ইচ্ছে করলে চাকরিটা তুমি ছেড়েও দিতে পারো, বাধা নেই কোন। আমি শুধু চাইছি জেলে যে-কদিন তোমার থাকতে হতো সে-কদিন তুমি এনভিলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করো। ছ'দিন জেলে ছিলে, সুতরাং তোমাকে এনভিলে থাকতে হবে আর মাত্র একশো চুরানব্বুই দিন।'

প্রস্তাবটা খারাপ নয়, কিন্তু দ্বিধা গেল না জ্যাকের। ভ্যালিডোয় ও শুনেছে এনভিল তার রেঞ্জ নিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে গেছে। তা যদি হয় তাহলে সামনে একটা রক্তক্ষয়ী লড়াই আসবে। সে লড়াইয়ে জড়ানোর কোন ইচ্ছে ওর নেই। তার চেয়ে জেলে কয়েদী হয়ে বসে থাকাও অনেক নিরাপদ। রীতিমতো সুখকর!

'ম্যাম, তোমার বাবা যদি আমার অস্ত্র ভাড়া নিতে চেয়ে থাকে

তাহলে বলে ফেলো, সেক্ষেত্রে আমি বরং জেলে থাকতেই বেশি পছন্দ করব। যতোদিন উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি সময় আমি অস্ত্র ব্যবহার করেছি। আমি আর লড়াইয়ে জড়াতে চাই না। সেজন্যেই পেশা হিসেবে র‍্যাঞ্চিং বেছে নিয়েছি।'

'মিস্টার হান্টার, আমরা যদি গানহ্যান্ড চাইতাম তাহলে একজন নয়, একশোজন গানহ্যান্ড যোগাড় করতে সময় লাগত না।'

ভ্রূ কুঁচকাল জ্যাক। 'আমরা' বলেছে মেয়েটা। র‍্যাঞ্চার পঙ্গু। তারমানে এনভিল র‍্যাঞ্চে এখন কি তাহলে মিস লিনার কর্তৃত্ব চলছে? কোন মহিলার আদেশ মেনে চলতে পারবে না জ্যাক।

বলে চলল লিনা: 'তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, আমরা চাই র‍্যাঞ্চে তোমার উপস্থিতি। বাবা অসুস্থ, আমরা ভয় পাচ্ছি নিউ মেক্সিকোয় জন চিসামের যে পরিণতি হয়েছিল সেরকম ঘটতে পারে আমাদের ক্ষেত্রেও। চিসামের ঘটনা তো জানো নিশ্চই?'

আস্তে করে নড করল জ্যাক। পশ্চিমের সবাই জানে চিসামের খবর। বিরাট মানুষ ছিল সে। সম্পদের শেষ ছিল না। কিন্তু বুড়ো বয়সে কর্তৃত্ব হারায় সে। প্রতিবেশীরা তো আছেই, সেই সঙ্গে তাকে ঠকাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার নিজেরই শতখানেক কাউবয়। বুড়ো বয়সে গরীব অবস্থায় মারা গেছে জন চিসাম।

'বাবা বলে পুরুষমানুষ আসলে মানুষের খোলস পরা ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাড়া আর কিছু নয়,' বলল লিনা। 'বড় মানুষদের দুর্বলতা দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাই, নিজেদের মধ্যে খামচাখামচি করে যা পায় দখল করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবা আশা করছে তুমি এনভিল র‍্যাঞ্চে কাজ নিলে সুযোগ নিতে সাহস পাবে না কেউ।'

জ্যাক বুঝতে পারছে জেলে থাকার বদলে মেয়েটার প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে, কিন্তু কেন যেন দ্বিধা কাটিয়ে চট করে রাজি হতে পারল না। 'বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছ তোমরা,' বলল ও। 'আমিও নেকড়েদের একজন হতে পারি।'

হেসে মাথা নাড়ল লিনা। 'তুমি হুমকি দেয়ার পর বাবা তোমার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছে। বাবা জানে কি ধরনের মানুষ তুমি।'

'খোঁজ নেয়ার কারণ?'

'বাবা জানতে চেয়েছিল আবার তোমাকে তাড়াতে চেষ্টা করলে সত্যি তুমি হুমকি কার্যকর করবে কিনা।'

'আর কেউ নিশ্চই বলেছে যে আমি সত্যি খুন করব, না?'

'বাবাকে বলা হয়েছে দরকারে তুমি কঠোর হতে জানো। সেলোক তোমার সততার প্রশংসাও করেছে।'

'হ্যাঁ, আমি সৎ এবং কঠোর,' বলল জ্যাক, 'কিন্তু কঠোরতা আর সততা আমাকে কি দিয়েছে জানো? চারশো হাড্ডিসার গরু আর দুশো দিনের জেল।' হাসল জ্যাক। 'ঠিক আছে, ম্যাম, জামিনের টাকা পরিশোধে রাজি থাকলে এনভিল র‍্যাঞ্চের জন্যে একজন ম্যানেজার পেয়ে গেছ তুমি।'

'ভাল।' ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লিনা। তার চেহারা দেখে বোঝা গেল জ্যাক প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল। মেয়রের দিকে ফিরল লিনা। 'সেনিয়র গোমেজ, এক্ষুণি তোমার দুশো ডলার পেয়ে যাবে!'

পার্সটা খুলল লিনা, ডলার গুনে একশো বিরাশি ডলার রাখল মেয়রের ডেস্কের ওপর। বিগলিত হাসি দেখা গেল গোমেজের চেহারায়। চকচক করছে দু'চোখ। স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রা কাচিয়ে তুলে ড্রয়ারে ভরল সে।

'তোমার একটা রিসিট দিতে হবে, সেনিয়র গোমেজ,' বলল লিনা। লোকটা কাগজ কলম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় জ্যাকের দিকে তাকাল মেয়েটা। পার্স খুলে বিশ ডলারের দুটো কয়েন বের করল। 'প্রথম মাসের বেতনের কিছুটা অগ্রিম দিচ্ছি। আমার ধারণা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে চাইবে তুমি। আমি তোমার ট্রেইল ক্যাম্পে যাচ্ছি, ওখানেই অপেক্ষা করব।'

কান লাল হয়ে উঠল জ্যাকের। মেয়েটা ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে ওর চেহারা সুরত এমুহূর্তে ভদ্র সমাজের উপযোগী নয়। তারচেয়েও যেটা খারাপ লাগছে, সেটা হলো মেয়েটা স্রেফ নির্দেশ দিয়েছে। নরম গলায় জানিয়ে দিয়েছে ওকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

মেয়রের অফিস ছাড়ার আগে বিড়বিড় করে নিজেকে বলল জ্যাক, *'বেশি কর্তৃত্ব ফলানো মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছি। এনভিল এখন এর নির্দেশেই চলছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।'*

মেয়েমানুষের নির্দেশ মেনে কাজ করা পুরুষমানুষের নির্দেশ মেনে চলার চেয়ে ঢের কঠিন। একবার ভাবল জ্যাক, জেলে থাকাই ভাল ছিল কিনা।

তিন

জ্যাক যখন যারাগোযা ছাড়ল তখন নিজেকে নতুন মানুষ মনে হচ্ছে। শেভ সেরে গোসল করেছে ও, গা দিয়ে ভুরভুর করে বের হচ্ছে সাবানের মিষ্টি সৌরভ। এখন ওর পরনে নতুন কেনা একটা শার্ট এবং প্যান্ট। গানবেল্টও ঝুলিয়েছে কোমরে। জ্যাকেটের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রও ফেরত দিয়েছে মেয়র। ব্রাশ করে পুরোনো হ্যাটের চেহারা ফিরিয়ে এনেছে ও, পালিশ করে চকচকে করে তুলেছে বুট জুতো। এখন ঘোড়া দাবড়ে ক্যাম্পের দিকে এগোতে এগোতে ভাবল জ্যাক, এবার কর্তৃত্বপরায়ণা মেয়েটার চোখে নিজেকে

মানানসই দেখাবে হয়তো।

ক্যাম্পে গিয়ে ও দেখল বিশালদেহী ল্যুক জিনিসপত্র গোছাচ্ছে ব্যস্ত হয়ে, মালামাল তুলছে খচ্চরের পিঠে। গরুর পাল রওনা হয়ে চলে গেছে অন্তত এক মাইল উত্তরে। ওর জন্যে একটা মালবাহী ঘোড়া রেখে যাওয়া হয়েছে। বাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ওর আগমন লক্ষ করছে লিনা ওয়ার্ডেন। তার ড্রাইভার বাকবোর্ডের সীটে বসে আছে, হাতে রাশ, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো যাত্রা শুরু করতে ব্যগ্র হয়ে আছে। জ্যাকের চেহারাসুরতের পরিবর্তন যদি লিনা ওয়ার্ডেন দেখেও থাকে তার কোন ছাপ পড়ল না চেহারায়।

'সূর্য ডোবার আগে হাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা আছে,' বলল মেয়েটা। 'সেজন্যেই ব্র্যাযোসকে আমি গরু নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। সন্ধের পরও কয়েক ঘণ্টা এগোতে পারব আমরা। গরু আর ঘোড়াগুলো এ কয়দিনে যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছে। সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।'

কত্রী হিসেবে বেশ কঠোর মেয়েটা, তিক্ত মনে ভাবল জ্যাক, প্রভাব খাটাতে ভালবাসে। এমনকি ওর ক্রুদেরও নির্দেশ দিয়েছে বিনা দ্বিধায়। হেনরি ওয়ার্ডেনকে বাইরে থেকে দেখে যতোই কঠোর লোক মনে হোক, বাড়িতে হয়তো সে মেয়ের হাতের পুতুল।

'তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ, নাকি?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করি।'

'কেন, তোমার কি ধারণা একা ছেড়ে দিলে আমি এনভিল র‍্যাঞ্চে যাব না?'

'সত্যি বলতে কি, হান্টার, বাবার মতো সহজে আমি মানুষকে বিশ্বাস করি না।'

জ্যাক খেয়াল করল খুব দ্রুত 'মিস্টার' বলা ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটা। এখন ও এনভিলে চাকরি করছে, কাজেই সহজেই শুধু

হান্টার বলে ডাকা যেতে পারে!

বাকবোর্ডের দিকে ফিরল লিনা। 'আমাকে উঠতে সাহায্য করো, প্লীজ।'

আরেকটা নির্দেশ। জ্যাক একবার ভাবল না-শোনার ভান করে ঘোড়ায় উঠে গরুর পেছনে ছুটবে কিনা, তারপর ব্যাপারটা ছোটলোকের মতো হয়ে যায় ভেবে বিরক্ত চেহারায় লিনাকে বাকবোর্ডের সামনের সীটে উঠতে সাহায্য করল।

নিচু স্বরে ধন্যবাদ দিল লিনা, তারপর বলল, 'একটু আগে যা বলছিলাম, সন্ধের খানিক পরেও আমরা এগোতে পারব, সামান্য বাড়তি হাঁটলে তোমার গরুগুলোর কোন ক্ষতি হবে না।'

'ঠিক আছে, ম্যাম,' চেষ্টাকৃত শান্ত গলায় বলল জ্যাক, 'তুমি যা বলো, ম্যাম।'

লিনা ওয়ার্ডেনকে দেখে মনে হলো না সে বুঝেছে যে জ্যাককে সে রাগিয়ে তুলেছে। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল। রাশে দোলা দিয়ে বাকবোর্ড সামনে বাড়াল ড্রাইভার।

গরুর পালের পেছনে এগোল বাকবোর্ড, ভ্রূ কুঁচকে দেখল জ্যাক। গায়ের চামড়ায় জ্বালা করছে ওর মেয়েটার আচরণ দেখে। ছয় মাস এই মেয়ের সঙ্গে কাজ করা কঠিন হবে, কিন্তু আপাতত কিছু করার নেই। এনভিল ছেড়ে যাওয়া যাবে না চুক্তি-পূরণের আগে। যতোই কষ্ট হোক, এনভিলেই আগামী ছয় মাস থাকতে হবে ওকে।

গ্রাউন্ড-হিচ করা ঘোড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাক, একটা বে গেল্ডিং ওটা, এ কয়দিন বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে আছে। স্যাডলে উঠে সামনে বাড়তে গিয়েও বিগ ল্যুকের কাছে ফিরে এলো ও। ল্যুক ব্যস্ত হয়ে খচ্চরের পিঠে মালামাল তুলছে। 'ল্যুক, রসদ লাগবে তোমাদের।' পকেট থেকে অগ্রীম বেতনের বিশ ডলারের একটা কুয়েন বের করল ও। 'তুমি বরং শহরে এক চক্কর মেরে যা যা দরকার কিনে ফেলো। এই যে বিশ ডলার। আর...'

'টাকা আছে আমার কাছে,' বলল কুচকুচে কালো ল্যুক। 'ভদ্রমহিলা আমাকে টাকা দিয়ে বলল রসদ কিনে ফেলতে। এখন খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপানোর পর শহরের দিকেই যাব আমি।'

'মিস ওয়ার্ডেন টাকা দিয়েছে? আচ্ছা!' পকেটে কয়েনটা রাখল জ্যাক, ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে বিড়বিড় করে গাল বকল। মেয়েটা পাতায় পাতায় চলছে। নিজের হাতে কর্তৃত্ব তুলে তো নিয়েইছে, একবারও জিজ্ঞেস করেনি ওর খাওয়া হয়েছে কিনা। ও ভেবেছিল ল্যুককে বলবে খাবার দেয়ার কথা, কিন্তু সে ব্যবস্থা রাখেনি মেয়েটা। জেলে আধপেটা খেয়ে ভীষণ খিদে পাচ্ছে। জাহান্নামে যাক মেয়েটা। ওই মেয়ের জন্যে এখন ওকে বেল্ট টাইট করে বাঁধতে হবে।

শোধ নিল জ্যাক। ওর নির্দেশে সারারাত এক নাগাড়ে এগোল গরুর পাল। ঘুমাতে পারল না লিনা ওয়ার্ডেন। মাঝরাতে গরুর পাল পাশ কাটিয়ে জ্যাকের পাশে বাকবোর্ড নিয়ে এলো লিনার ড্রাইভার।

'কোন অসুবিধে?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

বরফের মতো শীতল শোনাল লিনার কণ্ঠ। 'আমি যখন বলেছিলাম সন্ধের পরও এগোব আমরা তখন বুঝিয়েছিলাম দুই কি তিন ঘণ্টা এগোব। তুমি কি ভাবছ থামবেই না একেবারে?'

'সূর্যোদয় পর্যন্ত থামছি না আমরা।'

'আচ্ছা! কেন?'

'আচরণে মনে হলো তুমি তাড়ায় আছো।'

'অবশ্যই। কিন্তু এতো তাড়ায় নেই যে সারারাত ড্রাইভ করতে হবে।'

'চাইলে ক্যাম্প করে পেছনে থেকে যেতে পারো তুমি,' পরামর্শ দিল জ্যাক। 'সকালে আমাদের ধরে ফেলতে কোন অসুবিধে তো হবার কথা নয়।'

'না, সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' বলল লিনা, 'যদিও রাতদিন পথ চলার

কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না। তুমি ঠিক জানো তো কোথায় যাচ্ছ? এই ঘন অন্ধকারে বুঝছ কি করে যে আমরা ঠিক দিকে যাচ্ছি?'

রাতটা সত্যিই অন্ধকার। চাঁদ নেই আকাশে। আবছা আলো ছড়াচ্ছে হাজারো কোটি নক্ষত্র। ধ্রুব তারার দিকে খেয়াল রাখলেই পথ ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। এলাকাটা ভালমতো চেনে জ্যাক। এতো ভাল ভাবে চেনে যে কোন চিহ্ন দেখে দিক ঠিক করতে হবে না ওকে।

'তোমার দুশ্চিন্তা করতে হবে না, ম্যাম, ঠিক সময়ে এনভিলে পৌঁছে যাবে।' কথা শেষে গরুগুলোর কাছে সরে গেল জ্যাক জবাবের অপেক্ষা না করে।

ভোরের ধূসর আলো আকাশে দেখা দেয়ার পর থামার নির্দেশ দিল সে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট একটা পরিষ্কার পানির ঝর্না। গরুগুলো পানি খাওয়ার পর ঝর্নার উত্তর পাড়ে ঘেসোজমিতে ছেড়ে দেয়া হলো। ঘাস ছেড়ে নড়বে না ওগুলো। পাহারায় থাকল ব্র্যাযোস। নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিশালদেহী ল্যাংড়া ল্যুক।

এ কয়দিন পর পেট ভরে নাস্তা করতে করতে অবাক হয়ে জ্যাক দেখল ছোট একটা তাঁবু খাটাচ্ছে মিস লিনার ড্রাইভার মিস লিনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে। রান্নার আগুনের কাছে এলো মিস লিনা, কিন্তু ল্যুকের দেয়া প্লেট নিল না, এক কাপ কফি নিল শুধু।

মেয়েটা বলেনি যে খাওয়ার রুচি হবার তুলনায় সে অনেক বেশি ক্লান্ত, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হলো না জ্যাকের। সারারাত মিস লিনাকে খাটিয়ে মারার জন্যে মনে মনে অনুশোচনাই হলো ওর। বুঝতে পারল ছোটখাটো কারণে প্রতিশোধ নিলে পুরুষদের পরবর্তীতে সব সময়েই লজ্জিত হতে হয়।

ল্যুকের দেয়া কাপটা হাতে নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েই মৃদু চুমুক

দিল মিস লিনা, পরিশ্রান্ত আর অগোছাল লাগছে দেখতে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। ভ্রূ কুঁচকে অস্বস্তি নিয়ে নাস্তায় ব্যস্ত জ্যাককে দেখছে মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কতোক্ষণ থামবে ঠিক করেছ?'

'মাঝ সকাল পর্যন্ত,' খাবার চিবানোর ফাঁকে জবাব দিল জ্যাক। 'ততোক্ষণে গরুগুলোর পর্যাপ্ত বিশ্রাম হয়ে যাবে, বর্ডার পার হওয়ার আগে আর থামার প্রয়োজন হবে না। তবে, ম্যাম, তুমি যদি মনে করো আমাদের সঙ্গে যাওয়ার সাধ্য হবে না, তাহলে আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।'

শেষ কথাটা জ্যাক এমন সুরে বলেছে যে শুনে মনে হলো সবাইকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার অনুরোধ করলে সেটা অনেক বেশি চাওয়া হয়ে যায়। খোঁচাচ্ছে জ্যাক মেয়েটাকে, চেষ্টা করেও ভাল আচরণ করতে পারছে না। মিস লিনার মাতব্বরি সহ্য করা মুশকিল।

'তার দরকার হবে না,' আড়ষ্ট গলায় জানাল লিনা। 'যখন রওনা হবে তখন আমিও রওনা হবো।'

কফি শেষ করে ডিশপ্যানে কাপটা রেখে তাঁবুর দিকে পা বাড়াল সে। কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল জ্যাকের দিকে। রাগে চেহারাটা লাল হয়ে আছে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কোন কারণে আমার ওপর শোধ তুলছ, হান্টার? হয়তো তুমি শহর থেকে আসার আগেই তোমার আউটফিটকে এগিয়ে যেতে বলেছি বলে তোমার গায়ে জ্বালা ধরে গেছে। আমি কি ঠিক আন্দাজ করেছি?'

'আমি শুধু তোমাকে খুশি করতে কাজ করছি, ম্যাম। তাড়া ছিল তোমার, আমি...'

'তুমি একজন পুরুষমানুষ,' থামিয়ে দিয়ে বলল লিনা। 'এমন একজন পুরুষমানুষ যে মেয়েদের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে রাজি নও, তাই না?'

'সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাম, আমি এমন একজন মানুষ যে কারও কাছ থেকে নির্দেশ নিতে অভ্যস্ত নই। কারও নির্দেশ মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু এনভিলে তোমাকে নির্দেশ মেনে চলতেই হবে। কথাটা মনে রেখো।'

রাগে গা জ্বালা করে উঠলেও মুখে তৎক্ষণাৎ কোন জবাব যোগাল না জ্যাকের। আর কোন কথা থাকতে পারে না এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল লিনা।

বিকেলে বর্ডার পেরিয়ে এনভিলের রেঞ্জের দিকে এগিয়ে চলল জ্যাকের গরুর পাল।

যাত্রাটা এখানে কঠিন, পাথুরে জমির ওপর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আরও আছে ঘন ঝোপঝাড়। সামনে বেড়ে এলাকাটা স্কাউটিং করে দেখল জ্যাক, ছোট্ট একটা পাহাড়ী ডোবা ছাড়া পানির আর কোন উৎস খুঁজে পেল না। ল্যুককে পাঠাল ও রান্না আর ব্যবহারের জন্যে পানি নিয়ে আসতে। তার কাজ সারা হতে গরুর পাল ঝর্নার কাছে নিয়ে ছেড়ে দিল জ্যাক আর অন্যান্যরা। একটু পরই কাদাময় হয়ে গেল পানি, তার খানিক পর শুকিয়ে গেল ছোট্ট ডোবাটা।

সামনে দীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে। রাতে এখানে ডোবার পাড়েই ক্যাম্প করবে স্থির করল জ্যাক। রাতে গরু পাহারার প্রথম পালা পড়ল মিগুয়েল আর পিটের ওপরে। জ্যাক আগুনের ধারেই থাকল, যারাগোযা থেকে ওর জন্যে নিয়ে আসা ল্যুকের সিগার টানছে আরাম করে।

সন্ধের নাস্তার পর আগুনের ধার থেকে সরল না লিনা, স্থির বসে আছে মূর্তির মতো, নজর সামনের অগ্নিশিখার দিকে। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। ভাবছে কি যেন। আড়চোখে তাকে লক্ষ করছে জ্যাক, স্পষ্ট বুঝতে পারছে ট্রেইলের এই কঠোর পথ চলায় অনভ্যস্ত হওয়ায় মেয়েটার বারোটা বেজে গেছে। পরনের সুন্দর কাপড় এখন ধূসর ধুলোয় ছাওয়া, চুলগুলো এলোমেলো, চেহারায়

ক্লান্তি। মরুর ঝোপে জন্ম নেয়া কোমল ফুলের মতো বেমানান লাগছে মেয়েটাকে এখানে দেখতে।

'মিস ওয়ার্ডেন,' নরম গলায় বলল জ্যাক, 'তুমি বরং সকালে এনভিলের পথে রওনা হয়ে যাও। আস্তে ধীরে যেতে পারবে, শরীর সইয়ে। আমি এনভিলে যাব না এমন দুশ্চিন্তা তোমার না করলেও চলবে। আমার রেঞ্জে গরুগুলো রেখেই যতো শীঘ্রি সম্ভব আমি চলে আসব।'

ভ্রূ আরও কুঁচকে জ্যাকের চোখে তাকাল লিনা। 'আমি নিশ্চিত নই যে তুমি এনভিলে শেষ পর্যন্ত আসবে।'

'আমি যদি না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিতাম তাহলে তুমি সঙ্গে এলেও আমাকে ঠেকাতে পারতে না।'

'আমি মনে করি ঠেকাতে পারব।'

কিছু বলল না জ্যাক, শুধু অনুভব করল ওর সততা প্রশ্নের সম্মুখীন করে অপমান করা হয়েছে ওকে। সেই সঙ্গে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে মিস ওয়ার্ডেন। অযথা।

দীর্ঘক্ষণ নিরবতার পর লিনা বলল, 'সকালে আমার সঙ্গেই এনভিলের হেডকোয়ার্টারে যেতে পারো তুমি। তোমাকে ছাড়াও রাইডাররা গরু নিয়ে যেতে পারবে।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'আগামী কাল আমরা যে রেঞ্জ পার হবো ওটা তোমার বাবা নিজের বলে দাবি করে। আমার অনুপস্থিতিতে ক্রুদের ওপর হামলা হতে পারে সে ঝুঁকি আমি নেব না।'

'বেশ,' কাঁটাতারের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে বলল লিনা, 'সেক্ষেত্রে আমিও থাকছি তোমার সঙ্গে।' উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, পা বাড়িয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'তাহলে কথা ঠিক হয়ে থাকল। শুভরাত্রি, হান্টার।'

লিনা তাঁবুর ভেতর ঢুকে যাবার পর নিজের উদ্দেশে ভ্রূ কুঁচকাল জ্যাক, মেয়েটার জন্যে কোন্‌টা সহজ হবে সেটা ভাবার

দরকার কি ছিল! খামোকা অপ্রস্তুত হতে হলো। লিনা ওয়ার্ডেন হয়তো ভাবছে সে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মাঝ সকালে যাত্রা শুরু করল ওরা। এগিয়ে চলল সত্তর মাইল দীর্ঘ কালো গামা ঘাসের প্রান্তর ধরে। এই এলাকা পুরোটা এনভিলের বলে দাবি করে হেনরি ওয়ার্ডেন।

সামনে যাচ্ছে জ্যাক, সতর্ক। বারবার নানা দিকে তাকিয়ে দেখছে কেউ আসে কিনা। এলে আগে থেকেই তৈরি হতে চায়। অপ্রস্তুত হতে রাজি নয়। কঠোর দল বলে এনভিলের কুখ্যাতি আছে। বিরাট রেঞ্জ পাহারা দেয়া হয় নিয়মিত বিরতি দিয়ে। এনভিলের জমিতে কাউকে দেখা গেলে গুলি ছুঁড়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। 'অনুপ্রবেশ নিষেধ' লেখা নেই কোথাও, কিন্তু আসলে তার কোন দরকারও নেই। সবাই জানে এনভিলে ঢুকলে বিপদে পড়তে হবে।

দক্ষিণ দিকে পাহাড়ী দেয়াল, পুবে আর পশ্চিমে কোথাও কোথাও এনভিলের ঘেসো জমি মাত্র আধমাইল চওড়া, কিন্তু অন্য জায়গায় বিশ মাইলেরও বেশি চওড়া জমিও আছে। জ্যাক যেখানে হোমস্টেড করেছে সে উপত্যকা পাহাড়ী এলাকায়, পশ্চিমে, এনভিলের রেঞ্জ যেখানে বেশি চওড়া সেখানে, উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায়।

ওদিকে যেতে গিয়ে এনভিলের উত্তর-পশ্চিম অংশে ঢুকতে হয়েছে জ্যাককে। দুপুরের দিকে একটা ঢাল পার হয়ে দূরে বড় র‍্যাঞ্চটার উইন্ডমিল আর জলাশয়টা দেখতে পেল ওরা। মাটির নিচ থেকে পানি তুলে রিযার্ভয়ারটা ভরা হয়, এদিকের সমস্ত গরু ওটা থেকেই তৃষ্ণা মেটায়।

জলাশয়ের কাছেই একটা ছোট অ্যাডোবি বিল্ডিং। পাশে বার্ন আর করাল। বাড়ির পেছনে ভেজা কাপড় শুকাতে দিচ্ছে এক মহিলা। একটু দূরেই খেলা করছে দুটো বাচ্চা। জ্যাকের গরুর পাল ঢাল পার হয়ে আসতে দেখেছে মহিলা, দ্রুত পায়ে বাড়ির

ভেতর ঢুকে গেল। একটু পরই এক লোক বেরিয়ে এলো বাড়িটা থেকে, কিছুক্ষণ দেখল গরুর পাল, তারপর করালের পাশে দাঁড়ানো স্যাডল চাপানো একটা ঘোড়ায় চেপে দ্রুতগতিতে ছুটল উত্তর দিকে।

লিনা ওয়ার্ডেনের বাকবোর্ডের পাশে পৌঁছে জ্যাক বলল, 'ওই লোক কি এনভিলে চাকরি করে?'

মাথা দোলাল লিনা ওয়ার্ডেন। 'মেক্সিকানদের একজন। পরিবার নিয়ে থাকে, এদিকের শেষ সীমা পাহারা দেয়া ওর দায়িত্ব।' থামল লিনা, ভ্রূ কুঁচকে উঠল, চিন্তিত দেখাচ্ছে। একটু পর বলল, 'বাইরের লোক রেঞ্জে ঢুকেছে সেটা জানাতে গেছে ও। আমার বাবার বদলে যদি মার্ক গ্রিয়ারসনকে রিপোর্ট করে তাহলে সমস্যা হতে পারে।'

'এই মার্ক গ্রিয়ারসনটা কে?'

'বাবার উকিল।' লিনাকে এখন আরও বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'আমার ধারণা লোকটা এখন আর বাবার স্বার্থ দেখছে না। টুকসনে তার অফিস, কিন্তু বাবার অসুস্থতার পর আসলে সে এনভিলেই বাস করছে। সম্ভবত জিনিকে বিয়ে করবে।'

জ্যাকের চোখে প্রশ্ন দেখে বলল, 'বাবার দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে জিনি। আমার একজন সৎ ভাইও আছে–বার্টি। গ্রিয়ারসন, জিনি বা বার্টিকে যদি মেক্সিকান রাইডার জানায় যে রেঞ্জে বাইরের লোক ঢুকেছে তাহলে সমস্যা হতে পারে। ওদের তিনজনের কারও সম্পর্কই বাবার সঙ্গে ভাল নয়। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওদের তিনজনেরই ধারণা হয়েছে এনভিল চালানোর অধিকার শুধু ওদেরই আছে।'

'ওদের কারণেই কি দুশ্চিন্তায় ভুগছে তোমার বাবা?'

'আমি ঠিক জানি না। বাবার দুশ্চিন্তার কারণ যদি ওরা না-ও হয় তবুও হওয়া আসলে উচিত।'

'তুমি অন্তত দুশ্চিন্তায় ভুগছ।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল লিনা। 'কি হতে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না আমি। সেজন্যেই তোমাকে যখন বাবা আনতে চাইল তখন রাজি হতে দেরি করিনি, ঝুঁকি নিয়ে নিজে গিয়েছি মেক্সিকোয়। গ্রিয়ারসন, জিনি বা বার্টি ম্যানেজার হিসেবে এনভিলে তোমার আগমন ভাল চোখে দেখবে না, হয়তো চেষ্টা করবে যাতে তুমি চাকরিতে না টেকো। সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে, যাতে ওরা তোমাকে কোন অজুহাতে তাড়াতে না পারে।'

'তাড়ানোর জন্যে কি ধরনের চেষ্টা ওরা করবে বলে মনে করো?'

'হয়তো গানম্যান পাঠাবে তোমাকে মোকাবিলা করতে,' একটু ইতস্তত করল লিনা। 'বাবা এতোই অসুস্থ যে তার নির্দেশে কিছুই চলছে না। নিয়মিত কাউবয়দের অনেককে তাড়িয়ে গানম্যান ভাড়া করেছে ওরা। ক্রুদের অন্তত অর্ধেক লোক ওদের নির্দেশে কাজ করে। তাদের সবাই গানম্যান। শুধু ফোরম্যান লোকটা নিরপেক্ষ। সে ছাড়া কাউবয়দের বাকি সবাই মেক্সিকান। অবশ্য গানম্যানরা সবাই শ্বেতাঙ্গ। কঠিন, কঠোর লোক সবাই। তোমার বিরুদ্ধে যদি ওদের পাঠানো হয় তাহলে নিজের অবস্থান কতোটা দৃঢ় সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, নইলে টিকতে পারবে না এনভিলে।'

সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞেস করল জ্যাক, 'তুমি নিশ্চিত যে পারিবারিক বিরোধে আমাকে জড়াচ্ছ না?'

'নিশ্চিত। পারিবারিক লড়াইয়ের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখন এনভিলকে রক্ষা করা।'

মেয়েটার উত্তর জ্যাককে সন্তুষ্ট করতে পারল না। তীক্ষ্ণ চোখে লিনাকে দেখল জ্যাক, তিক্ত হাসি ঠোঁটে। 'পরে আরও বিস্তারিত জেনে নেব। আপাতত তোমার দুশ্চিন্তাগুলো একটা একটা করে জানাই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

গরুর পালের শেষে ফিরে পিটের পাশে ঘোড়া ছোটাল জ্যাক,

চিন্তিত বোধ করছে। এনভিলের রাইডার খবর দিতে গেছে, যেকোন সময়ে হামলা হতে পারে, কাজেই গরুর পালকে তাড়া দিয়ে গতি বাড়াল ওরা। প্রথমে কাজ হচ্ছিল না, আগে বাড়তে চাইছিল না গরুগুলো, কিন্তু জ্যাক আকাশে তিনটে গুলি ছোঁড়ার পর আতঙ্কিত হয়ে ছুটতে শুরু করল লংহর্নগুলো, ওদের গতি বিস্মিত করল সবাইকে।

খুরের শব্দের ওপর দিয়ে চেঁচাল জ্যাক পিট, মিগুয়েল আর ব্র্যাযোসের উদ্দেশে, 'ছুটতে দাও ওদের। সাবধান! লাইনে রাখো! সোজা আমার উপত্যকার দিকে যায় যাতে।'

গত এক সপ্তাহ জ্যাকের জেলবাসের সময় যে চর্বি-মাংস জমেছিল গরুগুলোর শরীরে সব ঝরে যাবে এই দৌড়ে, কিন্তু কিছু করার নেই। গানম্যান দেখা দেয়ার আগেই নিরাপদে উপত্যকায় গরু পৌঁছোনোর জন্যে এটুকু ক্ষতি-স্বীকার করতে হবে। জ্যাক নিশ্চিত যে আসবে ওরা। শুরুতেই শেকড় কেটে দেয়ার চেষ্টা করবে, যাতে লিনা ওয়ার্ডেন সাহায্য নিয়ে এনভিলে উপস্থিত হতে না পারে।

এক নাগাড়ে বহুদূর দৌড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করেছে গরুগুলো। একটু পরই থেমে তাজা ঘাসে মুখ ডোবাল। এখন দেখে কে বলবে যে জন্তুগুলো একটু আগেই উন্মত্তের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছয়-সাত মাইল পেরিয়ে এসেছে!

এখনও জ্যাকের উপত্যকা বেশ দূরে। ওখানে পৌঁছোনোর আগে পরিস্থিতি নিরাপদ মনে করার কোন কারণ নেই। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গরুগুলোকে সামনে বাড়তে বাধ্য করল জ্যাক আর ওর কাউবয়রা। এবার হেলেদুলে চলেছে জন্তুগুলো, মাঝে মাঝে ঘাস চিবুচ্ছে।

স্ট্যাম্পিডের সময় ডজন খানেক এনভিল গরু চলে এসেছে জ্যাকের গরুর সঙ্গে। দল থেকে ওগুলোকে বের করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জ্যাক। বলা যায় না, এনভিলের গানহ্যান্ডরা দাবি করে

বসতে পারে যে গরুচুরি করার মতলবে ছিল ও। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এনভিলের ম্যানেজারের পদ নিচ্ছে ও অসুস্থ র‍্যাঞ্চার আর লিনা ওয়ার্ডেনের পক্ষে, কিন্তু বিপক্ষের শক্তিটাকে হেলা করার কোন উপায় নেই। তাদের দাবিও এনভিলের ওপর কম নয়।

এনভিলের রাইডাররা এলো শেষ বিকেলে। তখনও নিজের রেঞ্জ থেকে অনেক দূরে আছে জ্যাক।

দলে তারা চারজন। গরুর দলের পেছন দিক দিয়ে উদয় হয়েছে। দ্রুত গতিতে ছুটছে তাদের ঘোড়াগুলো। গরুর পালের ডানদিক দিয়ে পার হতে শুরু করল, কোনরকম সতর্কীকরণ না করেই সিক্সগান বের করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল জ্যাকের গরুর পালের ওপর।

চার

ছয়-সাতটা গরুকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল জ্যাকের, এনভিলের রাইডারদের সঙ্গে আলাপের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ও, কিন্তু ঘটনা দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টে ঘোড়া থামিয়ে রাইফেল হাতে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। পরপর ওর দুটো গুলিতে দু'জন রাইডার পড়ে গেল স্যাডল থেকে। প্রথম লোকটা আহত হয়েছে, দ্বিতীয়জনের ঘোড়াটা মারা পড়েছে। দ্বিতীয় লোকটার পা স্টিরাপে আটকে গেছে, ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ল সে, তার করুণ আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠল চারপাশ।

অন্য দু'জন রাইডার জ্যাকের দিকে তাদের অস্ত্রের নল

ঘোরাল। জ্যাকের মনে হলো বোকামি করে নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছে লোকগুলো। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে সিক্সগান দিয়ে কী লক্ষ্যভেদ করবে ওরা, মাটিতে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে ও। কাছের লোকটাকে ইচ্ছে করেই কাঁধে গুলি করল জ্যাক। বিকট স্বরে গালি দিয়ে কাঁধ চেপে ধরল লোকটা, হাত থেকে সিক্সগান পড়ে গেল। বাকি রাইডার বুঝতে পেরেছে আসলে সে কতোটা অসহায় জ্যাকের রাইফেলের সামনে। হাত থেকে অস্ত্র ফেলে ঘোড়া থামিয়ে হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণ করল সে।

'গুলি কোরো না!' চেঁচাল। 'গুলি কোরো না! আমি নিরস্ত্র।'

গুলির আওয়াজে আবার ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করেছে গরুর পাল। পিট আর মিগুয়েল পেছনে ছুটছে, চেষ্টা করছে যাতে না ছড়িয়ে গিয়ে জ্যাকের রেঞ্জের দিকে যায় ওগুলো। জ্যাক যে লোকটাকে কাভার করেছে তার দিকে এগিয়ে এলো বুড়ো ব্র্যাযোস, হাতে উদ্যত সিক্সগান। এনভিল রাইডারের বূট থেকে রাইফেলটা হ্যাঁচকা টানে নিয়ে নিল সে, তারপর জায়গায় ঘোড়া ঘুরিয়ে যে তিনজন আহত হয়েছে তাদের কাভার করল।

গরুর পালের বামদিকে, পেছনে বাকবোর্ডটা চলছিল বিগ ল্যুকের খচ্চরের পাশাপাশি। মেয়েটার নির্দেশ পেয়ে বাকবোর্ড জ্যাকের পাশে এসে থামল। মেয়েটার চেহারায় শঙ্কার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পেল জ্যাক। স্পষ্টতই রক্ত দেখে অভ্যস্ত নয় লিনা।

অক্ষত এনভিল রাইডারের দিকে রাইফেলটা তাক করে চড়া গলায় নির্দেশ দিল জ্যাক, 'এই যে তুমি! এদিকে এসো!'

দাড়িওয়ালা রুক্ষ চেহারার লোক সে, চোখে ভয় নিয়ে জ্যাককে দেখল, তারপর ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, ইশারা পেয়ে থামল দশ ফুট দূরে, হাত দুটো একটার ওপর আরেকটা, রেখেছে স্যাডল হর্নের ওপরে, যাতে জ্যাক ভুলেও গুলি না করে। সাহস প্রকাশ করার জন্যে মুখ ফিরিয়ে পিচিক করে তামাকের কষ ফেলল মাটিতে।

'আমি নিরস্ত্র,' বলল ধীর গলায়, 'তুমি নিশ্চই নিরস্ত্র কাউকে গুলি করবে না?'

'অত নিশ্চিত হয়ো না,' নিচু স্বরে বলল জ্যাক। 'নাম কি তোমার?'

'স্যাম ড্রাকার। তাতে তোমার কি?'

'ঠিক আছে, স্যাম ড্রাকার, তোমার মানিবেল্টটা বের করো।'

'কি?'

'ঠিকই শুনেছ। টাকা যা আছে বের করো। মরা গরুগুলোর জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তোমাকে।'

'কিসের ক্ষতিপূরণ! আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে...'

'এনভিলের মালিক নির্দেশ দিয়েছিল?'

'তার ছেলে। হেনরি ওয়ার্ডেনের কোন নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা নেই এখন।' আঙুল তুলে ঘোড়ার নিচে পড়া চিৎকাররত যুবককে দেখাল সে। 'ওই যে ও। ঘোড়াচাপা পড়েছে। বার্টি ওয়ার্ডেন।'

যুবককে একবার দেখে নিয়ে বলল জ্যাক। 'ওর যা অবস্থা তাতে ওর তরফের ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। যে দু'জন গুলি খেয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণও হয়ে গেছে বলে ধরে নিচ্ছি। বাকি থাকলে তুমি। গরুর দাম দেখা যাচ্ছে তোমাকেই দিতে হবে। বের করো মানিবেল্ট। কি হলো, বেঁচে আছো সেজন্যে চেহারায় হাসি হাসি একটা ভাব দেখাও!'

'জাহান্নামে যাও!' সাহস সঞ্চয় করে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'নিরস্ত্র কাউকে তুমি গুলি করবে না জানি। আমি রওনা হচ্ছি, পারলে ঠেকাও!'

রাইফেলটা তুলেই গুলি করল জ্যাক। গম্ভীর চেহারা।

ড্রাকারের হ্যাট শূন্যে উঠে ছিটকে চলে গেল পনেরো ফুট দূরে। মাথা নিচু করে আতঙ্কিত চিৎকার ছাড়ল ড্রাকার, পরক্ষণে ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

রাইফেলের ফায়ারিং চেম্বারে আরেকটা গুলি ঢোকাল জ্যাক।

'ড্রাকার, তোমাকে একবার সতর্ক করলাম। পরেরবার দু'চোখের মাঝখানে গুলি করব।'

এতোই রেগে গেছে যে আসলেই খুন করতে গুলি না করলেও আহত করতে গুলি ঠিকই করবে জ্যাক। লোকটা জ্যাকের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না এই লোক। আস্তে করে বেল্টের কাছে হাত নিয়ে গেল সে, বের করে আনল চামড়ার একটা ছোট্ট থলে। রিনিঝিনি আওয়াজ হলো ভেতরের স্বর্ণ আর রৌপ্যমুদ্রা ঠোকর খাওয়ায়। জ্যাকের পায়ের কাছে থলেটা ছুঁড়ে ফেলল ড্রাকার, সব হারানো গলায় বলল, 'ওখানে চল্লিশ ডলার আছে। চল্লিশ ডলার ডাকাতি করছ তুমি।'

'এই টাকায় গরুর দাম পুষিয়ে যাবে,' থলেটা তুলে বলল জ্যাক। 'এটা আমার প্রাপ্য।...এবার তোমার গরু-মারা সঙ্গীদের সাহায্য করতে পারো। তবে সাবধান, কোন চালাকি করতে যেয়ো না, গুলি খেয়ে মরবে। তোমাদের ওপর নজর থাকবে আমার।'

এনভিল রাইডারদের রাইফেল আর সিক্সগানগুলো সংগ্রহ করল ব্র্যাযোস, তারপর লিনা ওয়ার্ডেনের বাকবোর্ডে ওগুলো নিয়ে রাখল। চোখের সামনে এসব ঘটতে দেখে লিনা ওয়ার্ডেন বেশ মুষড়ে পড়েছে। তবে জ্যাককে তাকাতে দেখে আস্তে করে মাথা দুলিয়ে নিজের সমর্থন জানাল। রাগ এখনও কমেনি জ্যাকের, একবার ভাবল বলে যে মেয়েটার কারণে এই কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি ও, যা করেছে সেটা করেছে নিজের সম্পত্তি বাঁচাতে, খোলা রেঞ্জে নিজের অধিকার বজায় রাখতে, কিন্তু কিছু বলল না।

স্যাডলে জবুথবু হয়ে বসে আছে কাঁধে গুলি খেয়েছে যে লোকটা, হাত দিয়ে ক্ষত চেপে ধরে আছে, চেহারা দেখে মনে হলো অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। তার কাছেই আগে গেল ড্রাকার, কি যেন বলল, তারপর গেল ঘোড়া থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছে যে লোকটা, তার কাছে। লোকটাকে উল্টে দেখল ড্রাকার। তার তিক্ত কণ্ঠের গালি শুনে বোঝা গেল মারা গেছে লোকটা। মরা

ঘোড়ার নিচে যার পা চাপা পড়েছে সে যুবকের কাছে গেল সব শেষে।

তাকে ঝুঁকে দাঁড়াতে দেখে চেঁচাল যুবক, 'বের করো আমাকে! পা-টা বোধহয় ভেঙে গেছে।'

চেষ্টা করল ড্রাকার, কিন্তু সফল হতে পারল না। বাধ্য হয়ে তাকে সাহায্য করতে হলো ব্র্যাযোস আর জ্যাকের। ল্যাসোর ফাঁসে আটকে ঘোড়াটা বার্টি ওয়ার্ডেনের গায়ের ওপর থেকে সরাল ওরা।

চোখে কৌতূহল নিয়ে যুবককে দেখল জ্যাক, বাবার সঙ্গে কতোটা মিল আছে ছেলের সেটাই ওর বিশেষ ভাবে লক্ষ করার কারণ। মিল তেমন একটা নেই বললেই চলে। বাবার মতো দীর্ঘদেহী নয় সে, চেহারাতেও ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক কঠোরতার সেই দৃঢ় ছাপ নেই। তবে বাবার জেদী মনোভাব পুরোপুরি বিদ্যমান।

স্যাম ড্রাকারের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর পর জ্যাকের দিকে তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত চাহনি হানল সে। রাগে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'তোমাকে এজন্যে পস্তাতে হবে। আমি এমন ব্যবস্থা নেব যে মনে হবে জীবনে কখনও এনভিলের জমিতে পা না রাখলেই ভাল করতে।'

বিশের গোড়ার দিকে বয়স হবে যুবকের। তবে তার চেহারা আর আচরণ দেখে বুঝতে জ্যাকের দেরি হলো না যে এখনও তারুণ্যের অবুঝ সময় কাটিয়ে পরিপূর্ণ যুবক হতে পারেনি বার্টি ওয়ার্ডেন। মাঝারী তার উচ্চতা, হালকা-পাতলা দেহ; সুদর্শন হতে পারত যদি নাকটা বাজপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা না হতো। আরেকটা খুঁত আছে চেহারায়, থুতনি প্রায় নেই বললেই চলে। এধরনের মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর ধরনের হয়ে থাকে। চমৎকার দামী পোশাকে তাকে দেখে অভিজাত সমাজের বখাটে উশৃঙ্খল যুবক বলে মনে হচ্ছে। একটা জোড়া ভেস্টের নীল সিল্কের শার্ট

তার পরনে, বোতামগুলো মুক্তোর তৈরি। গলায় হলুদ স্কার্ফ। প্যান্টটা খয়েরী-কালো লম্বা ডোরা-কাটা—শহুরে। হ্যাট আর বুট জুতো কালো রঙের, বর্তমানে খালি হোলস্টার আর গানবেল্টও তাই। যা সে পরেছে প্রত্যেকটা জিনিস দামী।

চড়া গলায় বলে চলেছে যুবক, 'বুড়োর যা বহুদিন আগেই করা উচিত ছিল তাই করব আমি। শুধু এনভিলের জমি থেকে তোমাকে আমি তাড়াব না, এই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব।'

বাচ্চা ছেলে রাগের মাথায় দিশে হারিয়ে যেমন উল্টোপাল্টা বকে, তেমনি শোনাচ্ছে জ্যাকের কাছে যুবকের বকবকানি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করতে ভুল হলো না ওর। এ ছেলে মাথাগরম ধরনের। কেউ তাকে অপদস্থ করবে সেটা মানতে পারছে না। একমাত্র কারণ সে এনভিল র‍্যাঞ্চের ক্ষমতাশালী মালিকের ছেলে। প্রতিশোধস্পৃহা জিইয়ে রাখবে যুবক, সুযোগ পেলে ছোবল মারতে দ্বিধা করবে না। জ্যাক বুঝতে পারছে এখন থেকে বার্টি ওয়ার্ডেনের ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে ওকে।

পুরোটা সময় চুপচাপ ছিল লিনা ওয়ার্ডেন, এবার কড়া স্বরে বলল, 'জীবনে কি তোমার শিক্ষা হবে না, বার্টি? বাবা ডেকে পাঠিয়েছে জ্যাক হান্টারকে আমাদের র‍্যাঞ্চের ম্যানেজার হতে। নিশ্চই বুঝতে পারছ ওর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে হবে তোমাকে? নইলে বিপদে পড়বে।'

জ্যাকের প্রতি যতোটা ঘৃণা ঝরছিল বার্টির চোখ থেকে তা যেন আরও বাড়ল লিনা ওয়ার্ডেনের দিকে তাকাতে। 'মনে করেছ বাবাকে পটাতে পারলেই এই দু'পয়সা দামের হোমস্টেডার এনভিলের ম্যানেজারের পদ পাবে? ভেবেছ বাবার ওপর একার প্রভাব খাটিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে, না? তা আমি হতে দেব না। বাবাকে বোঝাব যাতে এধরনের ফকিরদের পাত্তা না দেয়। বাবা আমার কথাই শুনবে। একবার আমি এনভিলের ক্ষমতা পেয়ে নিই, তোমাকে পুবে তোমার আত্মীয়দের কাছে আবার ফেরত

পাঠাব। হিস্যা পাবে ঠিকই, কিন্তু নাক গলাতে পারবে না র‍্যাঞ্চের কাজে।'

'বাবা তোমার অযৌক্তিক কোন কথা শুনেছে এপর্যন্ত?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল লিনা, আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'আমি বাবাকে প্রভাবিত করিনি। বাবা নিজের ইচ্ছেয় জ্যাক হান্টারকে ম্যানেজার করতে চেয়েছে। তুমি মাঝখান থেকে না-বুঝে বাগড়া দিচ্ছ।'

'তুমি একটা পুরুষখেকো মেয়েমানুষ। নিশ্চই তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে হান্টারকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসার পেছনে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লিনার চেহারা, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। কি বলবে বুঝতে পারছে না। ক্ষণিকের জন্যে ওকে হতবুদ্ধি দেখাল।

কড়া চোখে বার্টি ওয়ার্ডেনের দিকে তাকাল জ্যাক, শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আর একটা ফালতু কথাও যদি শুনি তাহলে সবকয়টা দাঁত তোমার গিলে খেতে হবে।'

আরও জ্বালাময়ী কিছু বলার জন্যে হাঁ করেছিল বার্টি, কিন্তু জ্যাকের চোখের শীতল দৃষ্টি তাকে সতর্ক করল, চুপ হয়ে গেল সে। বুঝতে পেরেছে জ্যাক হান্টার সত্যি তার কথা রাখবে। চোখ থেকে নগ্ন ঘৃণা ঝরছে বার্টির। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জ্যাক, যতোক্ষণ পর্যন্ত না অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয় যুবক।

কেশে জ্যাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ব্র্যাযোস, 'আরও লোক আসছে, জ্যাক।'

আরও চারজন অশ্বারোহী আসছে। তিনজন আগে, চতুর্থজন তিনশো গজ পেছনে। সামনে যারা আসছে তাদের দু'পাশের দু'জন মেক্সিকান হলেও মাঝখানের লোকটা আমেরিকান। একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারল বিস্মিত জ্যাক, পেছনে যে আসছে সে একটা মেয়ে। লিনার দিকে তাকাল জ্যাক। 'মার্ক গ্রিয়ারসন আসছে?'

'না,' নিচু স্বরে জানাল লিনা। 'ও জিম শেলি, এনভিলের ফোরম্যান। ও কোন সমস্যা করবে না। বাবার নিজস্ব লোক ও।'

লিনার কথা শুনল বটে, কিন্তু সতর্কতায় কোন ঢিল দিল না জ্যাক। এতোক্ষণের ঘটনায় ওর বোঝা হয়ে গেছে যে এনভিলে লিনা ওয়ার্ডেনের অবস্থান খুব একটা দৃঢ় নয়। রাইফেল নেড়ে আগুয়ান অশ্বারোহীদের সাবধান করল ও।

'এই যে অ্যামিগো, তুমি একা সামনে এগিয়ে এসো।'

দু'পাশের মেক্সিকানদের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে ইশারা করে একা আগে বাড়ল জিম শেলি, ঘোড়া থামাল জ্যাকের ফুট পাঁচেক দূরে। আস্তে করে মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে নড করে লিনা ওয়ার্ডেনকে সম্মান জানাল, তারপর ফিরে তাকাল জ্যাকের দিকে। কড়া সতর্ক দৃষ্টি তিক্ত হয়ে উঠল।

'তুমি নিশ্চই জ্যাক হান্টার?'

আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাক। 'হ্যাঁ। তুমি বোধহয় জিম শেলি?' বুঝতে পারছে এলোকের সঙ্গে সদ্ভাব হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ও যদি এনভিলের ম্যানেজারের পদ নেয় তাহলে ফোরম্যান হিসেবে ওকে ঘৃণার চোখে দেখবে শেলি। তবে তাতে যে কিছু যায় আসবে ওর তা নয়। খেয়াল করল জ্যাক, এনভিলের মতো বড় র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান হওয়ার তুলনায় জিম শেলির বয়স যথেষ্ট কম, এখনও তিরিশ ছোঁয়নি। অবশ্য চওড়া গোঁফ রেখেছে সে, ভাবভঙ্গিতে বয়স্ক লোক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যতো অপরিণতই লোকটাকে মনে হোক, একে হালকা ভাবে নেয়া ঠিক হবে না, স্থির করল জ্যাক। নিশ্চয়ই যোগ্য লোক জিম শেলি, নইলে হেনরি ওয়ার্ডেন তাকে ফোরম্যান করত না।

'হ্যাঁ, আমিই জিম শেলি,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ফোরম্যান। 'আমি এনভিলের র‍্যামরড। র‍্যামরড হিসেবে এই রেঞ্জের ভালমন্দ দেখার দায়িত আমার। চাই না এখানে কোন গোলমালের সৃষ্টি

হোক। তোমার উপস্থিতি আমি পছন্দ করতে পারছি না। আমাদের একজনকে খুন করেছ তুমি, আরেকজনকে আহত। এনভিলের একটা ঘোড়াও মেরে ফেলেছ। তুমি...'

'থামো,' বলে উঠল জ্যাক, 'আগে আমার কথা শোনো। এই লোকগুলো খামোকা আমাকে উত্যক্ত করেছে, আমার গরু মেরেছে। আমার আর কি করার ছিল রুখে দাঁড়ানো ছাড়া? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম যে আমার সমস্ত গরু গুলি খেয়ে মারা পড়ছে?'

'তুমি বেআইনী ভাবে এনভিলের জমিতে প্রবেশ করেছ, হান্টার।'

'আমি খোলা রেঞ্জ পার হচ্ছি। সরকারী জমি, কারও বাপের সম্পত্তি নয়।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ফোরম্যানের, কিছুক্ষণ জবাব দিতে পারল না, তারপর অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলল, 'হান্টার, তুমি তো জানো বড় র‍্যাঞ্চকে তার চারণভূমিতে অধিকার বজায় রাখতে হয়। আমরা ঢিলিমিলি করলে অসংখ্য লোক এসে বসতি করবে, ঘাসজমি নষ্ট করে ফেলবে। এটা আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। তুমি গায়ের জোরে এনভিলের খানিকটা জমি দখল করে নিয়েছ, টিকেও গেছ ওখানে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে তুমিই শেষ লোক যে আমাদের জমিতে ভাগ বসাবে। আর কাউকে আমরা এখানে থাকতে দেব না। কাউকে না।'

'তুমি একটু ভুল করছ, বন্ধু,' আরও শান্ত স্বরে বলল জ্যাক। 'আমি এনভিলের জমিতে র‍্যাঞ্চ করিনি। আমার প্রতিটি একর কিনে নেয়া জমি। সরকারের কাছ থেকে কিনেছি। জীবন দিয়ে হলেও জমিটা আমি রক্ষা করব।'

'এনভিলের নিয়ম অনুযায়ী এই জমির ওপর দিয়ে কাউকে আমরা গরু নিয়ে যেতে দেব না, এটা আগেই ঠিক করা আছে।'

'তুমি শুধু হেনরি ওয়ার্ডেনের স্বার্থ দেখছ,' অভিযোগ করল না

জ্যাক, নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'ছোট র‍্যাঞ্চারদের কি হবে? এখানে অনেক বাড়তি জমি আছে। ইচ্ছে করলে এনভিলের কোন ক্ষতি না করেই দশজন র‍্যাঞ্চার এই জমিতে গরু চরাতে পারবে। একজন সব খাবে এটা কিরকম নিয়ম?'

'বড় র‍্যাঞ্চের বেশি জমি দরকার হয়, হান্টার। এনভিলের পুরো রেঞ্জটাই দরকার।'

রেগে যাচ্ছে জ্যাক। বলল, 'সেক্ষেত্রে বলতে হয় এনভিলের মতো অত বড় র‍্যাঞ্চ থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। একজন লোক—একটা পরিবারের অত স্বচ্ছলতার কি প্রয়োজন? এটা লোভ, শেলি, স্রেফ শয়তানী। একজনের সাম্রাজ্যের বদলে দশজন খেয়েপরে বাঁচবে সেটাই হওয়া উচিত।'

ভ্রূর কুঞ্চন আরও বাড়ল শেলির, লিনার অপমানে ফ্যাকাসে চেহারার দিকে তাকাল। 'মিস ওয়ার্ডেন, তুমি কি মনে করো এই লোককে এনভিলের ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেয়া উচিত কাজ হবে?'

লিনার কাছ থেকে জবাব এলো না, জবাব এলো পরে উপস্থিত অন্য মেয়েটার কাছ থেকে। 'মোটেই না। লিনার উচিত হবে না একে এনভিলে নিয়ে যাওয়া। এখানেই এর মীমাংসা হওয়া উচিত। শেলি, তুমিই ব্যাপারটা এখানে মিটিয়ে ফেলার উপযুক্ত লোক।'

কর্তৃত্বের সুর শুনে জ্যাক বুঝতে পারল এই মেয়ে জিনি ওয়ার্ডেন না হয়ে যায় না। অবিবাহিত যুবকের কৌতূহল নিয়ে মেয়েটাকে দেখল ও। অদ্ভুত সুন্দরী, ধারাল একটা ছোরার মতো, কিন্তু লিনা ওয়ার্ডেনের নারীসুলভ কমনীয়তার খানিকটা অভাব আছে মেয়েটার মধ্যে। কেমন যেন উদ্ধত, বেপরোয়া, দুর্বিনীত আর খামখেয়ালী মনে হয় দেখলে।

ঘোড়ায় বসে আছে ঋজু হয়ে। পরনে দু'পাশে কাটা রাইডিং স্কার্ট, সুবজ শার্টটা পুরুষদের। চামড়ার ফিতের কারণে কাঁধের

ওপর ঝুলছে হ্যাট। বাতাসে এলোমেলো চকচকে চুলগুলো লালচে-খয়েরী রঙের। রুপোলি-ধূসর চোখে প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহ্বান নিয়ে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ডাকছে, পারলে আমার সঙ্গে লাগতে এসো। মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে মেয়েটা, কিন্তু আচরণে পরিণত তা বোঝা যাচ্ছে আত্মবিশ্বাসের বিচ্ছুরণ দেখে। একদৃষ্টিতে মেয়েটার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল জ্যাক, বুঝতে পারছে এর কাছে ছোট হওয়ার চেয়ে মরে যেতেও ভাল বোধ করবে ও।

'ওকে জানিয়ে দাও, জিম,' বলল মেয়েটা কর্তৃত্বের সুরে, 'বলে দাও যাতে আমাদের জমি থেকে দূর হয়ে যায়। কোন অনাহুত লোক চাই না আমরা এনভিলের জমিতে। আর যাতে সে এ জমিতে পা না রাখে।'

চোখে একই সঙ্গে অস্বস্তি আর মুগ্ধতা নিয়ে জিনিকে দেখল শেলি, জ্যাকের বুঝতে অসুবিধে হলো না ফোরম্যানটি মেয়েটার প্রতি সাঙ্ঘাতিক দুর্বল। যতো পুরু গোঁফই রাখুক না কেন শেলি, যতো চেষ্টাই করুক না কেন নিজেকে কর্তৃত্বপূর্ণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক র‍্যামরড হিসেবে প্রমাণ করতে, এই মুহূর্তে কঠিন পরিস্থিতিতে সে যে অত্যন্ত অনিশ্চিত বোধ করছে সেটা তার চেহারাতেই সুস্পষ্ট।

'জিনি, ওর মতো লোককে এসব কথা এভাবে বলা যায় না,' অবশেষে ইতস্তত করে বলল সে। 'বলতে হলে অস্ত্রের জোরে কথার যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে।'

জ্যাকের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই নির্দেশ দিল জিনি, 'আমি বলছি তারপরও বলো। যদি না শোনে সেক্ষেত্রে গুলি করো।'

উভয় সংকটে পড়ায় অসহায় মানুষের মতো চেহারা হলো জিম শেলির। শেলির দিকে তাকিয়ে প্রতিশ্রুতির হাসি হাসল জিনি। 'ম্যানেজার হলে তোমার হওয়া উচিত, জিম,' মধুর গলায় বলল। 'আমি পক্ষ নিলে ম্যানেজার তুমিই হবে। তুমি ম্যানেজার হলে ভবিষ্যতে আরও কি হবে তা কে বলতে পারে!'

মেয়েটার কথার অন্তর্নিহীত অর্থ জ্যাক যেমন বুঝতে পারছে তেমনি জিম শেলিরও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আকাশের চাঁদ-তারা হাতের মুঠোয় তুলে দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছে মেয়েটা, ইঙ্গিতে বলছে সে হয়তো বিয়ে করবে জিম শেলিকে। বাধা শুধু একটাই। সেটা অতিক্রম জিম শেলিকেই করতে হবে। জিনির জন্যে খুন করতে হবে জ্যাক হান্টারকে। জিনির কথা শেষ হওয়ার পর জিম শেলির চেহারা আরও দ্বিধান্বিত হয়ে গেল, ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে সে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই মুখ খুলল লিনা। 'ওর মিষ্টি কথায় কান দিয়ো না, শেলি।'

'যদি না আমার হাতে খুন হতে চাও,' যোগ করল জ্যাক।

'খুন করো ওকে, জিম! খুন করো!' চিৎকার ছেড়েই জ্যাকের দিকে ঘোড়া দাবড়ে এগোল জিনি, যাতে জ্যাক সময় মতো রাইফেল ব্যবহার করতে না পারে।

পাঁচ

মেয়েটা এমন কিছু করতে পারে সেটা আগেই আঁচ করেছিল জ্যাক, চট করে লাফ দিয়ে ঘোড়ার যাত্রাপথ থেকে সরে গেল ও, রাইফেল জিম শেলির দিকে তাক করে রাখতে ভুল হলো না। আরেক হাতে ঘুসি বসিয়ে দিল ছুটন্ত ঘোড়াটার নাকে। নিজের জোর সম্বন্ধে ভালই ধারণা আছে জ্যাকের। ঘোড়াটা টের পেল হাতুড়ির বাড়ি নাকে লাগলে কেমন লাগে। ভয় পেয়ে থরথর করে

কেঁপে উঠে খানিক দূর গিয়ে থেমে দাঁড়াল ওটা, তারপর পাগলের মতো লাফাতে শুরু করল। স্যাডলে কোনমতে টিকে আছে মেয়েটা। সেদিকে জ্যাকের খেয়াল নেই, সামনে বেড়ে জিম শেলির হাত চেপে ধরল ও। আরেকটু হলেই হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করত ফোরম্যান, কিন্তু জ্যাকের বজ্রমুষ্ঠির কারণে থেমে গেল মূর্তির মতো।

পরস্পরের চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ওরা কিছুক্ষণ, টানটান উত্তেজনায় মুহূর্ত কাটল কয়েকটা, তারপর চোখ সরিয়ে নিল জিম শেলি, অস্ত্রের হাতলের ওপর শিথিল হয়ে গেল হাত।

'বুদ্ধিমান লোক তুমি,' শান্ত স্বরে মন্তব্য করল জ্যাক। 'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না। ওই মেয়ের জন্যে কিছু করা তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হবে। ও তোমাকে ব্যবহার করতে চাইছে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, আর কিছু নয়। আমাকে তুমি খুন করতে পারলেও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে না ওই মেয়ে।'

লজ্জিত দেখাচ্ছে জিম শেলিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কঠোর আগন্তুক একটা কথাও মিথ্যে বলেনি। তবুও মন মানতে চায় না সহজে। হয়তো···

'আমি গানম্যান নই,' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনাল শেলি।

ঘোড়াটাকে এতোক্ষণে সামলাতে পেরেছে জিনি, ওটাকে ঘুরিয়ে জিম শেলির মুখোমুখি হলো মেয়েটা, চোখে নগ্ন তিরস্কার। 'তুমি একদল বোকা মেক্সিকানের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানো ছাড়া আর কিছু শেখোনি, জিম শেলি। গরু দেখাশোনা করা ছাড়া তোমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। যা করার এখন মার্ক গ্রিয়ারসনকেই করতে হবে। সে হয়তো তোমার মতো কাপুরুষ নয়।'

মুখ কালো হয়ে গেল ফোরম্যানের, কিছু বলল না। চোখ সরিয়ে নিল অন্যদিকে।

ঘোড়া ছুটিয়ে উত্তর-পুবে এগোল জিনি, রেঞ্জটা আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে চলল।

মেয়েটাকে চলে যেতে দেখল জ্যাক, বুঝতে পারছে, এই একটা মেয়ে, একে ঘাড় ধরে এবং পশ্চাদ্দেশে বেত মেরে পোষ মানানো জরুরী হয়ে পড়েছে। কাজটা করতে ওর বেশ লাগবে। লিনা ওয়ার্ডেনের দিকে তাকাল জ্যাক। মেয়েটার চেহারা একেবারেই নিস্পৃহ। মনে হলো না গত কিছুক্ষণের ঘটনা তার মনে কোন স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। ঘোড়ার দিকে পা বাড়িয়ে ভাবল বিরক্ত জ্যাক, এই মেয়েটাকেও একটু শিক্ষা দেয়া উচিত। হেনরি ওয়ার্ডেন কঠোর লোক হলেও মেয়েদের শাসনের বেলায় পুরোপুরি ব্যর্থ একজন মানুষ।

ঘোড়ায় উঠে জিম শেলির দিকে চোখ ফেরাল জ্যাক। ওর কথাগুলো অমোঘ নিয়তির মতো শোনাল। 'মিস ওয়ার্ডেনকে বলেছি ছ'মাসের জন্যে আমি এনভিলের ম্যানেজারের পদটা নিচ্ছি। কথার নড়চড় হবে না আমার। আগামীকাল আমি এনভিলে আসছি। জেনে রেখো, কেউ আমাকে ঠেকাতে চেষ্টা করলে বা আমার বিরোধিতা করলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। একমাত্র হেনরি ওয়ার্ডেন যদি বলে আমাকে তার প্রয়োজন নেই তাহলেই শুধু আমি দায়িত্ব ত্যাগ করতে রাজি হবো। আবার বলছি, তুমি বা তোমার গানম্যানদের কেউ যদি বাড়াবাড়ি করো তাহলে বিপদে পড়ে যাবে। আমি ঝামেলা চাই না, কিন্তু কেউ যদি ঝামেলা পাকাতে চেষ্টা করে তাহলে আমি পিছিয়েও যাব না, প্রয়োজনে দু'চারটা লাশ ফেলতে আমার আপত্তি নেই। আমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ?'

রওনা হয়ে যাচ্ছিল জ্যাক, জিম শেলি মুখ খোলায় থামল।

'আমি মিস্টার ওয়ার্ডেনের যেকোন নির্দেশ মেনে চলব,' বলল

শেলি। 'তিনি যদি বলেন আমাকে তোমার অধীনে কাজ করতে হবে তাহলে আমার আপত্তির কিছু নেই। স্যাম ড্রাকার বা তার লোকদের আমি এখানে পাঠাইনি। ...আরেকটা ব্যাপার, জিনির কথায় আমি আরেকটু হলেই তোমার বিরুদ্ধে ড্র করে বসতাম, কিন্তু আবারও বলছি, আসলে আমি গানফাইটার নই। হওয়ার কোন ইচ্ছেও নেই আমার। তবে তুমি যদি হেনরি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো বা এনভিলের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ করো তাহলে তোমাকে আমি ছাড়ব না। আমার কথা তুমিও নিশ্চই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছ?'

বুঝতে পারছে জ্যাক, পারিবারিক একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে ও। একবার ভাবল এরচেয়ে মেক্সিকান জেলে কয়েদী থাকাই ভাল ছিল কিনা। নিজের গরুগুলোর কথা মনে পড়তে মনে মনে বলল, নাহ্, জেলের চেয়ে এটা খারাপ হতে পারে না।

ব্র্যাযোস ওর সঙ্গে এলো। দু'জন গুনে দেখল, আটটা সনোরা লংহর্ন মাটিতে পড়ে আছে। পাঁচটা ইতিমধ্যেই মারা গেছে। তিনটা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে। ওগুলোকে গুলি করে কষ্ট থেকে মুক্তি দিল ওরা।

এতোক্ষণে গরুর পালের দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত পেল জ্যাক। দ্বিতীয় দফার স্ট্যাম্পিডে বেশিদূরে যায়নি গরুর পাল, তবে ছড়িয়ে পড়েছে বেশ। পিট আর মিগুয়েল ওগুলোকে আবার দলবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। ল্যুক তার খচ্চর নিয়ে পাহাড়ী পাসের দিকে চলেছে। লিনার বাকবোর্ডও সামনে বাড়ল। পাসের দিকে চলেছে। আগের জায়গাতেই দুই মেক্সিকান সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জিম শেলি। জিনি ওয়ার্ডেন অদৃশ্য হয়েছে। ঝকমকে পোশাক পরা বার্টি ওয়ার্ডেন এক গানম্যানের ঘোড়ায় চেপে জিনি যেদিকে গেছে সেদিকে রওনা হলো। স্যাম ড্রাকার তার ঘোড়ার সাহায্য নিয়ে মৃতদেহ সরাতে ব্যস্ত, ইতিমধ্যেই স্যাডলে লাশটা

তুলে ফেলেছে। আহত গানম্যান ড্রাকারের জন্যে অপেক্ষা করছে, এক হাতে চেপে ধরেছে কাঁধের ক্ষত।

'পাগলের কারবার,' ব্র্যাযোসের উদ্দেশে নয়, যেন নিজেকেই শোনাল জ্যাক, 'আমাকে এসবের সঙ্গে না জড়াতে হলে ভাল হতো।'

পথে আর কোন ঝামেলা হলো না। নির্বিঘ্নে এনভিলের রেঞ্জ ছাড়িয়ে গেল ওরা, মাঝরাতে গরুগুলো পৌঁছে গেল জ্যাকের নিজস্ব জমিতে। পাহারা সরিয়ে নিতেই ছড়িয়ে পড়ে বিশ্রামে মনোযোগ দিল ওরা।

উপত্যকার শেষ মাথায় জ্যাকের হেডকোয়ার্টার, আরও দশ মাইল দূরে। এতো পরিশ্রমের পর র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছোনোর কষ্ট করতে চাইল না কেউ, পাহাড়ী খাদেই আপাতত ক্যাম্প ফেলল ওরা। রাঁধুনি দ্রুত যোগাড়যন্ত্র করে ফেলল রাতের খাবারের। কোনমতে নাকেমুখে সামান্য কিছু গুঁজেই বিছানা পেতে গা এলিয়ে দিল কাউহ্যান্ডরা। আগুনের ধারে বসে একটা সিগার ধরাল জ্যাক।

লিনা ওয়ার্ডেন খাওয়া শেষ করে তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। পেছন থেকে বলল জ্যাক, 'মিস ওয়ার্ডেন, আমি জানি আর সবার মতোই ক্লান্ত তুমি, কিন্তু তোমার সঙ্গে জরুরী কিছু কথা আছে আমার। এনভিলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতে হলে কিছু ব্যাপার আগে থেকে জানতে হবে আমাকে কাজের সুবিধের জন্যে।'

আগুনের ধারে চ্যাপ্টা একটা পাথরের ওপর বসল লিনা। 'কি ব্যাপারে কথা, হান্টার?'

'আমার জানা দরকার এনভিলে কি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। আমি জানতে চাই আসলেই তোমার বাবা আমার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছে কিনা।'

'পাঠিয়েছে। কালকে বাবার মুখেই শুনতে পাবে।'

'আরেকটা ব্যাপার। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাকে তোমার বলা উচিত। তোমার বাবা এতো অসুস্থ, তারপরও তুমি বাড়ি ফিরতে তাড়াহুড়ো করছ না। কেন?'

'ফিরতে চাইছি যতো দ্রুত সম্ভব,' বলল লিনা। 'কিন্তু এটা নিশ্চিত করতে চাইছি যে তুমি এনভিলে আসছ।'

'এনভিলের কাউকে তুমি জিজ্ঞেস করোনি তোমার বাবা কেমন আছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে।'

'জিজ্ঞেস করিনি কারণ সত্যি কথাটা ওদের মুখ থেকে শুনতে পেতাম না।'

'জিম শেলিও সত্যি বলত না?'

'আমি জিম শেলিকে আগের মতো আর বিশ্বাস করতে পারছি না ইদানীং।' ভ্রূ কুঁচকাল লিনা। 'জিনি ওকে কব্জা করে ফেলেছে। আজকে পরিষ্কার বুঝলাম কেনা গোলাম হয়ে গেছে লোকটা। নইলে তোমার ওপর ড্রু করার চেষ্টা করত না।'

'আমার মনে হয়েছে জিম শেলি জিনির প্রেমে পড়েছে,' বলল গম্ভীর জ্যাক। 'কিন্তু তুমি আমাকে বলেছ জিনির বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে আছে লইয়ার মার্ক গ্রিয়ারসনের সঙ্গে। জিম শেলি তা জানে না?'

'জানে। তবে জিনির আচরণই এমন যে ওর ধারণা হয়েছে এখনও সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি, হয়তো জিনি মত পাল্টে ওকেই স্বামী হিসেবে বেছে নেবে। মাখামাখি করে জিনি শেলির সঙ্গে। এমনকি মার্ক গ্রিয়ারসনের সামনেও ঢলাঢলি করতে বাধে না ওর।'

একটু থামল লিনা, তারপর বলল, 'আমি যখন মেক্সিকো রওনা হলাম তখন বাবা সুস্থ হয়ে উঠছিল। আমাদের হাউসকীপার সর্বক্ষণ নজরে রাখছিল বাবাকে। মেক্সিকান মহিলা। আমার

জন্মের আগে থেকে আছে।' ক্লান্ত হাসল লিনা। 'অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই নানারকম ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসেছে বাবাকে। নানা আবদার করে। আমার চেয়ে মারিয়াই বাবাকে ভাল সামলাতে পারে। বাবার ইচ্ছেয় পুব থেকে এনভিলে এসেছি আমি দু'বছর হলো। তখন থেকেই জিনি আর বার্টির সঙ্গে শত্রুতা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে, কিন্তু ওরা আমাকে মেনে নিতে পারেনি।'

'ওদের মা কি জীবিত?'

'না। বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে। ওই মহিলার চাপেই আমাকে বাবা পুবে আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়েছিল।'

'আর তোমার মা?'

'আমার জন্মের সময়ই মারা যায়।'

'দুঃখিত।'

'না, ঠিক আছে।'

সিগার টানতে টানতে শুনল জ্যাক, কিভাবে লিনার প্রতি বিরূপ আচরণ করে আসছে জিনি আর বার্টি। বাবার স্নেহের কারণেই শুধু এনভিলে রয়ে গেছে লিনা, নইলে বহু আগেই পুবে ফিরে যেত। মায়ের আশকারা পেয়ে অল্প বয়স থেকে বখে গেছে বার্টি আর জিনি। কোনদিন কেউ ওদের শাসন করেনি। সর্বক্ষণ মা তাদের আগলে রেখেছে। যখন মহিলা মারা গেল ততোদিনে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে, ওদের আর স্বাভাবিক মানুষ হওয়ার উপায় নেই। নাক উঁচু গর্বিত আর উদ্ধত অহঙ্কারী তরুণ-তরুণীকে হেনরি ওয়ার্ডেনও আর সামলাতে পারেনি, শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। হেনরি ওয়ার্ডেন অসুস্থ হওয়ার পর ওদের স্বেচ্ছাচারিতা আরও বেড়েছে। এখন যা ইচ্ছে তাই করতে চাইছে।

'জিম শেলি সম্বন্ধে একটা ধারণা দাও,' লিনা থামতে বলল

জ্যাক।

'ওর সম্বন্ধে তেমন কিছু বলার নেই। বাবার টেক্সাসের র‍্যাঞ্চে জন্ম ওর। ওর বাবা র‍্যাঞ্চটার ফোরম্যান ছিল। এই র‍্যাঞ্চেরও। তিন বছর আগে মারা গেছে বুড়ো শেলি। তার এবং বাবার একান্ত ইচ্ছেয় ফোরম্যান হয়েছে জিম শেলি। বাবা বলে জিম শেলির বয়স কম হলেও সে কাউবয় হিসেবে অত্যন্ত দায়িত্বশীল, দক্ষ এবং কর্মঠ। জিনির ছলনার কথা বাদ দিলে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাসভাজন একজন মানুষ বলে মনে করা যেতে পারে।'

'মার্ক গ্রিয়ারসন?'

'এনভিলের শুরু থেকে সে বাবার উকিল। আগেও তোমাকে বলেছি, আমার ধারণা ইদানীং সে বাবার স্বার্থ আর দেখছে না। লোড সিটিতে একদল লোক রেলরোডের ব্যাপারে ব্যবসায়ীক চুক্তি করছে। ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিকের সঙ্গে ভ্যালিডোর সংযোগ দিতে চাইছে। তা করতে হলে সবচেয়ে সহজে লাইন নেয়া সম্ভব এনভিলের জমির ওপর দিয়ে। ব্যবসায়ীরা ট্র্যাক বসানো আর রেলগাড়ি কেনার প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। তবে যদি ওরা টাকা যোগাড় করতে পারে তাহলে সরকারের কাছ থেকে অবশ্যই জমি পাবে। লাইনের ধারে এক সেকশন পরপর জমি দেয়া হবে ওদের। সেক্ষেত্রে এনভিলের ঘাস-জমির বিরাট একটা অংশ বেদখল হয়ে যাবে। বাড়তি জমি রেলরোড স্বাভাবিক ভাবেই সেটলারদের কাছে বেচে দেবে। এটাই আপাতত বাবার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা, অথচ মার্ক গ্রিয়ারসন বাবাকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রেলরোডের ব্যবসায় টাকা ঢালতে বলছে।'

'কেন?'

'জোর দিয়ে বলছে যেহেতু বাবা রেলরোডের আগমন ঠেকাতে পারবে না কাজেই তাদের সঙ্গে যোগ দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ

হবে। প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করতে বলছে, যাতে বাবার বলার উপায় থাকে যে এনভিলের জমি কিভাবে ব্যবহৃত হবে। গ্রিয়ারসন বলছে বড় একজন স্টক মালিক হলে কম দামে রেলরোডের কাছ থেকে জমি আবার কিনে নিতে পারবে বাবা।'

উঠে দাঁড়িয়ে আগুনে আরও ঝোপ ফেলল জ্যাক। আগুন উসকে দিয়ে বসল আবার। 'এমনও হতে পারে যে গ্রিয়ারসন তোমার বাবাকে ভাল পরামর্শই দিয়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লিনা, তারপর বলল, 'আবার এমনও হতে পারে যে বাবা টাকা না ঢাললে রেলরোড তৈরিই হবে না শেষ পর্যন্ত। এমন হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে এটা একটা চাল। হয়তো বাবা ছয় বছর ধরে যে জমি বিনে খরচে ব্যবহার করছে সেটা বেশি দামে তার কাছে আবার বিক্রি করতে চাইছে লোকগুলো।'

'হতে পারে,' খানিক ভেবে বলল জ্যাক, 'আমি যখন ডেপুটি শেরিফ ছিলাম তখন এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি। রেলরোডের স্থাপনার কথা পুরোপুরি ভাঁওতা, গুজব ছড়িয়ে বিনিয়োগকারীদের টাকা মেরে দেয়ার ফন্দি করেছিল কিছু লোক। এটাও তেমন কিছু হতে পারে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল লিনা। 'উদ্যোক্তাদের সঙ্গে হয়তো মার্ক গ্রিয়ারসনের দহরম মহরম আছে। গ্রিয়ারসন বাবার উকিল আর হবু মেয়ে-জামাই হতে পারে, কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে দিয়ে কি করাবে তা নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না।'

'বুঝতে পারছি একটা অনিশ্চিত অবস্থায় আছে তোমার বাবা, মিস ওয়ার্ডেন,' একটু থেমে মন্তব্য করল জ্যাক, 'আমি আমার সাধ্যমতো সাহায্য করতে চেষ্টা করব।'

'আরেকটা চিন্তা বাবাকে অস্থির করে তুলেছে,' বলল লিনা। 'বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে দুটো র‍্যাঞ্চ এনভিলের জমিতে

নিজেদের গরু ঢোকাতে শুরু করেছিল। জিম শেলি আর মেক্সিকান কাউবয়দের অস্ত্রের মুখে শেষ পর্যন্ত অবশ্য পিছিয়ে গেছে ওরা, কিন্তু আবার কখন জমি দখল করতে আসে বলা যায় না। পরের লোকগুলো হয়তো লড়াই করে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। এই বিপদ উত্তরণের জন্যেই গ্রিয়ারসন স্যাম ড্রাকার আর ছয়জন গানম্যানকে ভাড়া করে এনভিলে নিয়ে এসেছে।'

হতাশ হাসল জ্যাক। 'আর আমাকে এখন তোমার বাবার সমস্ত দুশ্চিন্তা বহন করে সমস্যা দূর করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে এরচেয়ে বোধহয় মেক্সিকোর জেলে কয়েদী হয়ে থাকাই আমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হতো।'

মাথা নেড়ে মিষ্টি হাসল লিনা। 'জেলে একদিনও থাকার তুলনায় অনেক বেশি ভাল মানুষ তুমি, হান্টার।' উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এবার তাহলে আমি শুতে যাই, ক্লান্তি লাগছে খুব।'

'শুভরাত্রি, মিস ওয়ার্ডেন,' জ্যাকও উঠল। কথাটা শেষও করতে পারেনি প্রায়, এমন সময়ে গাঢ় অন্ধকারে গর্জন ছাড়ল একটা রাইফেল। থমকে গেল জ্যাক মুহূর্তের জন্যে। ভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল লিনা। বুলেটের আঘাতে আগুনের ভেতর ছিটকে উঠল স্ফুলিঙ্গ। আগুনের আভায় পরিষ্কার দেখা যাবে ওদের!

দ্বিতীয় গুলির এক সেকেন্ড আগে লিনাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ঝাঁপ দিল জ্যাক, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি অনুভব করল। বুঝতে দেরি হলো না বুলেট আঘাত হেনেছে ওর শরীরে।

ছয়

নিচু স্বরে গাল বকল জ্যাক, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যারাগোযার জেলে আধপেটা খেয়ে সময়টা কোনমতে কাটিয়ে দিলেই ভাল হতো। বামদিকে গুলি লেগেছে ওর, পাঁজরের হাড়ের ঠিক নিচে। উষ্ণতা অনুভব করে বুঝতে পারল হড়হড় করে রক্ত বের হচ্ছে ক্ষত থেকে।

'এক চুল নড়বে না, মিস ওয়ার্ডেন,' ঘড়ঘড়ে গলায় সতর্ক করল ও, ছেড়ে দিল মেয়েটাকে। ব্যথায় চেহারা কুঁচকে স্যাডল যেখানে রেখেছে সেদিকে ক্রল করে এগোল। ওর ক্রুরা জেগে গেছে, চেঁচিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে কি ঘটেছে। চিৎকার করে ওদের মাটিতে শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিল জ্যাক। রাগে ওর কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল।

'কে যেন খাদের ভেতর থেকে গুলি করে আমাকে কবরে পৌঁছে দিতে চাইছে,' ক্রুদের উদ্দেশে বলল ও। 'সম্ভবত যাকে দেখবে তাকেই গুলি করবে। ওকে কোন টার্গেট দিয়ো না।'

লোকটা কে হতে পারে আন্দাজ করতে পারছে জ্যাক। স্যাম ড্রাকার। গানম্যান। স্যাডলের কাছে পৌঁছে গেছে ও, বূট থেকে উইনচেস্টারটা বের করে নিল। ফায়ারিং চেম্বারে একটা বুলেট ঢুকিয়ে পাহাড়ী খাদের দিকে রাইফেল তাক করল। পরপর তিনটে গুলি করল ও কিছুটা দূরে দূরে, তারপর গড়িয়ে সরে গেল আগের অবস্থান থেকে। ও যা ভেবেছিল তাই হলো, ওর রাইফেলের

আগুনের ঝিলিক লক্ষ্য করে এলো আততায়ীর পরবর্তী গুলি। আরও দুটো গুলি করল জ্যাক, এবার শত্রুর রাইফেলের অগ্নি ঝিলিক লক্ষ্য করে। আরেকটা বুলেট চেম্বারে ঢুকিয়ে অপেক্ষায় থাকল। আততায়ীর তরফ থেকে আর কোন গুলি এলো না।

'বস্, তুমি ওকে আহত করেছ।'

কথাটা ব্র্যাযোস বলেছে, তবে ওর গলা অনিশ্চিত শোনাল।

'হতে পারে,' জবাব দিল জ্যাক, 'তবে সম্ভাবনা কম।'

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অপেক্ষা করল জ্যাক, একটু পর শুনতে পেল পাথুরে জমিতে ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ, দূরে চলে যাচ্ছে। একটু পরই চারদিকে সম্পূর্ণ নিরবতা নামল। লোকটা যে-ই হয়ে থাকুক, চলে গেছে।

'যা বলেছিলাম,' ব্র্যাযোসকে নয়, যেন নিজেকেই বলল জ্যাক, 'ওর গায়ে আমি গুলি লাগাতে পারিনি।'

খুন হওয়ার আশঙ্কা দূর হতে ক্ষতটার ব্যাপারে মনোযোগ দিল জ্যাক। শরীরের বাম পাশটা ব্যথায় দপদপ করছে, রক্ত পড়ছে এখনও। উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের সামনে চলে এলো ও, রাইফেলটা নামিয়ে রেখে শার্ট খুলে ফেলল। চেষ্টা করেও দেখতে পেল না ক্ষতটা গুরুতর নাকি দ্রুত সেরে ওঠার মতো।

'কেউ একজন দেখো তো কি অবস্থা।'

'আমাকে দেখতে দাও,' আর কেউ পা বাড়ানোর আগেই এগিয়ে এলো লিনা।

এতোক্ষণে মেয়েটার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলো জ্যাক। লিনাকে মাটিতে ফেলে দেয়ার পর এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে মনেই ছিল না ওর কথা।

'ঠিক আছো তুমি, মিস ওয়ার্ডেন?'

'ঠিক আছি। পড়ে গিয়ে কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে শুধু।' জ্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখছে লিনা। 'তুমি

কঠোর লোক, হান্টার। তবে ধন্যবাদ, আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে না দিলে দ্বিতীয় গুলিটা তোমার বদলে আমার গায়েই লাগত।...হাতটা সরাও, ক্ষতটা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছি না।'

মেয়েটার শান্ত আচরণে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না জ্যাক। মারাত্মক বিপদ গেছে একটু আগে। লিনা ওয়ার্ডেন মারাও যেতে পারত। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে বসে নেই মেয়েটা, সামলে নিয়েছে।

'অবস্থা কতোটা খারাপ?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'দেখে তো খুবই খারাপ মনে হচ্ছে। এতো রক্ত!'

ব্র্যাযোস আর বিগ ল্যুক লিনার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। 'দেখে যা মনে হচ্ছে আসলে তা নয়, ঘস্; খানিকটা মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে,' মন্তব্য করল ল্যুক, তারপর টাকরায় আওয়াজ করে হাসল। 'যদি মনে করে থাকো এই ক্ষতর জন্যে অজ্ঞান হতে পারবে তাহলে তোমার কপাল মন্দ। ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব আমি, যেকোন আর্মি ডাক্তারের চেয়ে ভাল পারি আমি কাজটা।'

ল্যুকের কথায় জ্যাকের কম্বলটা মাটিতে বিছানো হলো, জ্যাককে ডানদিকে কাত করে শুইয়ে দেয়া হলো ওটার ওপর। পানি এনে ক্ষতটা পরিষ্কার করল ল্যুক, তারপর বোতল থেকে কি যেন একটা ঢালল ক্ষতের ওপর। জ্যাকের মনে হলো মাংসের ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছে। হুইস্কির কড়া গন্ধ পেল ও নাকে।

ভুল হয়নি ওর। বোতলটা জ্যাকের হাতে ধরিয়ে দিল ল্যাংড়া ল্যুক। লম্বা করে চুমুক দিল জ্যাক। খুবই সস্তা হুইস্কি, ভীষণ কড়া। খানিকক্ষণের জন্যে ব্যথা ভুলে গেল ও।

ময়দার বস্তা থেকে ছেঁড়া কাপড় ভাঁজ করে ক্ষতর ওপরে রাখল ল্যুক, তারপর জ্যাককে বসিয়ে শক্ত করে কোমর পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

বোতলে আরেকটা চুমুক দিয়ে ল্যুকের হাতে ওটা ধরিয়ে দিল

জ্যাক, ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা এলো কোত্থেকে, ল্যুক?'

'সবসময় সঙ্গে রাখি,' বলল ল্যুক। 'সাপে কামড়ালে বা আর কিছু হলে কাজে লাগে।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল জ্যাক। ব্যথাটা অনেক কমে গেছে ওর।

'শুয়ে পড়ো,' বলল ল্যুক। 'আমি তোমার শার্টটা ধুয়ে রাখব।'

ব্র্যাযোস বলল, 'আমি যাচ্ছি খাদের কাছে। আজকের রাতটা পাহারা দিতে চাই। আবার কেউ আসবে বলে মনে হয় না, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই।'

কম্বলের ওপরে বসে থাকা জ্যাকের দিকে চেয়ে শঙ্কা আর অস্বস্তি নিয়ে তাকাল লিনা, নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে।

মেয়েটার দিকে তাকাল জ্যাক। 'কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'আমার বিবেকের দংশন হচ্ছে,' বলল লিনা। 'আরেকটু হলেই খুন হয়ে যাচ্ছিলে তুমি। এখন মনে হচ্ছে তোমাকে এনভিলের ম্যানেজার করে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়ানো ঠিক হচ্ছে না, তোমাকে আমার মুক্তি দেয়া উচিত।'

'কিন্তু দেবে না, এই তো?'

'পারব না। বাবা আর আমি তোমার ওপর অনেক বেশি নির্ভর করছি।'

'আমি গুলি খেয়েছি তো কি হয়েছে,' শুকনো গলায় বলল জ্যাক, 'এমন ছোটখাটো ব্যাপারে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে, মিস ওয়ার্ডেন। চিন্তা করে তোমার রাতের ঘুম হারাম কোরো না।'

টিটকারিটা গায়ে মাখল না লিনা। 'লোকটা কে ছিল বলে তোমার মনে হয়?'

'সম্ভবত স্যাম ড্রাকার। কাপুরুষের মতো প্রতিশোধ নেয়ার

চেষ্টা করতে ওর মতো লোকের বাধে না।'

'ওর ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবে ঠিক করেছ?'

'সময় আসুক, তখন দেখা যাবে।'

'আমি ভেবেছিলাম রক্তপাত ছাড়া সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে।'

'এখন নিশ্চই তোমার আক্কেল হয়েছে, বুঝতে পারছ তা সম্ভব নয়!'

অস্বস্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল লিনা। 'আমার বরং শুভরাত্রি জানানো উচিত। তোমার যা মেজাজ তাতে ভদ্রতা বজায় রেখে আলাপ করা সম্ভব নয়।'

'তোমার যা ইচ্ছে, মিস ওয়ার্ডেন।'

লিনার ভ্রূ আরও কুঁচকে গেছে। অস্বস্তি পরিণত হয়েছে রাগে। কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল তাঁবুর দিকে।

'ও, একটা কথা, মিস ওয়ার্ডেন।'

থেমে তাকাল লিনা। 'কি?'

'আশা করি তোমার শরীরে খুব বেশি আঁচড় লাগেনি পড়ে গিয়ে।'

লিনার গলায় রাগ প্রকাশ পেল। 'আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে, হান্টার।' সোজা তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল মেয়েটা।

শুয়ে পড়ল হান্টার, রাতে ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো ওর। ব্যথার কারণে নয়, চিন্তার কারণে দেরিটা হলো। এনভিলের ম্যানেজার পদে যোগ দেবে ও, কিন্তু মনটা বলছে আসলে হেনরি ওয়ার্ডেন আর লিনা ওকে গানহ্যান্ড হিসেবে র‍্যাঞ্চের কাজে নিচ্ছে। ভাবতেই খারাপ লাগছে ওর। অতীত পেছনে ফেলে নতুন করে জীবনটা শুরু করেছিল ও, আবার অস্ত্র তুলে নিতে হবে হাতে।

এটা ভাল লাগার কোন কারণ নেই। অস্ত্র যারা ব্যবহার করে তারা মারাও যায় গোলাগুলিতে।

শেষ পর্যন্ত ঘুম এলো ওর। সকালে নাস্তার পর ওর শার্ট খুলে ব্যান্ডেজ পালটে দিল ল্যুক। ক্ষতর ওপরে চেপে বসে আটকে গিয়েছিল ময়দার বস্তা, ওটা হুইস্কিতে ভিজিয়ে খুলল। ঘাড় বাঁকিয়ে অনেক কষ্টে দেখল জ্যাক, আঘাতটা বেশ গভীর, ছ'ইঞ্চি দীর্ঘ। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দগদগ করছে জায়গাটা।

শার্ট পরার সময় জ্যাক দেখল লিনা ওয়ার্ডেন দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যান্ডেজ করার ফাঁকে এসেছে সে, এখন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে।

'কোন সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'এই প্রথম তুমি আহত হওনি, আগেও হয়েছিলে?' শিউরে উঠল মেয়েটা। 'কতোবার?'

বুক, পেট আর কোমরের দিকে তাকাল জ্যাক। দুটো বুলেটের দাগ আছে ওখানে, এছাড়া আছে অ্যাপাচিদের তীরের চিহ্ন আর এক মেক্সিকান খুনীর ছোরার আঘাত। আরও নানা দাগ ইচ্ছে করলে জ্যাক দেখাতে পারে মেয়েটাকে। অতীতে কম ঝামেলায় কাটেনি ওর, কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে তার।

শার্টের বোতাম আটকে ও বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি, ম্যাম, আগেও আহত হয়েছি আমি। কতোবার তা মনেও নেই।' প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'ভাল কথা, তোমার কাছে টাকা হবে?'

'হবে। কেন?'

'ম্যানেজারের বেতন আমাকে অগ্রিম নিতে হবে ক্রুদের বেতন পরিশোধ করার জন্যে। একশো ডলার হলেই চলবে, যদি তোমার কাছে থাকে।'

তাঁবু থেকে ঘুরে এসে জ্যাকের হাতে গুনে গুনে একশো ডলার তুলে দিল লিনা, তাকে অসন্তুষ্ট মনে হলো না।

আধঘণ্টা পর বাকবোর্ডে ড্রাইভার, লিনা আর জ্যাক ঘোড়ায় চেপে এনভিলের দিকে রওনা হলো। বাকবোর্ডের পাশে ঘোড়া ছোটাচ্ছে জ্যাক, যাতে চাকার আঘাতে ওড়া ধুলো খেতে না হয়।

এনভিলের হেডকোয়ার্টারের চেয়ে ঢের ছোট শহর দেখেছে জ্যাক জীবনে।

বিরাট করে হেডকোয়ার্টার তৈরি করেছে হেনরি ওয়ার্ডেন। বিবাহিত মেক্সিকান কাউবয়রা ছড়ানো ছিটানো অ্যাডোবির তৈরি বাড়িতে বাস করে। বাড়িগুলোর সামনে সব্জির বাগান। এছাড়া গম, বীন, মরিচ আর অন্যান্য ফসলও লাগানো হয়েছে। বাড়িগুলোর উঠানে খেলা করছে বেশ কিছু ন্যাংটো বাচ্চা। তাদের মাঝখানেই ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে মুরগির পাল। এক পাশে চেহারায় ভয়ানক গাম্ভীর্য নিয়ে বসে আছে একটা বিরাট আকারের পুরুষ ছাগল। কয়েকজন মেক্সিকান মহিলাকেও দেখা গেল, গল্প করছে। মূল র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে বিরাট উঠান। ঘাসের মাঝ দিয়ে পথ, সোজা চলে গেছে সদর দরজা পর্যন্ত, বারান্দার লাগোয়া।

মূল ভবনটাও অ্যাডোবির তৈরি, দেয়াল ঘেরা চারকোনা উঠানের বেশ পেছনে; বাঙ্কহাউস, কূকশ্যাক, বার্ন, ছাউনি আর ছোট একটা অ্যাডোবি বাড়ি থেকে বেশ দূরে। ছোট বাড়িটা ফোরম্যানের থাকার জন্যে, আগে যখন এসেছিল জ্যাক সে-অভিজ্ঞতা থেকে জানে।

লিনার বাকবোর্ডের পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে উঠানে ঢোকার সময় জ্যাক লক্ষ করল ছাউনির নিচে ঘোড়ায় নাল পরানোর ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে ওকে দেখছে একজন কাউবয়। কূক তার ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে। বাঙ্কহাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল গতকাল জ্যাক যাকে কাঁধে গুলি করেছিল সেলোক। ডানহাতটা একটা স্লিঙে বাঁধা তার, চোখে বিতৃষ্ণার দৃষ্টি।

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে থামল ওরা। বিলাসবহুল মেক্সিকান

হাসিয়েন্দার ছাঁচে বাড়িটা তৈরি। মূল ভবন দোতলা, দু'পাশের উইং একতলা। দেয়ালের ভেতরে গাছ লাগানো হয়েছে, দেয়াল প্রায় দেখা যায় না। ঘন সবুজের কারণে সামনেটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

বামদিকের আহতস্থানের কারণে ঘোড়া থেকে ধীরেসুস্থে নামল জ্যাক, ওর আগেই বাকবোর্ড থেকে নেমে গেছে লিনা। ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল মেয়েটা, 'আমার জিনিসগুলো নিয়ে এসো, জেসি। হান্টারের মালপত্র যাবে ফোরম্যানের বাড়িতে।' রওনা হয়েও থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'পথে আমাকে দেখেশুনে রাখার জন্যে ধন্যবাদ, জেসি।'

সবকয়টা দাঁত বেরিয়ে গেল বুড়ো ড্রাইভারের। 'এ তো আমার আনন্দ, ম্যাম।'

লিনাও হাসল, তারপর তাকাল জ্যাকের দিকে, হাসিটা ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল। 'এসো।' নির্দেশ দিয়ে পা বাড়াল বাড়ির দিকে।

মস্ত একটা হলঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। জ্যাককে দোতলায় বাবার ঘরে নিয়ে এলো লিনা। গ্রিজলি ভালুক শীতনিদ্রা থেকে উঠলে যেরকম মেজাজ দেখায় সেরকম মেজাজ নিয়ে বড়মেয়েকে অভ্যর্থনা জানাল হেনরি ওয়ার্ডেন।

'এতো সময় লাগল তোমার ফিরতে! মনে রেখো এই শেষবার আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করলে তুমি। তোমার জন্যে দুশ্চিন্তার কথা বাদ দিলে প্রায় সুস্থই হয়ে গিয়েছি আমি।'

বিছানায় নেই র‍্যাঞ্চার, বসে আছে একটা ইজি চেয়ারে। পরনে এখনও রাত্রিবাস, ফ্লানেলের রোব আর কার্পেট স্যান্ডেল।

চেহারা নিস্পৃহ করে রাখল জ্যাক। মনে মনে বলল, তাহলে মিস ওয়ার্ডেন আমাকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে! নিজে থেকে ওকে খুঁজে বের করেছে মেয়েটা। আর কি কি মিথ্যে

বলেছে ঈশ্বর জানেন।

বাবার রাগ মেয়েকে স্পর্শ করেনি, সামনে বেড়ে র‍্যাঞ্চারের গালে চুমু খেল লিনা। 'কেমন আছো, বাবা?'

জ্যাকের চোখে র‍্যাঞ্চারের অবস্থা খুব একটা ভাল ঠেকল না। আগের তুলনায় অনেক শুকিয়ে গেছে লোকটা, ব্যক্তিত্বের সেই ছটাও আর নেই। আগের সেই মানুষটার খোলসে একটা কঙ্কাল যেন। প্রচুর ওজন হারিয়েছে লোকটা। গতবার জ্যাক যখন এই র‍্যাঞ্চে হুমকি দিতে আসে তখন র‍্যাঞ্চারকে দেখে বিরাট একটা ষাঁড় বলে মনে হয়েছিল ওর, ষাটের ওপরে বয়স হলেও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এখন সেই প্রাণচাঞ্চল্য বিলীন হয়েছে। আগের মতো পরিপাটি ভাবটা আর নেই র‍্যাঞ্চারের, চুলগুলো এলোমেলো, গোঁফটা ঠিকমতো ছাঁটা হয়নি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চেহারাটা শুকনো আর ফ্যাকাসে।

'খারাপ না, লিন,' মেয়ের প্রশ্নের জবাবে বলল র‍্যাঞ্চার। 'আগের মতো বুকের ব্যথাটা আর নেই। শ্বাস নিতেও আগের মতো অসুবিধে হচ্ছে না।' দরজার সামনে হ্যাট খুলে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাকের দিকে তাকাল হেনরি ওয়ার্ডেন। 'তাহলে ওকে তুমি নিয়ে এসেছ দেখছি!...জ্যাক হান্টার, কোন মেয়ে যদি তার বাপের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেক্সিকো গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে শত্রু এমন কাউকে বাড়িতে নিয়ে আসে তাহলে তুমি কি করতে?'

'তোমার জায়গায় আমি হলে কাউকে পাঠাতাম ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।'

'আমিও তাই করেছিলাম। দু'জন কাউবয় পাঠিয়েছিলাম ওর পেছনে। ওকে ছাড়াই ফিরেছে তারা, ওর ট্রেইল খুঁজে পায়নি। মিথ্যে বলেছে ওরা। লিন মিষ্টি কথায় ওদের পটিয়েছে নিশ্চই।'

'হতে পারে,' বলল জ্যাক। 'তোমার মেয়ের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে সব কাজে।'

'ঠিক ধরেছ। যাকগে, তুমি তাহলে এনভিলের ম্যানেজার হতে এখানে এসেছ, নাকি?'

'মেক্সিকান জেলে যেকদিন আর থাকতে হতো সেকদিনের জন্যে আমি চাকরি নিয়েছি।'

'পুরো ছয় মাসই ধরো চাকরি করছ। মাসে দুশো ডলার করে পাবে।'

আস্তে করে নড করল জ্যাক। ভাবছে জীবনে কোনদিন মাসে দুশো ডলার রোজগার করার সুযোগ হয়নি। ছয়মাস টিকে থাকতে পারলে বারোশো ডলার হাতে আসবে। অনেক টাকা। টাকাগুলো ওর খুব কাজে লাগবে।

'তবে আমার কাজে হস্তক্ষেপ করা যাবে না,' বলল গম্ভীর জ্যাক। 'কেউ অযথা নির্দেশের পর নির্দেশ দিতে থাকলে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজের শুরু হিসেবে ঠিক করেছি স্যাম ড্রাকার আর গানহ্যান্ডদের বিদায় করব আমি।'

'ওদেরকে তোমার প্রয়োজন হতে পারে।'

'যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে আমার পরিচিত লোকদের ডেকে নেব আমি।'

'বেশ, তাহলে ওদের বিদায় করো। বেতন বুঝিয়ে দিয়ে মালপত্র গুছিয়ে চলে যেতে বোলো। এছাড়া আর কোন পরিবর্তনের কথা ভাবছ তুমি?'

'সামান্য,' বলল জ্যাক। 'মিস ওয়ার্ডেনের মুখে শুনলাম তোমার উকিল এখন আর তোমার স্বার্থ দেখছে না। তুমিও যদি তাই মনে করো তাহলে তাকে বিদায় করে দিচ্ছ না কেন?'

'কারণ আমার ছোটমেয়ে ঠিক করেছে ওকে বিয়ে করবে।'

'খুব দুর্বল একটা জবাব হলো এটা, মিস্টার ওয়ার্ডেন,' দ্বিমত পোষণ করল জ্যাক। 'সে যদি তোমার বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে তাহলে তাকে বিদায় করে দেয়া জরুরী।'

'আমি এখনও নিশ্চিত নই সে আমার স্বার্থ দেখছে না,' বলল হেনরি ওয়ার্ডেন। 'ধরে নাও ওকে কাছে কাছে রাখছি যাতে নজরে রাখতে পারি। যদি গ্রিয়ারসনকে একটাও ভুল পদক্ষেপ নিতে দেখি তাহলে তোমাকে আমি নির্দেশ দেব ওর পাছায় লাথি মেরে দূর করে দিতে। হোক সে আমার ভবিষ্যৎ মেয়ে-জামাই বা আর কিছু।'

'এখন কি সে এনভিলেই আছে?'

'বেশিরভাগ সময় তাই থাকছে, কিন্তু গতকাল গেছে ভ্যালিডোতে, শীঘ্রি ফিরে আসবে।'

মাথা দোলাল জ্যাক। 'ফিরে আসুক, ওকে আমি যাচাই করে নেব। এবার অন্য প্রসঙ্গে কথা আছে। তোমার ফোরম্যান, জিম শেলি, সে কি আমার নির্দেশে কাজ করবে?'

'র‍্যাঞ্চের সাধারণ কাজে নয়। তখন সে নিজের মতো করে কাজ সম্পাদন করবে।'

'আর তোমার ছোট ছেলে-মেয়ে?'

র‍্যাঞ্চারের চেহারাতে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল, যেন ওদের কথা মনে পড়ায় নিজের ব্যর্থতা মনে হয়ে গেছে। কারণটা জ্যাকের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করত, কিন্তু আগেই ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়ায় র‍্যাঞ্চারের মানসিক অবস্থা বুঝতে ওর কষ্ট হলো না।

শেষ পর্যন্ত জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'ওরা যদি তোমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে পা মাড়িয়ে দেবে—তবে খুব জোরে নয়।'

মাথা দোলাল জ্যাক। 'আমি ওদের প্রতি ন্যায্য আচরণই করব।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে কঠোর হতে হবে।'

'প্রয়োজনে,' যোগ করল জ্যাক।

ভ্রূ কুঁচকে ওকে দেখল র‍্যাঞ্চার। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে

থেকে বলল, 'এবার তোমার কথায় আসি। তুমি যদি বেলাইনে চলো তাহলে মনে কোরো না পার পাবে। পোঁদে লাথি মেরে তোমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়াব আমি। এখন হয়তো শরীরটা একটু দুর্বল হয়েছে, কিন্তু জেনে রেখো অন্তরে আমি সেই আগের মানুষই আছি। শুনেছি তুমি কঠোর এবং সৎ লোক, তবে সেজন্যে মনে কোরো না তোমাকে আমি অন্ধের মতো বিশ্বাস করব। কাউকে আমি পুরো বিশ্বাস করে ঠকতে রাজি নই।'

হাসল জ্যাক। অসুস্থ বুড়ো সিংহ খামোকা গর্জন ছাড়ছে।

মেয়ের দিকে তাকাল অসুস্থ র‍্যাঞ্চার। 'অফিস থেকে রেলরোডের ম্যাপটা নিয়ে এসো। হান্টারের সঙ্গে ওটা নিয়ে আলোচনাটা সেরে নিই।'

আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়ল লিনা। 'এখনই নয়। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কথা বলেছ তুমি। এতো কাজ করে ক্লান্ত হওয়ার কোন দরকার নেই। রেলরোড নিয়ে পরে হান্টারের সঙ্গে আলাপ কোরো।'

স্নেহের কারণে মেয়ের কাছে হার মেনে নিল র‍্যাঞ্চার, বলল, 'ঠিক আছে, আমি কিছু বলছি না। তুমি হান্টারকে নিয়ে অফিসে দিয়ে এসো। ওখানে ও ম্যাপটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখুক। র‍্যাঞ্চের টাকা আর বেতনের লেযার কোথায় রাখা হয় সেটাও দেখিয়ে দিয়ো, স্যাম ড্রাকারকে দলবল সুদ্ধ বিদায় করতে হলে ওগুলোর প্রয়োজন হবে ওর।'

লিনা ঘুরে দাঁড়ানোর পর বলল, 'ফিরে আসার আগে পরিষ্কার হয়ে এসো। তোমাকে দেখে আমার মেয়ে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে মেয়ে কাউবয়।'

চট করে দেয়াল-আয়নায় নিজেকে দেখে নিল লিনা। র‍্যাঞ্চার বলার পর নতুন করে লক্ষ করল জ্যাক, গরুর পালের সঙ্গে আসতে গিয়ে আসলেই বাসি ফুলের মতো নেতিয়ে গেছে

মেয়েটা। পরনের কাপড় কোঁচকানো, ধুলোয় ময়লা, সোনালী চুল এলোমেলো। বাঁ গালে একটু কাদা লেগে আছে।

হাসল লিনা। 'একটু পরই তোমার উপযুক্ত মেয়ে হয়ে ফিরে আসব, বাবা।' জ্যাকের দিকে তাকাল। 'এসো, হান্টার।'

মেয়েটার পিছু নিয়ে নিচতলায় নামল জ্যাক, বেরিয়ে এলো বাড়ি ছেড়ে। বারান্দা ধরে হেঁটে পৌঁছে গেল বাড়ির বাম কোনায়। শেষ ঘরটা র‍্যাঞ্চারের অফিস। সন্দেহ নেই অসুস্থ হওয়ার আগে দিনের বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটাত হেনরি ওয়ার্ডেন।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা কাউচ, চামড়ায় মোড়া দুটো চেয়ার, একটা রোলটপ ডেস্ক, পেছনে সুইভেল চেয়ার; একটা বুক শেলফ আর ছোট-বড় দুটো কেবিনেট। জ্যাক যেমন করে নিজের অফিস-ঘর সাজিয়েছে, ঠিক তেমনি করেই ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে নিজের অফিস সাজিয়েছে হেনরি ওয়ার্ডেন। দেয়ালে ঝুলছে কোমাঞ্চিদের বর্শা আর ঢাল, একটা গদা, টমাহওক, ধনুক আর তীর। এছাড়া একটা রাইফেলও ঝুলছে দেয়ালে। ওটার স্টক পিতল দিয়ে কারুকার্য করা। ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টলপীসের ওপর রাখা আছে মাটির তৈরি সুন্দর সুন্দর শো-পীস।

ডেস্কের কাছে চলে গেল লিনা, ওটার ওপরের অংশ তুলে ধরে ভেতরের গর্ত থেকে ছোট একটা বই বের করল। ডেস্কের ওপর ওটা নামিয়ে রেখে জানাল যে ওটাই বেতনের খাতা।

'গানম্যানদের নাম পাবে তুমি এটাতে। গ্রিয়ারসন কবে তাদের চাকরিতে নিয়েছিল সেটাও লেখা আছে। টাকা আছে ক্যাবিনেটে।'

বড় ক্যাবিনেটের সামনে থামল লিনা, ওটার নিচের দিকে ড্রয়ার আর ওপরের দিকে একটা দরজা আছে। ওপরের ড্রয়ার খুলল মেয়েটা, একটা ইস্পাতের বাক্স দেখাল। চাবি রাখা আছে ক্যাবিনেটের ওপরে আর সব টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে। চাবি

নিরাপদে রাখার জন্যে জায়গাটা মোটেই ঠিক নয়, মনে মনে বলল জ্যাক।

'বেতনের লেযারে লিখবে কতো দিলে গানম্যানদের,' বলল লিনা। 'নগদ পরিশোধের খাতাতেও আরেকবার লিখবে। ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে জ্যাক জানাল সে বুঝেছে।

লিনা ড্রয়ারটা বন্ধ করতেই ঝাঁকি লেগে ওপরের একটা দরজা খুলে গেল। জ্যাক দেখল ভেতরে আছে নানা রকমের আগ্নেয়াস্ত্র।

'ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগে না,' বলে দরজাটা আটকে দিল লিনা। 'জেসিকে দিয়ে ঠিক করিয়ে দেব। ও, ভাল কথা, জেসি বাবার সঙ্গে সেই প্রথম থেকে আছে। বলতে পারো পেনশন ভোগ করছে এখন। সত্যি যদি কেউ বাবার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে তাহলে সে জেসি ছাড়া আর কেউ নয়।'

'ওর কথা মনে থাকবে আমার, ম্যাম।'

'ডেস্কের ওপরে রেলরোডের ম্যাপ পাবে। তুমি দেখলে কোন লাভ হবে বলে মনে করি না, কিন্তু দেখো তাও। বুঝতে পারবে রেলরোড পরিকল্পনাকারীরা কোথা দিয়ে এনভিলের জমিতে লাইন বসাতে চাইছে।'

চুপ করে থাকল জ্যাক। দরজার কাছে চলে গেল লিনা। ওখান থেকে বলল, 'জিম শেলির সঙ্গে ফোরম্যানের কেবিনে থাকবে তুমি। কূক শ্যাকে খাবে। আপাতত আর কিছু জানতে চাও?'

'না,' বলল জ্যাক, 'তবে তোমার একটা কথা জানা উচিত। দোতলায় যা কথাবার্তা হলো তাতে বুঝলাম পুরোপুরি সত্যি কথা আমাকে বলোনি তুমি। তোমার বাবা তোমাকে পাঠায়নি আমাকে নিয়ে আসার জন্যে।'

হাসল লিনা, বিব্রত দেখাল না মোটেও। 'অনেকদিন আগে

থেকেই একটা সত্যি আমি উপলব্ধি করেছি। কখনও কখনও ভালর জন্যে পুরুষদের কাছে সত্যি লুকিয়ে যেতে হয়। ভয় পাচ্ছিলাম আমি তোমাকে কাজে নিতে চাই শুনলে তুমি রাজি হবে না। নিশ্চই তুমি লক্ষ করেছ যে বাবা রেগে যায়নি আমি নিজে থেকে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসায়?'

'রাগত, যদি পথে তোমার কোন বিপদ ঘটত।'

'কিন্তু কিছু ঘটেনি।'

চলে গেল লিনা। কিছুক্ষণ দরজার দিকে চেয়ে থাকল জ্যাক, তারপর ডেস্কের পেছনে এসে সুইভেল চেয়ারটায় বসে সামনে থেকে রেলরোডের মানচিত্র তুলে নিল হাতে, গভীর মনোযোগে দেখতে শুরু করল।

সাত

একটু পর উঠল জ্যাক, ছোট ক্যাবিনেটটা খুলল। ভেতরে দামী হুইস্কি আর সিগার রাখা আছে। একটা ড্রিঙ্ক নিল ও, সিগার ধরিয়ে আবার ফিরে এসে বসল ডেস্কের পেছনে, বেতনের লেযারটা খুলে চোখ বুলাল।

মাসের দ্বিতীয় দিনে ড্রাকার আর গানম্যানদের চাকরি দেয়া হয়েছে। এপ্রিলের দু'তারিখে। আজকে কতো তারিখ? জানে না জ্যাক। ডেস্কের ওপর রাখা ক্যালেন্ডারটাও কোন কাজে আসবে না, কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

খাতায় লেখা আছে দিনে দু'ডলার করে পাবে গানম্যানরা।

চোখ কুঁচকে গেল জ্যাকের। প্রচুর বেতন দেয়া হচ্ছে লোকগুলোকে। অনেক বেশি।

ছয়জনের একজন অবশ্য আর কখনোই তার বেতন নিতে আসবে না। গতকাল একটাকে শেষ করেছে ও। কৌতূহলের কারণে কাউবয়রা কতো পায় সেটা পাতা উল্টে দেখল জ্যাক। মেক্সিকান কাউবয় আর জেসি উইলসন পায় মাসে তিরিশ ডলার। আবার চোখ কুঁচকে গেল ওর। বেতন খুবই কম! জিম শেলি পাচ্ছে মাসে পঁচাত্তর ডলার। ওর মতো যুবক ফোরম্যানের জন্যে বেতনটা যথেষ্টরও বেশি।

দোয়াতের কালিতে কলমের নিব চুবিয়ে খাতায় নিজের নামটা লিখল জ্যাক। পদটাও লিখল। র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার, বেতন মাসে দুশো ডলার। লেখা শেষে হাসল। ভাবতেই ভাল লাগছে মাসে দুশো ডলার রোজগার করতে পারবে ও।

আবার রেলরোড মানচিত্রটা ডেস্কের ওপরে বিছাল ও, কোনাগুলো বেতনের লেযার আর একটা বই দিয়ে চাপা দিল। একটু খেয়াল করতেই এবার বুঝতে পারল সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত মানচিত্র এটা, প্রিন্ট শপে কপি করা হয়েছে। জমির ওপরে হাতে আঁকা রেলরোডের চিহ্ন। উত্তরে ভ্যালিডো থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ-পুবে লোড সিটিতে যাবে রেলরোড, প্রায় পুরোটা সময় যাবে এনভিলের সত্তর মাইল দীর্ঘ ঘাস-জমির ওপর দিয়ে। রেঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তের দশ মাইল আগে পুবের পাহাড়ী একটা খাদ দিয়ে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবে রেলগাড়ি। সত্যি যদি রেলরোডের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের কাছ থেকে লাইনের দু'পাশে এক সেকশন পর পর জমি লীয পাবে কোম্পানি। পরিষ্কার বুঝতে পারল জ্যাক, রেলরোড এখান দিয়ে গেলে এনভিলের বেশির ভাগ জমিই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দামী সিগার টানতে টানতে আরও ভাল ভাবে লক্ষ করল জ্যাক মানচিত্রটা। রেলরোড ঠেকানোর উপায় খুঁজছে। অনেকক্ষণ পুর ওর মাথায় একটা চিন্তা দোলা দিয়ে গেল। এতে কাজ হতেও পারে। আরও ভাবার সুযোগ পেল না, কে যেন খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা মেয়েকণ্ঠ বলল, 'তাহলে সত্যি তুমি এনভিলে জাঁকিয়ে বসেছ দেখছি!'

চোখ তুলে জিনি ওয়ার্ডেনকে দরজায় দেখতে পেল জ্যাক। আজকে মেয়েটার পরনে একটা গাঢ় সবুজ পোশাক। লাল-খয়েরী চুল মাথার ওপর খোঁপা করা। মিষ্টি হাসছে জিনি, চোখ দুটোও যদি হাসত তাহলে জ্যাকের মনে হতো এমেয়ের মুখে চিনি দিলে গলবে না। এমনিতেই বেশি মিষ্টি। কিন্তু মেয়েটার দৃষ্টি শীতল, হিসেব কষছে। গভীর মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যতোটা কোমল মনে হচ্ছে এমেয়ে আসলে তা নয়।

'হ্যাঁ, জাঁকিয়ে বসেছি,' সায় দিল জ্যাক নিচু গলায়। 'যতো দিন তোমার বাবা সুস্থ না হন ততোদিন আমি এনভিলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করব।'

'আমি মানিয়ে চলার চেষ্টা করব,' বলল জিনি। 'আশা করি অতীতের তিক্ততা তুমি মনে পুষে রাখোনি?'

'না,' শুকনো গলায় বলল জ্যাক, 'আমি ভুলেই গেছি যে গতকাল তুমি জিম শেলিকে দিয়ে আমাকে খুন করানোর চেষ্টা করেছিলে।'

বিব্রত দেখাল না জিনিকে, হাসছে মেয়েটা এখনও। বলল, 'আমি জানতাম কাজটা করার সাহস শেলির হবে না। এমনকি আমি তোমাকে অপ্রস্তুত করার পরও নয়।'

'জিম শেলি মাঁরা যেতে পারত।'

'মোটেই না। ও ড্র করেনি। তুমি ও ড্র করার আগে গুলি

করতে না।'

'ড্র করার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে।'

'কিন্তু ড্র করেনি শেষ পর্যন্ত।' হাসল জিনি। দৃষ্টি এখনও শীতল। 'ভুলে যাও, জ্যাক। আমি দুঃখিত। আমার বন্ধু হও। বিশ্বাস করো আমি ভাল বন্ধু হতে জানি।'

'নিজের দলে টানতে চাইছ?' মাথা নাড়ল জ্যাক। 'আমাকে তোমার দরকার নেই। গ্রিয়ারসন আর শেলি তোমার হাতের পুতুল। যাকগে, আজকে কতো তারিখ?'

'উনত্রিশে এপ্রিল।'

'ঠিক জানো তো?'

'নিশ্চই। মাসের শেষের দিকে তারিখ মনে রাখি। মাসের প্রথম দিন বুড়ো ভালুকের কাছ থেকে মাসোহারা পাই আমি আর বার্টি। আগামী পরশু আবার স্বচ্ছল হয়ে যাব আমি।'

'স্বচ্ছল?'

'হ্যাঁ, স্বচ্ছল। ভ্যালিডোতে গিয়ে কেনাকাটা করতে পারব।'

'তোমার বড়বোন মাসোহারা নেয় না?'

'ওকে আমি বড়বোন বলে স্বীকার করি না,' কর্কশ শোনাল জিনির কণ্ঠ। জবাব এড়িয়ে গেল। 'তাহলে তুমি এখন থেকে আমার বন্ধু হচ্ছো?' আবার মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করল জিনি।

তরুণী সজীব আর অসম্ভব সুন্দরী। সেটা সে জানেও। জ্যাক ধারণা করল মেয়েটার আত্মবিশ্বাস বোধহয় এতোই বেশি হয়ে গেছে যে মনে করে সে হাসলে দুনিয়ার সব পুরুষ মুগ্ধ ভক্ত হয়ে যেতে বাধ্য। জিনি ওকে মোটেও আকর্ষণ করছে না। গতকালের ঘটনা পুরোপুরি মনে আছে জ্যাকের। এমন কোন মেয়েমানুষকে ও কখনোই পছন্দ করতে পারবে না যে মেয়েমানুষ দু'জন পুরুষের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। বেশির ভাগ মেয়ে প্রেম আর বিয়ের ব্যাপারে হিসেবি, পুরুষদের বাঁদর মনে

করে। মনে করে সামান্য ইশারা পেলেই নাচতে শুরু করবে। পুরুষরাই প্রশংসা করে মেয়েদের মাথা খায়। জ্যাক সাধারণ আবেগ প্রবণ পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ওর অটল ব্যক্তিত্বও একটা বড় বাধা মেয়েদের পেছনে ছোটার ব্যাপারে। এখন জিনি আশা করছে সব ভুলে তার হাতের পুতুল হয়ে যাবে জ্যাক। নিজের অজান্তেই রেগে উঠল জ্যাক, কিন্তু প্রকাশ করল না। একদৃষ্টিতে জিনিকে দেখছে।

শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞেস করল জিনি, 'হতে পেরেছ কখনও আমার মতো মেয়ের বন্ধু আগে?'

'হতে চাই না,' ধীরেসুস্থে জবাব দিল জ্যাক, জবাবটা নিজেই উপভোগ করছে। 'তোমার মতো একটা বখাটে নষ্ট মেয়ের বন্ধু হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

চমকে গেল জিনি ওর বক্তব্য শুনে, পরক্ষণেই দু'চোখে উথলে উঠল নগ্ন ঘৃণা।

'ঠিক আছে, হান্টার,' বলল মেয়েটা, 'মনে রেখো আমি যেমন ভাল বন্ধু হতে পারতাম তেমনি খারাপ শত্রুও হতে জানি।'

কথাটা শেষ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, হাঁটার ভঙ্গি রাগে আড়ষ্ট।

দুপুরের পর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর আমেরিকানদের গলা শুনে জ্যাক বুঝল যেখানে গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরেছে ড্রাকার এবং গানহ্যান্ডরা। হেনরি ওয়ার্ডেনের আরেকটা দামী সিগার ঠোঁটে ঝুলিয়ে ধরাল ও, তারপর মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। এখন ওকে মাসিক দুশো ডলার হালাল করার কাজ শুরু করতে হবে।

করালের সামনে ঘোড়া থেকে স্যাডল খুলছে ড্রাকার এবং তার তিন সঙ্গী। হাতে স্লিং বাঁধা লোকটা বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে ড্রাকারের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। সন্দেহ নেই নতুন খবর জানাচ্ছে। বলছে জ্যাক হান্টারের উপস্থিতির কথা।

করালের বেড়ার ওপর ভারী সরঞ্জাম উঠিয়ে রাখল ড্রাকার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল আগুয়ান হান্টারের দিকে। দাড়িভরা চেহারাটা বিশ্রী দেখাচ্ছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে। গুলির বেল্টের ভেতর গুঁজে রেখেছে দু'হাতের বুড়ো আঙুল। ঘোড়া করালে ঢোকানোর পর অন্যরা একটু সরে দাঁড়াল, এমন ভাবে, যাতে দু'পাশ দিয়ে হান্টারকে ঘিরে ধরতে পারে। ঝামেলা করার জন্যে মানসিক ভাবে তারা তৈরি। স্যাম ড্রাকারের ঠোঁটের টিটকারির হাসিটা স্পষ্ট জানাচ্ছে, যেকোন সময়ে গোলাগুলি শুরু হতে পারে। যদি হয়, তাহলে সবার বিরুদ্ধে লড়তে হবে একা জ্যাক হান্টারকে।

এতোজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই জ্যাকের। অ্যাপাচিদের কাছে ও শিখেছে, যে যোদ্ধা প্রয়োজন বুঝলে পিছিয়ে যায় তার সম্মান কমে যায় বটে, কিন্তু আরেকদিন লড়াই করার সুযোগ থাকে তার, জেতার সুযোগ থাকে। পাঁচ গানহ্যান্ডের দশ গজ দূরে থেমে দাঁড়াল ও। চোখ ড্রাকারের ওপর। সিগারের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে মুচকি হাসছে।

নিরবতা অসহ্য হয়ে উঠল। যেকোন সময় অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াবে ড্রাকার। মুখ থেকে টিটকারির হাসি মুছে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, কি চাও?'

'ভাবছিলাম রাত-দিন যেভাবে ঘোড়া ছোটাও তাহলে ঘুমাও কখন তুমি।'

'মানে?'

'সারারাত নিশ্চই পশ্চিমের পাহাড়ে ঘোড়া দাবড়ে কাটিয়েছ?'

'কোন ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করছ মনে হচ্ছে?'

'করছি। অত আনাড়ির মতো গোলাগুলি করা তোমার মতো লোকদের মানায় না।'

'তুমি প্রমাণ করতে পারবে না যে আমিই তোমার দিকে গুলি ছুঁড়েছি।'

হাসল জ্যাক। 'প্রমাণ করার দরকার কি? তুমি নিজেই তো বলছ আমার দিকে গুলি করা হয়েছে। তুমি জানো। তার মানে কি দাঁড়ায়? হয় তুমি গুলি করেছ, অথবা তোমার কোন বন্ধু। তবে যে-ই হোক, খুব আনাড়ি সে।' কিছুতেই জ্যাক বুঝতে দেবে না ও আহত হয়েছে। লোকগুলোকে তৃপ্তি বোধ করার কোন সুযোগ দিতে চায় না ও। 'কাজেই ঘটনাটা ভুলে যাব আমরা।'

'ভুলে যাব?' উজবুকের মতো চেহারা হলো ড্রাকারের।

জ্যাকের ধারণাই ঠিক। স্যাম ড্রাকারের ভেতর পশুসুলভ চাতুরি থাকলেও ওর জাতের বেশির ভাগের মতোই সে-ও আসলে নির্বোধ ধরনের।

'হ্যাঁ,' আবার বলল জ্যাক, 'ভুলে যাব আমরা। ভুলে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। আমি যদি এখন তোমাকে গুলি করি তাহলে তোমার সঙ্গীরা আমাকে গুলি করবে। দু'জনের কেউই আমরা জিতব না।'

যেন চলে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করল জ্যাক, তারপর থামল আবার। 'বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বলল ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের বেতন দিয়ে বিদায় করে দিতে পারি। একজন একজন করে অফিসে এসো, তোমাদের পাওনা আমি মিটিয়ে দেব।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জ্যাক এবার।

'দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল ড্রাকার। 'আমাদের তুমি তাড়াতে পারবে না। মার্ক গ্রিয়ারসন আমাদের ভাড়া করেছে। সে না বলা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়ছি না।'

চেহারায় আপাত বিস্ময় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, তারপর নরম সুরে বলল, 'তাই নাকি? আমি জানতাম না। ঠিক আছে, তাহলে ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত থাকুক।'

'থাকবেই তো স্থগিত।' কর্কশ গলায় হাসল ড্রাকার। তার দেখাদেখি অন্যরাও হাসছে। আবার বলল ড্রাকার, 'বাজি ধরতে

পারি, আমি এখানে যতোদিন থাকব তার অনেক আগেই তুমি এখান থেকে বিদায় হয়ে যাবে।'

দুঃখের হাসি হাসল জ্যাক, তারপর পা বাড়াল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। প্যাশিয়োর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিনি ওয়ার্ডেন।

জ্যাক মেয়েটার কাছে পৌঁছোতেই টিটকারির স্বরে বলল জিনি, 'বেশ, বেশ, তাহলে বুড়ো ভালুকের ভাড়াটে গানম্যান পিছিয়ে গেল!' চোখে বিদ্রুপ নিয়ে তাকাল জ্যাকের দিকে। 'তুমি কি ভেবেছিলে শুধু কথা বলেই ওদের তাড়াতে পারবে?'

আন্তরিক হাসল জ্যাক, বলল, 'না, তা আমি ভাবিনি। আমি খালি দেখতে চেয়েছিলাম ওরা কি তোমার বাবার ম্যানেজারকে গুলি করে মারতে তৈরি হয়ে আছে কিনা।'

'কি দেখলে?'

'হুম্!'

'যাচ্ছ কোথায় এখন? বাবাকে নালিশ করতে?'

'কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমার মতো বাচ্চা মেয়ের না জানলেও চলবে,' বলে মেয়েটাকে পাশ কাটাল জ্যাক।

'জাহান্নামে যাও, হান্টার!' খেঁকিয়ে উঠল জিনি। রাগে গলা ফ্যাঁসফেঁসে শোনাচ্ছে। 'ভবিষ্যতে আমাকে বাচ্চাদের সঙ্গে তুলনা করার স্পর্ধা আর করবে না।'

সন্ধেয় সাপারের সময় ঘণ্টি বাজানো হলেও খেতে গেল না জ্যাক। বলা উচিত যেতে বেশ দেরি করল। দশ মিনিট বসে থাকল অফিসে, তারপর র‍্যাঞ্চের সবাই খেতে বসে গেছে নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে, দৃঢ় পায়ে উঠান পার হয়ে কূক শ্যাকের দিকে চলল। অফিসের ক্যাবিনেট থেকে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান বের করেছে ও, ওটা এখন ওর হাতের ভাঁজে ঘুমাচ্ছে। দুটো ব্যারেলেই গুলি ভরা আছে। হ্যামারটা অবশ্য এখনও ওপরে তোলেনি ও।

সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত নামছে অন্ধকার। কূক শ্যাকের ভেতরে

লণ্ঠন জ্বলছে। হলুদ আলো বেরিয়ে আসছে জানালা দিয়ে। ঘরের পেছনে চুলোর সামনে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে বাবুর্চি।

জ্যাক হান্টারকে প্রথমে দেখতে পেল শেলি। ওর হাতের শটগানটা দেখতে পেয়ে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হলো তার। মুখে দেয়ার জন্যে চামচে করে খাবার তুলেছিল, মাঝপথে থেমে গেল হাতটা। ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার!'

অন্য আরও কয়েকজন খাওয়া থামিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়েছে। এক মুহূর্ত পর উপস্থিত এগারোজনের দৃষ্টিই জ্যাকের প্রতি আকর্ষিত হলো।

'সবাই যার যার জায়গায় স্থির হয়ে থাকো,' নির্দেশ দিল জ্যাক। 'খাও সবাই। শটগানটা ব্যবহার করার কোন ইচ্ছে নেই আমার, তবে কেউ অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালে আমি নাচার।'

স্যাম ড্রাকার হয়তো চেষ্টা করত, কিন্তু ভয়াল চেহারার শটগানটা দেখে তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে জ্যাক হান্টার শটগান হাতে কেন হাজির হয়েছে। মরচে রঙা দাড়ির চেয়েও লালচে হয়ে উঠল তার চেহারা। বলল, 'দেখো, হান্টার, আমি আগেই বলেছি মিস্টার গ্রিয়ারসন...'

'কি বলেছ মনে আছে আমার,' ধমকের সুরে তাকে থামিয়ে দিল জ্যাক। ড্রাকার এবং চার গানম্যানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। 'তোমরা পাঁচজন অফিসে আসোনি বেতন নিতে, কাজেই আমি নিজেই বেতনটা নিয়ে এসেছি।...এবার স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি একে একে তোমাদের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করব। নিরস্ত্র করা শেষে বেতন দিয়ে দেয়া হবে তোমাদের।'

জিম শেলি বেসুরো কণ্ঠে কথা বলে উঠল। বোঝা গেল শটগানটা দেখে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে। 'দাঁড়াও, হান্টার!' কাউবয়দের দিকে তাকাল। 'জেসি, ফিলিপ, হুয়ান, তোমরা কূকের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, লাইন অভ ফায়ারের বাইরে থাকবে।'

পাঁচ কাউবয় তার নির্দেশ পালন করল। তারা সরে যাওয়ার

পর শেলিও উঠল টেবিল ছেড়ে। রাগ আর অপছন্দ নিয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল। 'খুব খারাপ সময়ে এমন একটা পদক্ষেপ নিচ্ছ তুমি। আমাদের সবার জীবনের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছ।'

'অন্যদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলেই বিপদে পড়বে না,' বলল নির্বিকার জ্যাক। 'গোলাগুলি হওয়ার কথা না, যদি না এরা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে। বোকা এরা, তবে এদের আমি এতোটা বোকা মনে করি না যে খামোকা মরতে চাইবে।'

ফোরম্যান ঘরের পেছনে সরে যেতেই ড্রাকারের পেছনে চলে এলো জ্যাক, বামহাতে শটগানটা ধরে রেখে ডানহাতে হোলস্টার থেকে তুলে নিল ড্রাকারের সিক্সগান। এক পা পিছিয়ে বাজেয়াপ্ত করা অস্ত্রটা ঘরের কোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। একই ভাবে বাকি চার গানম্যানকেও নিরস্ত্র করল ও। শটগানের কল্যাণে লোকগুলো প্রতিবাদ জানাতেও ভুলে গেছে। ড্রাকার অবশ্য নিচু গলায় এক নাগাড়ে গাল বকে চলেছে।

পকেট থেকে ডলার বের করে শেষ লোকটার পাওনা মিটিয়ে দিল জ্যাক। স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রা টেবিলের ওপর লোকটার প্লেটের পাশে নামিয়ে রাখল।

'সাতাশ দিন,' বলল জ্যাক, 'প্রতিদিন দু'ডলার হিসেবে চুয়ান্ন ডলার। পাওনা মিটে গেল। ধরে নাও তোমার আর কাজ নেই এই র‍্যাঞ্চে। সাপার শেষে চলে যাবে এখান থেকে।'

অন্য তিন গানম্যানের পাওনাও দিয়ে দিল জ্যাক, সবশেষে দাঁড়াল ড্রাকারের পেছনে। টেবিলে ডলার রাখতে যাচ্ছে এমন সময়ে গর্জন ছেড়ে ওর পেট লক্ষ্য করে কনুই চালাল ড্রাকার। আহতস্থানে লাগল কনুই। ক্ষতটা এখনও শুকাতে শুরু করেনি ভাল করে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল জ্যাক, ভারসাম্য হারিয়ে টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। চেয়ার পেছনে ঠেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্রাকার, দ্রুত পায়ে জ্যাকের দিকে এগোল চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায়, কাছে পৌঁছেই ঘুসি বসিয়ে দিল জ্যাকের

ঝুকে। আরও কয়েক পা পিছাল জ্যাক, দেয়ালের সঙ্গে পিঠে ধাক্কা খেল। কয়েক মুহূর্ত নড়তে পারল না, অবশ লাগছে দেহ। ঘরের কোনায় যেখানে পাঁচটা রিভলভার পড়ে আছে সে জায়গা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ড্রাকার।

আট

আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বিপদ ঠিকই টের পেল জ্যাক। দেরি করার সময় নেই। ড্রাকারের পেছনে ছুটল ও। অস্ত্র হাতে পাওয়ার আগেই গানম্যানকে ঠেকাতে হবে যে করে হোক। নিচু হয়েছে ড্রাকার রিভলভার তুলে নিতে। শটগানটা দু'হাতে ধরে গদার মতো ব্যবহার করল জ্যাক, বাড়ি মারল ওটা দিয়ে। সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন ড্রাকার, সোজা তার মাথার পাশে দড়াম করে লাগল ব্যারেল দুটো। গায়ের জোরে মেরেছে জ্যাক। ঠকাস করে আওয়াজ হলো। মনে হলো কাঠের গায়ে বাড়ি খেয়েছে ইস্পাত। ড্রাকারকে দেখে মনে হলো হঠাৎ করে তার পা দুটো দেহের তলা থেকে সরিয়ে নিয়েছে কেউ। হাত থেকে সিক্সগান পড়ে গেল। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ল সে। মাটিতে পড়ার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

ঠিক সময়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে জ্যাক, টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল গানম্যানরা, জ্যাক শটগানের হ্যামার তুলে নলটা ওদের দিকে তাক করতেই থমকে গেল। জ্যাকের চোখে শীতল দৃষ্টি। 'চেষ্টা করে দেখতে চাও শটগানের বিরুদ্ধে?' হাসছে জ্যাক

গানম্যানদের সহসা ঘেমে উঠতে দেখে। 'বসো, বসে পড়ো যেখানে বসে ছিলে।'

আস্তে করে নিজেদের জায়গায় বসল গানম্যানরা, জ্যাক ট্রিগার থেকে হাত সরানোয় অজান্তেই স্বস্তির শ্বাস ফেলল প্রত্যেকে। একটুর জন্যে সফল হয়েছে, বুঝতে পারছে জ্যাক; ও যদি সময় মতো ড্রাকারের ঘুসি সামলে উঠতে না পারত, তাহলে ড্রাকারের বদলে এখন ও নিজে মেঝেতে শুয়ে থাকত। তবে ড্রাকারের মতো সৌভাগ্য হতো না ওর, অজ্ঞান দেহ নয়, ওর মৃতদেহ পড়ে থাকত ওখানে।

তিক্ত মনে ভাবল, মাসে দুশো ডলার রোজগার হালাল করা শুরু হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে ওর দেহ থেকে উত্তেজনা বিলীন হলো, শটগানের হ্যামারটা সাবধানে নামাল, তারপর ঘরের পেছন দিকে দাঁড়ানো সন্ত্রস্ত কাউবয়দের উদ্দেশে বলল, 'ফিরে এসে সাপার সেরে নাও। আপাতত নাটক শেষ।'

জেসি উইলসন আর কাউবয়রা যার যার প্লেটের সামনে এসে বসল আবার। জিম শেলি মাথা নাড়ল, চোখা গোঁফওয়ালা সুদর্শন চেহারায় রাগ। 'ধন্যবাদ তোমাকে,' বলল আড়ষ্ট গলায়, 'আমার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। যা করেছ তা করার সময় বা জায়গা এটা ছিল না।'

'তোমার ভাল লাগেনি শুনে দুঃখ পেলাম,' বলল জ্যাক। নিজের কাজের যৌক্তিকতা কতোটুকু সে কৈফিয়ত শেলিকে দিতে ও রাজি নয়। বেঁচে আছে এখনও ও, এটাই বড় কথা। তাছাড়া কাউকে ওর খুনও করতে হয়নি।

ঘরের আরেক প্রান্তে চলে গেল জিম শেলি, দেয়ালের পেরেক থেকে নিজের হ্যাটটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

জেসি উইলসন আর মেক্সিকান কাউবয়রা আবার খাওয়ায় মনোযোগ দিল। খাবার ফেলে রাখার কোন অর্থ নেই খালি পেটে,

কাজেই চার গানম্যানও প্লেট খালি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গোঙাল ড্রাকার, পাশ ফিরল, তারপর উপুড় হলো, উঠে বসল দু'হাতের ভর দিয়ে। বসে বসে মাথা ডলতে শুরু করল ব্যথায় বিকৃত চেহারায়। বুদ্ধিশুদ্ধি একটু পরিষ্কার হতে জ্যাকের দিকে তাকাল দু'চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে। রেঞ্জে জ্যাকের দিকে যেচোখে তাকিয়েছিল সে তুলনায় ঘৃণার পরিমাণ এখন অনেক বেশি। পারলে খালি হাতে সে ছিঁড়ে ফেলত জ্যাককে।

'খাওয়া শেষ করতে চাইলে করতে পারো,' ওকে বলল জ্যাক। 'ইচ্ছে না থাকলে যেখানে বসে আছো ওখানেই থাকো।'

বসেই থাকল ড্রাকার, ঘনঘন শ্বাস ফেলছে। খাওয়া শেষ করে মেক্সিকানরা বেরিয়ে গেল। জেসি উইলসন নড়েনি, খাওয়া শেষ তার, কফি পানও শেষ, এবার সে ধীরেসুস্থে পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল, বিস্ময় আর শ্রদ্ধার মিশেল নিয়ে তাকিয়ে আছে জ্যাকের দিকে।

'বসে আছো যে, বুড়ো শকুন?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'ভাবছি এখন তুমি ওদের নিয়ে কি করবে,' বলল জেসি। 'অস্ত্র নেই বটে ওদের কাছে, কিন্তু এখনও ওদের পাঁচজনের বিরুদ্ধে তুমি মাত্র একজন।'

'হুম্,' ভাবার ভঙ্গি করল জ্যাক, তারপর বলল, 'আমি একা, কাজেই তোমার সাহায্য নিয়ে আমি এবার ওদের খেদিয়ে দেব।'

'কে বলল আমি তোমাকে সাহায্য করব?'

'আমি জানি তুমি সাহায্য করবে। তুমি হেনরি ওয়ার্ডেনের নিজের লোক। আমিও তাই। তার নির্দেশই আমি পালন করছি।'

'সেক্ষেত্রে সাহায্য করব আমি। কি করতে হবে আমাকে?'

'ওদের স্যাডল থেকে রাইফেলগুলো নিয়ে সরিয়ে ফেলো। এটা তোমার প্রথম কাজ।'

চিরকুমার বুড়োর চেহারায় মুচকি হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে

গেল। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে পাইপে আগুন দিল সে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাচ্ছি তাহলে।'

দশ মিনিট পর ফিরল সে, হাতে পাঁচটা উইনচেস্টার রাইফেল। ঘরের কোনায় রিভলভারগুলোর সঙ্গে ওগুলো রাখল জেসি। এখন তার কোমরে গানবেল্ট আর সিক্সগান ঝুলছে। যাওয়ার সময়ে ওগুলো ছিল না বুড়োর কাছে।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল জেসি।

'এবার এদের নিয়ে আমরা বাঙ্কহাউসে যাব। ওখানে নিজেদের জিনিস সংগ্রহ করবে ওরা। তারপর ওদের নিয়ে যাব করালে। সেখানে স্যাডল চাপাবে ওরা ঘোড়ায়, তারপর দূর হয়ে যাবে এই র‍্যাঞ্চ থেকে।' ড্রাকারের দিকে তাকাল জ্যাক। 'ওঠো, ড্রাকার। টেবিল থেকে নিজের প্রাপ্য বুঝে নাও, তারপর বাঙ্কহাউসে যাবে। তোমার সঙ্গীরা তোমার পেছনে থাকবে। আমিও থাকব পেছনে। কোন চালাকি নয়।'

বিশ মিনিট পর। করালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেসি আর জ্যাক, দেখছে ঘোড়ায় উঠছে পাঁচ নিরস্ত্র গানম্যান। অন্য চারজন কথা না বাড়িয়ে রওনা হয়ে গেলেও জ্যাকের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল ড্রাকার। 'আমাদের অস্ত্রের কি হবে?'

'ভ্যালিডোতে কেউ গেলে তার হাতে আমি অস্ত্রগুলো পাঠিয়ে দেব। ওখান থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবে তোমরা।'

গাল বকল ড্রাকার। 'মনে কোরো না ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে গেল। শোধ নেব, জাহান্নামের শেষ মাথায় যেতে হলেও তোমার পিছু ছাড়ব না আমি।'

কথাটা শেষ করে ঘোড়া ছোটাল গানম্যান, একটু পরই হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'কি আন্তরিক বিদায়,' শুকনো গলায় জেসিকে বলল জ্যাক।

ভ্রূ কুঁচকে এখনও সামনের দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ো জেসি। 'ভেবো না দলটার শেষ দেখলে,' সতর্ক করল। 'আবার ওদের

সঙ্গে দেখা হবে তোমার গানম্যানদের তুমি মাটিতে হামাগুড়ি দেয়াবে আর ওরা শোধ নিতে ফিরে আসবে না, এটা হয় না।'

'ঠিকই বলেছ, জেসি,' একমত হলো জ্যাক।

জেসি বলল, 'কিছু ভাল কাজেও লাগছিল ওরা। এনভিলের রেঞ্জে অন্য র‍্যাঞ্চের গরু ঢুকে পড়া ঠেকাচ্ছিল।'

'আমরাই কাজটা করতে পারব।'

'অন্য র‍্যাঞ্চের কাউবয়দের খেদানো ছাড়াও আরও নানা চিন্তায় অস্থির থাকতে হবে তোমাকে। বসের দুই সন্তান আর ওই চতুর উকিলের ব্যাপারেও তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। ওরা তিনজনই এনভিলের কর্তৃত্ব চায়। সুযোগ পেলে র‍্যাঞ্চটা অধিকার করে নিতে ছাড়বে না। এছাড়া আছে রেলরোডের লোকজন। ওরা এনভিলের বিরাট একটা অংশ কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে। এব্যাপারে কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?'

'বুড়ো ওয়ার্ডেনের কাছে শুনেছি,' জানাল জ্যাক। 'তবে আপাতত আমি অন্য একটা ব্যাপারে চিন্তিত।'

জ্যাক চুপ করে থাকায় কৌতূহলী হয়ে একটু পর জিজ্ঞেস করল বুড়ো জেসি, 'কি ব্যাপারে?'

'সাপার।' হাসল জ্যাক। 'দারুণ খিদে লেগেছে আমার।'

কূকশ্যাকে গিয়ে চটপট খাওয়ার পালা চুকিয়ে নিল জ্যাক, তারপর গেল ফোরম্যানের কেবিনে। ভেতরটা আলোকিত হয়ে আছে ছাদের আংটা থেকে ঝোলা লণ্ঠনের উজ্জ্বল হলদে আলোয়। ঘরটা বেশ বড়। দু'পাশে দুটো বাঙ্ক। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, তার দু'ধারে দুটো বেঞ্চি। এক কোণে একটা ওয়াশস্ট্যান্ড। উল্টোদিকে ফায়ারপ্লেস। এছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই ঘরে।

টেবিলে খবরের কাগজ রেখে পড়ছে জিম শেলি, দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল। জ্যাককে দেখে চেহারায় অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল তার।

'কি ব্যাপার?' একটু দ্বিধা করে জানতে চাইল।

'আমাকে এখানে শুতে বলা হয়েছে,' জানাল জ্যাক। 'কো আপত্তি থাকলে ভুলে যেতে পারো।'

'ঘরটা আমার নয়। নিজের মনে করতে পারো তুমি।'

'ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল জ্যাক, অগোছাল বাঙ্কটা দিকে পা বাড়াল। ওটার ওপর মালপত্র রেখে গেছে বুড়ো জেসি স্যাডলব্যাগ আর ব্ল্যাঙ্কেট রোল।

ব্ল্যাঙ্কেট রোল খুলে ওয়ারব্যাগ ঘেঁটে রেজর বের করল ও হ্যাট, স্কার্ফ আর শার্ট খুলে ওয়াশস্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালে টাঙানো আয়নাটা অস্বচ্ছ, কিন্তু কাজ চলবে। বেসিনে পাশে একটা সাবান পড়ে আছে, কিন্তু বেসিন শুকনো, পানি নেই।

'পানি তোমাকেই আনতে হবে,' জানাল শেলি 'ওয়াশস্ট্যান্ডের নিচে একটা বালতি রাখা আছে।'

ওয়াশস্ট্যান্ডের সামনের দিকে একটা পর্দা ঝুলছে। ওটা সরিয়ে বালতি বের করল জ্যাক, অনিশ্চিত দৃষ্টিতে ফোরম্যানের দিকে তাকাল।

'কুয়োটা কূকশ্যাকের পেছনে।'

'ধন্যবাদ,' বলে কুয়োর খোঁজে বেরিয়ে এলো জ্যাক। বুঝতে পারছে ওকে পছন্দ করতে পারছে না জিম শেলি।

দশ মিনিট পর দাড়ি কামাতে কামাতে বাইরের উঠানে বাকবোর্ডের আওয়াজ শুনতে পেল জ্যাক। এক লোক চিৎকার করে জেসিকে ডাকল। গলায় কর্তৃত্বের সুর।

'অতিথি, নাকি এই র‍্যাঞ্চের কেউ?'

'মার্ক গ্রিয়ারসন,' বলল শেলি। গলার তিক্ততা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল লোকটাকে সে মোটেই পছন্দ করে না। 'মিস্টার ওয়ার্ডেনের উকিল। যদিও সে দায়িত্ব পালন করছে বলে মনে হয় না।'

'মানে?'

'বসের স্বার্থ সে আর দেখছে না সম্ভবত।'

জ্যাকের মনে পড়ল এই একই কথা বলেছিল লিনা। দাড়ি কামানো থামিয়ে ফোরম্যানের দিকে তাকাল ও। 'ঠিক মতো কাজ করছে না, নাকি বসের স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করছে? কোন্‌টা?'

'আমার ধারণা রেলরোডের লোকদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখছে সে,' বলল শেলি। 'সাট আছে তার। তা যদি না হতো তাহলে বস্‌কে রেলরোডে টাকা ঢালতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করত না। অবশ্য তার কোন ব্যাপারে নাক গলানো আমার দায়িত্ব নয়। তার ব্যাপারে আমার কথা বলাও উচিত হচ্ছে না। আমি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান ছাড়া আর কিছু নই।'

'র‍্যামরড শুধু গরুর ব্যাপারে ভাববে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।' আবার দাড়ি কামানোয় মন দিল জ্যাক।

ওর দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে এমন সময় দরজায় দ্রুত টোকার শব্দ হলো। উত্তেজিত স্বরে 'হান্টার হান্টার' বলে ডাকছে লিনা ওয়ার্ডেন। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল জিম শেলি।

'কি ব্যাপার, মিস ওয়ার্ডেন? খারাপ কিছু?'

'সাহায্য দরকার, জিম। হান্টার কি এখানে আছে?'

এক পাশে সরে মেয়েটাকে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিল শেলি। জ্যাক দেখল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে মেয়েটা। পরনে এখন নীল পোশাক, সোনালী চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা। পরীর মতো সুন্দরী মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। যদিও চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'কি ব্যাপার, মিস ওয়ার্ডেন?' শার্ট গায়ে চড়াতে চড়াতে জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'মার্ক গ্রিয়ারসন। লোকটা বাবার ঘরে গিয়ে ঝগড়া শুরু

করেছে। ভ্যালিডো থেকে ফেরার সময় তার সঙ্গে গানম্যানদে
দেখা হয়েছে। তুমি গানম্যানদের তাড়িয়ে দেয়ায় খুব রেগে আ
লোকটা। আমি তাকে বার বার করে বলেছি বাবার ঘর থে
বেরিয়ে যেতে, কিন্তু সে যাবে না। তর্ক করে বাবাকে উত্তেজি
করে তুলছে। এখন যদি বাবার কিছু হয়ে যায়...'

'আমি ওকে সরানোর ব্যবস্থা করছি,' প্যান্টের ভেতর শা
গুঁজতে গুঁজতে পা বাড়াল জ্যাক। 'চলো।'

মেয়েটার পেছন পেছন র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল জ্যাক, তারপ
লিনাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। দ্রুত পা
হলরুম পার হয়ে অসুস্থ র‍্যাঞ্চারের শোবার ঘরের দিকে চলল
দরজার কাছে পৌঁছে শুনতে পেল দু'জনের রাগান্বিত কণ্ঠস্বর।

বিছানায় বসে আছে হেনরি ওয়ার্ডেন। চেহারা টকটকে লাল
হাত মুঠো করে সামনে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে রাগী গলায় বি
যেন বলছে। জিনি ওয়ার্ডেনও উপস্থিত, দাঁড়িয়ে আছে দরজার এব
পাশে। মনোযোগ দিয়ে তর্ক শুনছে, নিজে অংশ নিচ্ছে না।

র‍্যাঞ্চারের কথার জবাবে প্রায় চিৎকার করে উঠল মাব
গ্রিয়ারসন, 'আমি বলছি গানম্যানদের তাড়ানো একটা মস্ত ভু
হয়েছে। অন্য র‍্যাঞ্চারদের কাছ থেকে রেঞ্জ রক্ষা করতে হবে না
সেজন্যে ওদেরকে দরকার। হান্টারকে তুমি কতোটুকু চেনো
বিশ্বাস করে বসে আছো লোকটাকে! বোকামি করছ ওকে বিশ্বা
করে। আমি বলছি তোমাকে এজন্যে পস্তাতে হবে।'

জ্যাকের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। জিনিকে
পাশ কাটিয়ে খপ করে উকিলের কলার চেপে ধরল জ্যাক। চমকে
গিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করল গ্রিয়ারসন, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে
তাকাল। জোর খাটিয়ে লোকটাকে ঘোরাল জ্যাক, তারপর ধাক্কা
মেরে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করল। আরেকটু হলে ওরা
ধাক্কা খেত আগুয়ান লিনার সঙ্গে। নিজেকে ছাড়াতে ঝটকা ঝটকি

শুরু করেছে গ্রিয়ারসন। ধাক্কা মেরে তাকে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল জ্যাক। দেয়ালে বাড়ি খেল উকিল, বুঝতে পারছে ন আচমকা এসব কি হচ্ছে।

'মতলবটা কি?' শীতল গলায় জানতে চাইল জ্যাক। 'বুড়ে ওয়ার্ডেনের আরেকবার হার্ট অ্যাটাক হোক সেটা চাইছিলে?'

ঘোলা দৃষ্টিতে জ্যাককে দেখল গ্রিয়ারসন। জ্যাকের সমানই হবে সে লম্বায়, কিন্তু এক নজর দেখলেই বোঝা যায় কাগজের ওপর কলম চালানো ছাড়া আর কোন ভারী বা শক্ত কাজ করেনি সে জীবনে। শহুরে আরামপ্রিয় শৌখিন লোক। পরনে গাঢ় ধূসর ব্রডক্লোদ স্যুট, ফুলের ডিজাইন করা সিল্কের ভেস্ট, সাদা শার্ট, কালো স্ট্রিং টাই। সযত্নে রাখা সরু বাঁকা গোঁফ চকচক করছে। কোঁকড়ানো চুলগুলো যত্ন করে আঁচড়ানো। পরিপাটি ভদ্রলোকের সবকিছুই আছে তার মধ্যে। এখন রুক্ষতার মুখোমুখি হয়ে অপমানিত আহত দৃষ্টিতে তাকাল সে জ্যাকের দিকে, সামলে নিয়েছে কিছুটা।

সম্মান বাঁচানোর জন্যে বলে উঠল, 'আরেকবার আমার গায়ে হাত তুললে পস্তাতে হবে তোমাকে।'

'আরেকবার যদি অসুস্থ লোকটাকে বিরক্ত করতে দেখি তো ঘাড় ধরে তোমাকে এলাকা ছাড়া করব আমি,' হুমকির সুরে বলল জ্যাক। 'আমি এনভিলের বর্তমান ম্যানেজার। যদি কোন কথা থাকে তাহলে এখন থেকে আমার কাছে আসবে। হেনরি ওয়ার্ডেনকে বিরক্ত করতে যাওয়ার কোন দরকার নেই।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল গ্রিয়ারসন, সাহস ফিরে পেয়েছে কিছুটা। বলল, 'সাধ্যের তুলনায় অনেক বেশি সাধ তোমার, হান্টার। এনভিলের ম্যানেজার হয়ে খুব গর্ব হয়েছে, না? এমন খেলায় জড়িয়েছ যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝো না তুমি। বাজি ধরতে পারি, খেলা যখন শেষ হবে তখন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে

থাকবে তুমি। আমি অপমান ভোলার লোক নই। মনে কোরো না শোধ নেব না।'

সরু চোখে তাকিয়ে আছে জ্যাক, বুঝতে পারছে লোকটা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। র‍্যাটল স্নেকের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয় এ। আপাত ভদ্রলোকের খোলসে বাস করছে ভয়ঙ্কর নীচ এক ছোটলোক। স্যাম ড্রাকারের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিকর শত্রু হবে গ্রিয়ারসন। শত্রুতা হয়ে গেছে।

'তোমাকে সতর্ক করা হয়েছে,' নিচু গলায় বলল গ্রিয়ারসন। 'এবার তাহলে আমি যাচ্ছি।'

জ্যাককে পাশ কাটাল উকিল, হলরুম পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলেছে। হাঁটার ভঙ্গি একেবারে স্বাভাবিক, যেন কিছুই ঘটেনি। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে জিনি, গ্রিয়ারসনের পেছনে পা বাড়াল, একবার তাকাল জ্যাকের দিকে, দু'চোখ থেকে ঝরছে নগ্ন ঘৃণা।

র‍্যাঞ্চারের বেডরুমে ফিরে এলো জ্যাক, দেখল চামচে করে অষুধ নিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লিনা ওয়ার্ডেন, অনিচ্ছুক বাবাকে জোর করছে খাওয়ার জন্যে।

'গিলে নাও,' বলল জ্যাক। 'তারপর হুইস্কি দিয়ে বাজে স্বাদটা মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ো।'

'এতোক্ষণে একটা ভাল কথা শুনলাম,' বলে অসুধটা নিল হেনরি ওয়ার্ডেন। অষুধ খাওয়ার পর মুখ বিকৃত করে লিনাকে বলল, 'ওর জন্যেও একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে এসো।'

ভ্রূ কুঁচকে জ্যাকের দিকে তাকাল লিনা। 'ডাক্তার বলেছে বাবার সিগারেট বা ড্রিঙ্ক খাওয়া চলবে না।'

'ভ্যালিডোর যুবক ডাক্তার? গিম্বল?'

'হ্যাঁ। সে খুব ভাল ডাক্তার।'

'হয়তো,' দ্বিধা নিয়ে বলল জ্যাক, 'তবে লোকটা মাত্রাতিরিক্ত

ধার্মিক। ওর কাছে গেলে কফি খেতেও নিষেধ করে। হুইস্কি নিয়ে এসো।'

'ও কি বলেছে শুনেছ তুমি, লিনা.' বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে শুলো র‍্যাঞ্চার।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লিনা, এখনও ভ্রূ কুঁচকে আছে।

মৃদু হেসে জ্যাকের দিকে তাকাল বুড়ো ওয়ার্ডেন। 'মানুষটা তুমি পছন্দ করার মতো, হান্টার। এমন কিছু কোরো না যাতে আমি হতাশ হই। রেলরোডের ম্যাপটা দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এবার চিন্তা করে দেখো কিভারে ওদের ঠেকানো যায়।'

'একটা পথ আছে ওদের বাধা দেবার,' বলল জ্যাক। 'ওরা আশা করছে সরকারের কাছ থেকে জমি লীয় পাবে, তাই না?' র‍্যাঞ্চার নড করার পর আবার মুখ খুলল ও। 'রেলরোড সবসময় ঘোষণা করে তাদের কাছ থেকে যে জমি কেনা হবে সেটা স্বর্গের টুকরোর মতোই ভাল। সেটলারদের কাছে জমি বেচে ওরা। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় সেটলাররা ওই জমিতে চাষ দিয়ে খাওয়া পরা জোটাতে পারছে না। এই মরুভূমি অঞ্চলে ওদের টিকে থাকতে পারার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ। তবে অনেকেই আসবে আশায় বুক বেঁধে। রেলরোড এনভিলের উপত্যকার যেদিক দিয়ে যাবে সেখানে পাঁচটা পানির উৎস আছে। দুটো বড় ঝর্না, একটা ওয়াটারহোল আর দুটো ক্রীক। ঠিক? তোমার মেক্সিকান কাউবয়দের বলো ওই পাঁচটা পানির উৎসে ক্লেইম ফাইল করতে।'

'তাতে আমার কি লাভ হবে?'

'কাউবয়দের সঙ্গে তোমার কথা থাকবে যে ওরা ফার্ম করে কিছুদিন ওখানে থাকার পর আবার তুমি জমিটা ওদের কাছ থেকে

কিনে নেবে। তারমানে এনভিলের রেঞ্জে পানির যতো উৎস আছে সবগুলো তোমার হয়ে যাবে। পানি না পেলে সেটলাররা জমি কেনার আগে দশ বার ভাববে। তাছাড়া আরেকটা সুবিধে পাবে তুমি। রেলরোডের কাছে চড়া দামে জমি বেচতে পারবে। ইচ্ছে করলে ওদের কাছে জমি নাও বেচতে পারো। সেক্ষেত্রে লাইন পাতার জন্যে অন্য জমি বাছতে হবে তাদের।'

'ঠিক বলেছ!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চারের চেহারা। 'ঠিক তাই করব আমরা। একটু ভাবতে হবে আমাকে। ভেবে দেখি কাদের আমি হোমস্টেডিং করতে পাঠাব।'

'বেশি দেরি করা ঠিক হবে না,' বলল জ্যাক, 'রেলরোডও ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে। তোমার আগে ওরা জমি লীয নিয়ে নিলে আর কিছু করার থাকবে না। এখনও ওরা জমি কেন লীয নেয়নি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। আগামীকাল পাঁচ কাউহ্যান্ডকে ল্যান্ড অফিসে পাঠিয়ে দাও জমিতে ক্লেইম ফাইল করতে।'

নড করল ওয়ার্ডেন। 'তাহলে কালকেই যাবে ওরা। আর কোন্ বুদ্ধি খেলেছে তোমার মাথায়, হান্টার?'

জ্যাক জবাব দেবার আগেই ফিরে এলো লিনা। অনিচ্ছুক চেহারায় বাবার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল সে। দ্বিতীয় গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল জ্যাকের দিকে। ধন্যবাদ দিল জ্যাক। খেয়াল করে দেখল ওকে যে পরিমাণ দিয়েছে মেয়েটা তার চেয়ে বাবাকে দিয়েছে অনেক কম।

গ্লাসটা উঁচু করে ধরল জ্যাক। 'তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করে।'

'না,' মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'এনভিলের ঝামেলার সমাপ্তি আশা করে।' চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে ফেলল সে, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু, হান্টার?'

'আরেকটা ব্যাপার...কিন্তু তোমার পছন্দ নাও হতে পারে।'

'বলো শুনি।'

'আমি যখন ডেপুটি শেরিফ ছিলাম তখন কিছু রেলরোড বসানোর ঘটনা শুনেছিলাম যেগুলো আসলে ছিল গুজব নয়তো ভুয়া। উদ্যোক্তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে কেটে পড়েছিল। এটাও সেরকম কিছু হতে পারে। ভাবছি আমার পরিচিত এক গোয়েন্দাকে খোঁজ নিতে লোড সিটিতে পাঠালে কেমন হয়। পিঙ্কারটনের গোয়েন্দা ছিল সে। পাকা লোক। সে যদি তদন্ত করে দেখে ভ্যালিডো থেকে লোড সিটিতে রেলরোড যাওয়ার ঘটনা আসলে ভুয়া তাহলে আর দুশ্চিন্তার কিছু থাকবে না।'

'ভাড়া করো লোকটাকে,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'পাঠাও ভ্যালিডোতে। আসলে কি ঘটছে তদন্ত করে দেখুক সে।'

'কারা রেলরোডের উদ্যোগ নিচ্ছে তাদের নাম দরকার হবে আমার।'

'লোড সিটির লোক সবাই। পাঁচজন। আপাতত তাদের নাম মনে নেই আমার। গ্রিয়ারসনের কাছ থেকে জেনে তোমাকে বলব।'

'আমি জেনে নেব,' কড়া গলায় বলল লিনা। 'আগামীকাল, বাবা। এবার হান্টারকে বিদায় জানিয়ে শুয়ে পড়বে তুমি।'

নিজের ড্রিঙ্কটা শেষ করল জ্যাক, তারপর র‍্যাঞ্চার আর লিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। বাড়িটা ছেড়ে বের হবার সময় ভাবল ওর নিজের র‍্যাঞ্চে একটা বউ থাকলে ভাল হতো। কেন যেন লিনা ওয়ার্ডেনের চেহারা চোখে ভাসল ওর। আপন মনে মাথা নাড়ল। শান্তিতে থাকতে দিত না ওই মেয়ে। নরমসরম লাজুক মেয়ে দরকার ওর, যে কথায় কথায় নির্দেশ ঝাড়বে না। অ্যারিজোনায় প্রতি দশজন পুরুষের জন্যে আছে মাত্র একজন করে মেয়ে। হাসল জ্যাক, ওর বোধহয় সারাজীবন অবিবাহিতই থাকতে হবে।

ফোরম্যানের কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জিম শেলি। জ্যাককে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওই চতুর উকিলটাকে বশ মানাতে পেরেছ?' কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট যে সে গ্রিয়ারসনকে অপছন্দ করে।

'বুড়োর ঘর থেকে লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছি,' জানাল জ্যাক। 'প্রথমে সে বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু একটু পরই সামলে নিয়ে বাবুগিরি শুরু করল। লোকটাকে আমার শহুরে জুয়াড়ীর মতো পিছলা মনে হয়েছে। বিপজ্জনক। সাইডওয়াইন্ডার সাপের মতো।'

জ্যাক ঘরের ভেতর ঢোকার পর শেলি বলল, 'ওই গানম্যানদের যেভাবে এনভিল থেকে বিদায় করেছিলে ঠিক ওভাবে লোকটাকে তোমার তাড়ানো দরকার ছিল।'

'হয়তো তাই করব আমি,' বলল জ্যাক। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'বার্টি ওয়ার্ডেন কই, তাকে দেখছি না যে?'

'সকালে লোড সিটিতে গেছে।'

'ওর বাবা বলছিল ওখানেই রেলরোডের উদ্যোক্তারা থাকে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাদের সঙ্গে বার্টির কোন সম্পর্ক নেই। ও গেছে মাইনিং টাউনের মজা লুটতে। পকেটে পয়সা এলেই শারীরিক-মানসিক চাহিদা মেটাতে ওখানে ছোটে সে।'

'সময়ের আগেই হাতখরচ পেয়ে গেছে ও?'

'না। আমার কাছ থেকে ধার করেছে। পঞ্চাশ ডলার। ভাবলাম দিয়ে আপদ বিদায় করাই ভাল। এখানে কোন কাজই করে না সে ঝামেলা পাকানো ছাড়া।'

কিছু বলল না জ্যাক, শুধু মনে মনে আশা করল শীঘ্রি যেন লোড সিটি থেকে না ফেরে ছোকরা। বার্টি ওয়ার্ডেন ছাড়াও শত্রুর আপাতত কোন অভাব নেই ওর। মার্ক গ্রিয়ারসন, জিনি ওয়ার্ডেন, স্যাম ড্রাকার, তার গানম্যানরা—এমনকি যার ঘরে এখন ও ঘুমাবে সেই জিম শেলিও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে!

নয়

এড বেইলি প্রাক্তন পিঙ্কারটন এজেন্ট। বর্তমানে ভ্যালিডোতে বসবাস করছে। একটা অস্ত্রের দোকান আছে ওর ওখানে। বার কয়েক সে জ্যাককে বলেছে বন্দুক-পিস্তলের ব্যবসা থেকে যা আয় হয় তাতে খাওয়া-পরা জোটানো মুশকিল, যদিও বেশিরভাগ মানুষ অস্ত্র ঝোলায়।

'অন্যান্য খরচ ছাড়া দিনে দু'ডলার মজুরি,' তাকে বলল জ্যাক। 'নগদ দেব পঞ্চাশ ডলার, যদি কাজটা হাতে নাও।'

'নেব মানে?' হাসল বেইলি। 'কাজটা নেয়া থেকে বিরত রাখতে চাইলে আমার হাত-পা বেঁধে আটকে রাখতে হবে। জানো গতমাসে আমার রোজগার কতো হয়েছিল?'

'বাদ দাও,' জ্যাকও হাসল। 'এনভিলে চাকরি নেয়ার আগে আমিও গরীব মানুষ ছিলাম।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। 'এই যে রেলরোডের উদ্যোক্তাদের নাম।'

লিনা ওয়ার্ডেনের সুন্দর হাতের লেখায় চোখ বুলাল বেইলি, আস্তে আস্তে টাক মাথাটা দোলাল। ছোটখাটো মানুষ সে, সাদাসিধে চেহারা, দেখে মনে হয় না ছোট একটা ব্যবসা চালানো ছাড়া জীবনে কখনও কোন ঝুঁকির কাজ করেছে। এক পলকে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো একজন মানুষ। গৃহযুদ্ধের সময় পিঙ্কারটনের চাকরি নেয় সে, ছিল চাকরিতে বারো বছর। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে। বয়স বেড়ে

যাওয়ায় শান্তিপূর্ণ একটা জীবনের আশায় চাকরি ছেড়েছে সে।

'একটা নামও দাগী আসামীদের নয়, জ্যাক,' কাগজে আরেকবার চোখ বুলিয়ে বলল বেইলি। 'তবে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। অন্য কোথাও ওয়ান্টেড হলে আগের নাম ব্যবহার না করাই স্বাভাবিক। আগামীকালের স্টেজে লোড সিটিতে যাব আমি। দেখি একটু ঘুরেফিরে। ওদের একটু বাজিয়ে দেখব।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল জ্যাক, 'এনভিলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল বেইলি। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, বলল, 'সাবধানে এগিয়ো, এড। খামোকা কোন ঝুঁকি নিয়ো না।'

'একই কথা তোমার জন্যেও রইল,' বলল বেইলি। 'এনভিলে যা চলছে শুনলাম, তাতে আমার চেয়ে তোমার ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি।'

বেরিয়ে এলো জ্যাক, ঘোড়ায় উঠে ভ্যালিডোর আমেরিকান অংশ ধরে সাবধানে এগিয়ে চলল। শহরে স্যাম ড্রাকার এবং তার স্যাঙাতরা থাকতে পারে। ওদের সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ার ইচ্ছে নেই ওর। গানম্যানদের অস্ত্রগুলো লিভারি স্টেবলে জমা দিয়েছে ও। স্টেবলের মালিককে বলেছে ও শহর ছাড়া আগে যাতে লোকগুলোর হাতে অস্ত্র না দেয়। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হবার কোন উপায় নেই। ড্রাকার এবং অন্য গানম্যানরা হয়তো ইতিমধ্যেই অস্ত্র যোগাড় করে ফেলেছে। পথে পাঁচজনের একজনকেও দেখল না ও। শহরের পুরোনো অংশ, মেক্সিকান অংশে চলে এলো জ্যাক। ওর সঙ্গে এনভিলের যেকয়জন কাউবয় এসেছে তারা একটা ক্যান্টিনার সামনের হিচর‍্যাকে ঘোড়া রেখে ভেতরে ঢুকেছে। এক ঘণ্টা আগে তাদের নিয়ে ল্যান্ড অফিসে গিয়েছিল ও, নিজে উপস্থিত থেকে দেখেছে যে ঠিকমতো হোমস্টেড ক্লেইম্

ফাইল করেছে তারা।

ঘোড়া থেকে নামল জ্যাক, ঘোড়াটা গ্রাউন্ড হিচ করে ক্যান্টিনার ভেতরে ঢুকল। নাকে বাড়ি খেল টেকিলার গন্ধ। একটা ড্রিঙ্ক সেরেই সঙ্গীদের নিয়ে এনভিলের পথ ধরবে, ঠিক করেছে ও।

গত এক সপ্তাহে তেমন কোন গোলমাল হয়নি র‍্যাঞ্চে, বলতে গেলে বিনা শ্রমেই বেতন নিচ্ছে জ্যাক। অবশ্য পাঁচ মেক্সিকান কাউহ্যান্ডরা তাদের ক্লেইমে ছোট কেবিন তৈরি করেছে, সেটা তদারক করতে হয়েছে ওকে। নিয়ম হচ্ছে বসবাসের মতো একটা কুঁড়ে থাকলেও চলবে, কাজেই বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি কাউবয়দের। একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা, এক সপ্তাহেই দাঁড়িয়ে গেছে পাঁচটা কেবিন। কাজটা সেরে বাকি কাউবয়দের সঙ্গে রেঞ্জের স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগ দিয়েছে তারা।

মাত্র একটা কাজে জ্যাকের ডাক পড়েছিল যেটাতে ওর বেতন কিছুটা হালাল হয়েছে। বেশি কিছু নয়, কাউবয়দের একজন এসে জানিয়েছিল পুবের পাহাড়ী গিরিখাদ ধরে একটা দল আসছে এনভিলের জমির দিকে, তাদের ঠেকিয়েছে জ্যাক।

লোকগুলো শেষ পাহাড়ী ঢালের কাছে এসে পড়েছিল। এনভিলের জমিতে ঢোকার আগেই জ্যাক তাদের কাছে পৌঁছে যায়। তিনশো গরু নিয়ে আসছিল তিনজন রাইডার, সঙ্গে ছিল একটা ওয়্যাগন। ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল গরুগুলো মরুময় এলাকাটা দিয়ে। চারপাশে ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপ। সোজাসুজি সামনে বেড়ে প্রথম গরুটার পথ রোধ করেছে জ্যাক।

আগন্তুক দেখে আগে বেড়ে কাছে এসেছে গরুগুলোর মালিক। চিকন, দীর্ঘদেহী বয়স্ক একজন মানুষ। পরনে পুরোনো তালি মারা পোশাক। জিজ্ঞেস করেছে, 'কি ব্যাপার, কোন্ অধিকারে আমার গরুর পাল থামিয়েছ!' গলার স্বর যথাসম্ভব

কঠোর করতে চেয়েছে সে, কিন্তু ফাঁকা শুনিয়েছে তার কণ্ঠ। 'আমার গরুর পাল ঠেকানোর কোন অধিকার নেই তোমার।'

তার দুই রাইডার বয়সে কিশোর, সম্ভবত তার ছেলে। ওয়্যাগনটা ভরা বাড়িঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে। চালাচ্ছে একজন মহিলা। তার পাশে বসে আছে বছর বারো বয়সের এক কিশোরী। গরীব একদল মানুষ, প্রথম দেখাতেই বুঝতে পেরেছে জ্যাক। সহানুভূতি জেগেছে মনে।

'নাম কি তোমার, বন্ধু?' জিজ্ঞেস করেছে ও।

'জুড হারকিন্স।'

'আমি জ্যাক হান্টার, হারকিন্স। এটা এনভিলের জমি জানা আছে নিশ্চই তোমার?'

'জানি।' একরোখা চেহারায় বলেছে হারকিন্স। 'তো?'

'জানো না এনভিলের জমিতে কাউকে অযথা ঢুকতে দেয়া হয় না?'

'শুনেছি। পাত্তা দিই না ওসব আমি। আর অন্তত এখন তো পাত্তা দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুনেছি বুড়ো ওয়ার্ডেন যেকোনদিন মরবে।'

'হয়তো। কিন্তু এখনও মরেনি সে। মরলেও তোমার কোন সুবিধে হতো না। ওয়ার্ডেনের মতো লোকরা না থাকলে তাদের জায়গায় উপযুক্ত লোকের অভাব হয় না। আপাতত আমিই সেই উপযুক্ত লোকটি। এনভিল র‍্যাঞ্চের ম্যানেজার আমি। এখনও আগের নিয়মই চলবে, এনভিলের জমিতে কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। এখানে র‍্যাঞ্চ করার আশা থাকলে বাদ দিতে পারো। এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে তোমাকে।'

'এটা ঠিক নয়,' আপত্তির সুরে বলল হারকিন্স। 'একা তোমরা এতো বড় জমি দখল করে রাখবে আর আমাদের মতো ছোট র‍্যাঞ্চাররা না খেয়ে মরবে, এটা কি! এটা এনভিলের নিজস্ব জমি

নয়, সরকারী জমি।'

'জমিটা যদি আমরা তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করি তাহলে আরও অন্তত দশজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে। তাদের অনেকেই থাকবে যারা তোমার মতো ছোট র‍্যাঞ্চার নয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা যাবে জমির ঘাস শেষ হয়ে গেছে। তোমার জন্যে আমি ছাড় দিতে পারব না, হারকিন্স। ফিরে যেতে হবে তোমাকে।'

ওয়্যাগনটা কাছে চলে এসেছে। হারকিন্সের প্রৌঢ়া স্ত্রী বলে উঠল, 'আমি আগেই বলেছিলাম ঝামেলা হবে, জুড।' মহিলাকে আতঙ্কিতা দেখাল।

'আমাদের অধিকার আছে, মার্থা। আমরা...'

'তোমার কোন অধিকার নেই, জুড,' বাধা দিল মহিলা। 'এই লোক তোমাকে খুন করলে? বাড়ি ফিরে চলো।'

মহিলার কথা শুনে খারাপ লেগে উঠল জ্যাকের। বুঝতে পারল মহিলার চোখে ওকে কেমন দেখাচ্ছে। কঠোর চেহারা ওর। সেজন্যে মহিলার ধারণা হয়েছে এনভিলের রেঞ্জ রক্ষা করতে দরকার হলে তার স্বামীকে গুলি করে মারবে জ্যাক।

নরম চোখে মহিলার দিকে তাকাল জ্যাক, জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কোথায় তোমাদের, মা?'

'হ্যালোওয়ে ক্রীকের ধারে।'

'ওখানে তো ঘাস আর পানি দুটোই আছে!'

'যথেষ্টরও বেশি, জুডকে আমি বারবার বলেছি,' বলল মার্থা। 'সবসময় জুড চলার ওপর থাকতে চায়। সেকারণেই এখানে আসা। ওর জন্যে কয়েক বছর পরপরই জায়গা বদল করতে হয় আমাদের। পরিবারের জন্যে এটা মোটেই ভাল নয়।'

মৃদু গলায় বউয়ের কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল হারকিন্স, 'মানুষকে তো উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতে হবে, তাই না?'

জিজ্ঞেস করল জ্যাক, 'হ্যালোওয়েতে তোমাদের বাড়ি আছে, মা?'

'আছে কেবিন একটা।'

'তাহলে ওটাই তোমাদের জায়গা,' নরম গলায় বলল জ্যাক। হারকিন্সের উদ্দেশে বলল, 'একটা কথা তোমার জেনে রাখা উচিত, ঘাস সব জায়গাতেই প্রায় সমান সবুজ।...আগামীকাল আবার এদিকে আসব আমি। তখন যেন তোমাকে এখানে না দেখি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল ও, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, তোমার সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। শুভদিন।'

ঢাল ধরে সামনে এগোতে এগোতে অনুভব করেছে কালকে লোকগুলো এখানে আর থাকবে না। বুঝতে পারেনি সত্যি যদি হারকিন্স এগোতে চাইত তাহলে কি করত ও। মহিলা যাই ভাবুক, সত্যি সত্যি লোকটাকে গুলি করতে পারত না ও। মাসে দুশো ডলার বেতনের বিনিময়েও নয়। তবে দলটাকে ফিরিয়ে দেবার কোন না কোন উপায় বের করত ও।

দুশো ডলার ওর জন্যে অনেক টাকা। আসলে গরীব মানুষ ও। কিন্তু সেজন্যে নয়, অনুভব করল, আসলেই ও চায় এনভিল যেমন আছে তেমনই থাকুক। হেনরি ওয়ার্ডেনের মতো মানুষদের ব্যাপারে নিজের মনোভাব পালটেছে জ্যাক। আগের মতো তাদের লোভী মানুষ ভাবছে না। আরামে থাকা বা থাকতে চাওয়া কোন অপরাধ নয়। তাছাড়া বুড়ো ওয়ার্ডেন যেমন নিজের যোগ্যতায় অনেক লোকের আয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেটাও বিরাট বড় একটা ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে হেনরি ওয়ার্ডেনের মতো বড় মানুষদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে ও। এখন জ্যাক জানে, এনভিল র‍্যাঞ্চটাকে রক্ষা করতে সাধ্যমতো করবে।

র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে জ্যাক দেখল বাকবোর্ড থেকে

একটা ঘোড়ার লাগাম খুলছে বুড়ো জেসি।

জিজ্ঞেস করল, 'কেউ এসেছে, জেসি?'

মাথা দোলাল জেসি। 'ডাক্তার গিম্বল এসেছে। সপ্তাহে একবার করে আসে বসের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর থেকে। রাতটা এখানেই কাটায়। উইল ক্লিনটনও এসেছে। ওর আনা চিঠিপত্র আমি অফিসে রেখে এসেছি। তোমার একটা চিঠিও আছে ওগুলোর মধ্যে।'

সপ্তাহে একবার আসে স্টাররুট পিওন। অফিসে ঢুকে জ্যাক দেখল টুকসন স্টারের ছয়টা কপি নিয়ে এসেছে সে। এছাড়া আছে হেনরি ওয়ার্ডেনের কয়েকটা চিঠি, জিনির একটা এবং ওর জন্যে একটা চিঠি। ওর চিঠিটা এসেছে লোড সিটি থেকে। খাম ছিঁড়ে ছোট করে লেখা চিঠিটা পড়ল জ্যাক।

জ্যাক,

চারজন সন্দেহ মুক্ত। দু'জন খনি মালিক, একজন ব্যবসায়ী, একজন হোটেল মালিক। দীর্ঘদিন শহরে আছে। আগে একই পেশায় ছিল টুম্বস্টোনে। পাঁচ নম্বর গেছে সেন্ট লুইসে। সে আসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তদন্ত শেষ করে ফিরব।

এড বেইলি

অফিসে ঢুকল জিনি, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'পিওন এসেছে দেখলাম। আমার জন্যে কোন চিঠি এসেছে?'

নড করল জ্যাক, নিজের চিঠিটা বুক পকেটে ভরে রাখল।

কাঁটাতারের বেড়ার মতো তীক্ষ্ণ শোনাল জিনির কণ্ঠস্বর। 'কি রাখলে পকেটে, প্রেমপত্র?'

'প্রেমপত্র হলে অবাক হবে তুমি?'

এগিয়ে এলো জিনি, চিঠিপত্র ঘাঁটতে শুরু করে বলল,

'হবো।' একটু থেমে বড় করে শ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'বুড়ো ভালুকের চিঠি আর কাগজপত্র আমি ওপরে দিয়ে আসছি। জিম শেলিকে বলে দিয়ো আমাদের পড়া শেষ হলে বরাবরের মতো কাগজগুলো সে পেয়ে যাবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাক।

দরজার কাছে চলে গিয়ে ওর দিকে তাকাল জিনি।

'বলে ফেলো,' শুকনো গলায় বলল জ্যাক।

'এখনও আমার বন্ধু হতে আপত্তি আছে তোমার?'

পকেট থেকে একটা মেক্সিকান সিগার বের করে ধরাল জ্যাক, ম্যাচের আগুনের ওপর দিয়ে জিনিকে দেখল। রাইডিঙের পোশাক পরে আছে মেয়েটা। বেশির ভাগ সময় তাই পরে। প্রতিদিন ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। জিনির এই একটা ব্যাপার শুধু জ্যাকের পছন্দ। গত সপ্তাহে দু'দিন বেড়াতে যায়নি মেয়েটা। ওর কাছ থেকে হাতখরচের টাকা পেয়ে শহরে গিয়েছিল। দু'দিনের কেনাকাটাতেই সব টাকা শেষ করে এসেছে। ছাদখোলা একটা বাগিতে করে তাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল মার্ক গ্রিয়ারসন।

'না, ধন্যবাদ,' থেমে থেমে বলল জ্যাক, 'বন্ধুত্বের বদলে আমার কাছ থেকে যা চাইবে সেটা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বন্ধু হিসেবে তোমাকে চাই না আমি।'

'ওই মেয়েলোকটা, ওই মেয়েছেলে, লিনা আমার নামে মিথ্যে কথা বলে তোমার মন বিষিয়ে দিয়েছে।'

'তা নয়,' হাসল জ্যাক, 'তোমার আচরণ দিয়ে আমাকে বিষিয়ে দিয়েছ তুমি নিজেই। মনে নেই জিম শেলিকে দিয়ে আমাকে খুন করাতে চেয়েছিলে তুমি?'

'বাবার মতো একই জিনিস চাই আমি,' গলায় আবেগের মিশেল দিয়ে বলল জিনি। 'আমিও চাই এনভিল র‍্যাঞ্চ যেমন আছে তেমনই থাক। এই জায়গাটা আমি পছন্দ করি। বাকি

জীবন আমি এখানেই থাকতে চাই। একদিন আমি বিয়ে করব, বাচ্চাকাচ্চা হবে। আমি চাইব তারাও যেন আমার মতো করে এনভিলকে ভালবাসে। বাবা যদি আমাকে বিশ্বাস করে একটা উইল করত তাহলে আমি নিশ্চিত করতাম এনভিলের অস্তিত্ব। বার্টি বা লিনার হাতে যদি বাবা এনভিল তুলে দিয়ে যায় তাহলে র‍্যাঞ্চটা শেষ হয়ে যাবে।'

'অত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

'লিনা পুবে মানুষ। প্রথম সুযোগেই র‍্যাঞ্চ বেচে দেবে ও। বার্টিও তাই করবে। জুয়া আর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু বোঝে না ও। শুধু আমি...'

কথা থামিয়ে চোখে রাগ নিয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'এনভিলকে আমি ভালবাসি এটা তুমি নিশ্চই বিশ্বাস করছ না?'

'না বিশ্বাস করার কি আছে!'

'তাহলে আমাকে সাহায্য করো, জ্যাক।'

'যদি সাহায্য করতেও চাই, বলো কিভাবে তা সম্ভব?'

'বাবা তোমার কথা শুনবে। আমার নামে ভাল কথা বলতে পারো তুমি বাবাকে। বাবাকে বিশ্বাস করাতে পারো যে র‍্যাঞ্চটা আমি রক্ষা করব। ভয় হচ্ছে আমি যা চাই তা হবার আগেই আবার হার্ট অ্যাটাক হবে বাবার। সেক্ষেত্রে...' চোখে আকুতি নিয়ে তাকাল মেয়েটা। 'আমার হয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলবে তুমি, জ্যাক?'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে জিনিকে দেখল জ্যাক, সিগারের ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর কড়া গলায় বলল, 'তুমি শুধু এনভিলের জন্যে চিন্তা করছ। আমাকে বলছ এনভিলকে তুমি ভালবাসো। যে বাবার জন্যে র‍্যাঞ্চটা তুমি পেতে পারো সে বাবার জন্যে তোমার তো কোন দরদ দেখছি না। আশ্চর্য এক মেয়ে তুমি, জিনি।

তোমার লোভী আর স্বার্থপর মেয়ে আমার চোখে আগে কখনও পড়েনি। ভুলেও আশা কোরো না যে তোমার হয়ে কথা বলব আমি হেনরি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে। এবার বেরিয়ে যাও ঘর ছেড়ে। তোমাকে দেখলে আমার ঘৃণা হচ্ছে।'

ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরেছে বলে মনে হলো জিনির চেহারা দেখে। প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল অফিস-ঘর ছেড়ে।

বিকেলে অফিসে এলো ডাক্তার গিম্বল। বয়সে তরুণই বলা চলে তাকে, সুন্দর করে গোঁফ রেখেছে। আচরণে শহুরে। আগেও দুয়েকবার লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে জ্যাকের, ও জানে, পশ্চিমের বেশিরভাগ ডাক্তারের চেয়ে যোগ্য ডাক্তার এই লোক।

'তুমি বুড়ো ওয়ার্ডেনের দায়িত্ব পালন করছ শুনে ভাল লাগল,' বলল ডাক্তার। 'আগের তুলনায় মন মেজাজ অনেক ভাল দেখলাম হেনরি ওয়ার্ডেনের।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল জ্যাক, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ওর সেরে ওঠার সম্ভাবনা কতটুকু, ডক?'

ভ্রূ কুঁচকে গেল গিম্বলের, সামান্য অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'হৃৎপিণ্ডের রোগীদের বেলায় কিছু বলা মুশকিল। এই আছে এই নেই অবস্থা।'

'তুমি কি ভাবছ, হেনরি ওয়ার্ডেন বাঁচবে?' সরাসরি প্রশ্ন করল এবার জ্যাক।

'বলতে পারি না। নির্ভর করে আবার অ্যাটাক হবে কিনা তার ওপর। না হলে হয়তো ওর ক্ষতিগ্রস্ত হার্ট নিজে থেকেই সেরে উঠবে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে পারো এক মাসের মাথায় পুরো সুস্থ হয়ে যাবে হেনরি ওয়ার্ডেন।'

'তার মানে নিশ্চিত কোন মন্তব্য করবে না তুমি।'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল ডাক্তার। 'গুরুতর অসুস্থ রোগীদের বেলায়।' চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার, তারপর থেমে

বলল, 'ও, একটা কথা, মিস লিনা ওয়ার্ডেনের মুখে শুনলাম প্রতিদিন তুমি হেনরি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করো। তার সঙ্গে নাকি দু'এক পেগ মদও খাও। আমি কিন্তু তাকে মদ খেতে নিষেধ করেছি।'

'জানি,' বলল জ্যাক। 'বলো তো, ডাক্তার, মদ নিষেধ করেছ তুমি অসুস্থতার কারণে, না ধর্মীয় কারণে?'

জবাব দিল না ডাক্তার গিম্বল, চেহারা লাল হয়ে গেল। আস্তে করে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেল সে।

একটু পরই অফিসে এলো লিনা ওয়ার্ডেন, ভ্রূ কুঁচকে আছে বিরক্তিতে। বুঝতে দেরি হলো না জ্যাকের, মেয়েটা কেন বিরক্ত বোধ করছে। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারকে রাগিয়ে দিয়েছি আমি?'

'মানুষের সঙ্গে গায়ে পড়ে লাগার একটা নিজস্ব ধরন আছে তোমার।'

'তোমার বাবা কিন্তু তা মনে করে না।'

'বাবার ধারণা তুমি সবজান্তা,' কড়া গলায় বলল লিনা। 'তুমি একটা অসম্ভব কিসিমের লোক। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার উচিত ছিল তোমাকে ওই মেক্সিকান জেলেই ফেলে আসা।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, ফিরল মুহূর্ত খানেক পরই। এবার যখন কথা বলল তখন গলায় সেই আগের রাগ নেই। 'আমি কথাটা আসলে বলতে চাইনি। তুমি জেলে থাকলে এনভিল চালাতে অসুবিধে হতো আমাদের।'

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল জ্যাক।

পরদিন স্কোয়াও উপত্যকায় গেল ও নিজের গরু কেমন আছে দেখতে। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এলো এনভিলে। ও ফেরার কয়েক মুহূর্ত আগেই লোড সিটি থেকে ফিরেছে বার্টি ওয়ার্ডেন। করালের সামনে ঘোড়া থেকে নেমেছে সে, স্যাডল খোলা হয়ে গেছে ঘোড়ার, জ্যাকের দিকে বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে

পা বাড়াল তরুণ। তার সঙ্গে আরও একজন লোক এসেছে। সে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা অপরিচিত হলেও তার জাত চিনতে ভুল হলো না জ্যাকের। খনি-শহরের জুয়াড়ী। পরনে প্লেইড স্যুট, মাথায় গোল হ্যাট, চেহারায় প্রচুর মদ্যপানের ছাপ। চেহারা থেকে ঘাম মুছছে একটা রুমালে। দেখে মনে হচ্ছে এখনই মদ খেতে পেলে বেঁচে যায়।

স্যাডল খুলে নিজের ঘোড়াটা করালে ছেড়ে দিল জ্যাক, উঠান পেরিয়ে পা বাড়াল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বার্টি, জ্যাককে দেখে চিৎকার করে উঠল। 'হান্টার! বাক্সের চাবি কোথায়? ক্যাবিনেটের ওপর দেখছি না যে!'

তার হাতে র‍্যাঞ্চের খরচাপাতির স্টীলের বাক্সটা দেখতে পেল জ্যাক। ওটা এতো ভারী যে দু'হাতে ধরে আছে বার্টি। রাগে থমথম করছে তার চেহারা।

'ইদানীং নিরাপদ জায়গায় থাকে চাবিটা,' বলল জ্যাক। 'টাকাগুলোর দায়িত্ব আমার, কাজেই যে কেউ বাক্স খুলে টাকা বের করে নেবে সেটা আমি হতে দেব না। বাক্সটা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে রেখে এসো।'

'আমার এক্ষুণি দুশো ডলার দরকার।'

'তোমার বাবা অনুমতি না দিলে টাকাটা তোমাকে আমি দিতে পারব না।'

এক সপ্তাহ পর লোড সিটি থেকে ফিরেছে বার্টি, দেখে তাকে কাকতাড়ুয়া মনে হচ্ছে। পরনের দামী পোশাক কোঁচকানো, ময়লা। বার্টির গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চেহারা ধুলোমাখা।

বড়লোকের বেয়াড়া ছেলেদের স্বাভাবিক জেদ প্রকাশ পেল তার চেহারায়। 'তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, হান্টার! টাকা নেয়ার অধিকার আছে আমার।'

বাক্সটা হাত থেকে ফেলে দিল বার্টি, তারপর সিক্সগান বের করে বাক্স লক্ষ্য করে গুলি করল। বাক্সটা ভারী হলেও গুলির ধাক্কায় খানিকটা সরে গেল। গুলিটা তালায় লেগেছে, ভেঙে গেছে তালা। খানিকটা খুলে গেছে বাক্সের ডালা। লাথি মেরে ডালাটা পুরো খুলল বার্টি, তারপর কুঁজো হয়ে হাত বাড়াল টাকা বের করার জন্যে।

অনেকক্ষণ হলো রাগ দমিয়ে রেখেছে জ্যাক, এবার ওর ধৈর্যচ্যুতি হলো, সামনে বেড়ে ধাক্কা মারল ও বার্টিকে। ছেলেটা ভারসাম্য হারিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। খপ করে হাত থেকে সিক্সগানটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও। রাগে কর্কশ গলায় বলল, 'বাক্সটা তোলো। সোজা অফিসে নিয়ে আগের জায়গায় রাখবে তুমি।'

কিছুক্ষণ চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল বার্টি ওয়ার্ডেন, নিচু স্বরে গাল বকল, তারপর উবু হলো, যেন বাক্সটা তুলতে যাচ্ছে। তা না করে স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রা তুলে নিল বাক্স থেকে, তারপর ছুঁড়ে মারল জ্যাকের চেহারা লক্ষ্য করে। ঠিক লক্ষ্যে আঘাত করল মুদ্রাগুলো। এতোই দ্রুত যে হাত দিয়ে চেহারা ঢাকার সুযোগ পেল না জ্যাক। বেশ কয়েকটা মুদ্রা নাকে-মুখে লাগল ওর। ততোক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে বার্টি, কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল জ্যাকের বুকে। পিছিয়ে গেল জ্যাক, তারপর ভারসাম্য হারিয়ে বারান্দা থেকে পড়ে গেল চিৎ হয়ে।

জ্যাক সরে যাবার আগেই লাফ দিয়ে এগিয়ে ওর মুখ লক্ষ্য করে লাথি মারল বার্টি। নাকের পাশে দড়াম করে লাগল তার বুট পরা পা। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল জ্যাকের। হঠাৎ আতঙ্ক নিয়ে অনুভব করল মারাত্মক আহত হতে পারে ও। মারাও যেতে পারে। ওকে এমন একটা ছোকরার হাতে অপদস্থ হতে হচ্ছে যে ছোকরাকে স্বাভাবিক অবস্থায় এক হাত বাঁধা অবস্থাতে সামলানো ওর জন্যে কোন ব্যাপারই নয়।

দশ

ঝিমঝিম করছে মাথা, তবু লাথি থেকে বাঁচার আশায় দ্রুত শরীর গড়িয়ে দিল জ্যাক। তারপরও কিডনিতে একটা লাথি লাগল। মুহূর্তের জন্যে অবশ হয়ে গেল ও।

এবার ভুল করে বসল বার্টি, পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিতে দেরি করে ফেলল। থেমে দাঁড়িয়ে টিটকারির হাসি হেসে বলল, 'কঠোর লোক, না? কচু! যেকোন সাধারণ মানুষের মতোই ভঙ্গুর তুমি। দিন শেষ তোমার এনভিলে। এখন থেকে ম্যানেজারের কাজটা আমিই করব। রেঞ্জ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে ছাড়ব আমি, তারপর বুড়োকে জানাব কে আসলে এনভিলের বস্।

জ্যাককে সময় দিয়ে প্রথম ভুলটা করেছে বার্টি, ওকে সামলে নেবার সুযোগ দিয়েছে। এবার দ্বিতীয় ভুলটা করল। উবু হলো সে জ্যাকের অস্ত্র কেড়ে নিতে। মাত্র হোলস্টার থেকে বেরিয়ে আসা অস্ত্রটার বাঁটে তার হাত পৌঁছেছে, বজ্রমুষ্ঠিতে কব্জি চেপে ধরল জ্যাক। বিস্মিত চিৎকার করে অস্ত্র ছেড়ে দিল বার্টি, হাত ঝটকা দিয়ে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ টানাটানি চলল দু'জনের, তারপর চিৎ হলো জ্যাক, খালি হাতটা মুঠো করে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারল বার্টির মুখে। দু'চোখের ঠিক মাঝখানে, নাকের গোড়ায় নরম হাড্ডিতে লাগল ঘুসিটা। থ্যাচ করে আওয়াজ হলো। নাক ভাঙেনি, কিন্তু ব্যথায় বিবশ হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল বার্টি।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। মাথা থেকে হ্যাট উধাও হয়ে গেছে ওর। ঘর্মাক্ত ভ্রূর ওপরে চলে এসেছে এলোমেলো চুল। বাম গাল থেকে রক্ত ঝরছে। ওখানে বার্টির বুট পরা পায়ের লাথি লেগেছিল। বড় করে দম নিল জ্যাক, বুকটা ফুলে উঠল। জোর খাটিয়ে রাগের উন্মাদনা সামাল দিল ও। ইচ্ছে করছে উদ্ধত বেয়াড়া তরুণকে পিটিয়ে মৃত্যুর দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে। হেনরি ওয়ার্ডেনকে ও কথা দিয়েছে বার্টি আর জিনির সঙ্গে যথাসম্ভব নরম আচরণ করবে, এটাই ওর ইচ্ছে পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

'এই যে তুমি!' কর্কশ গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জ্যাক, 'যথেষ্ট হয়েছে, নাকি এখনও ভাবছ আমাকে এনভিল থেকে তাড়াবে!'

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে বার্টি ওয়ার্ডেন, ওই এক ঘুসিতেই লড়াইয়ের ইচ্ছে উবে গেছে তার। এমন ভাবে গুঙিয়ে উঠল যেন মরতে আর দেরি নেই। রাগ কিছুটা কমল জ্যাকের।

স্ট্রং বক্সে বার্টি গুলি করায় আওয়াজ পেয়ে উঠানে জড়ো হয়েছে বেশ কয়েকজন। কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে জেসি উইলসন আর কুক। বার্টির সঙ্গে যে লোকটা এসেছে সে এখনও ঘোড়ার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এখানে সে উপস্থিত না থাকলেই বেঁচে যেত। লিনা ওয়ার্ডেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তার পেছনেই জিনি। বরাবরের মতো সঙ্গে রয়েছে উকিল মার্ক গ্রিয়ারসন। রেঞ্জ থেকে ফিরেছে জিম শেলি। বার্নের সামনে ঘোড়া থামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে জ্যাক আর বার্টিকে দেখছে সে।

'কে গুলি করেছে?' জিজ্ঞেস করল লিনা। গলায় রাগ। 'বাবা ঘুমিয়ে না থাকলে চিন্তিত হয়ে পড়ত।' চোখে অভিযোগ নিয়ে জ্যাককে দেখল মেয়েটা। 'আওয়াজ না করে এসব পরিস্থিতি সামলানো যায় না?'

মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল জ্যাকের। মনে হলো এক্ষুণি ঘোড়ায় চেপে নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরে যায়। বার্টিকে আঙুল তুলে দেখাল ও। কড়া গলায় বলল, 'আমি কি করে বুঝব গাধাটা গুলি করে স্ট্রং বক্স খোলার চেষ্টা করবে? আমি কি সবজান্তা নাকি!'

এতোক্ষণে স্ট্রং বক্সটা লিনার চোখে পড়েছে। ওটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বার্টির দিকে তাকাল সে। এখনও মাটিতে থম মেরে বসে আছে বার্টি। লিনার চোখ জ্যাকের ওপর স্থির হলো।

'ওটা এখানে কেন?'

রুমাল দিয়ে গালের রক্ত মুছতে মুছতে বলল জ্যাক, 'ওটা থেকে দুশো ডলার নিতে চেয়েছিল ছোকরা।'

'দুশো ডলার! কেন?'

'আমার ধারণা করালের সামনে দাঁড়ানো লোকটার কাছে দুশো ডলার দেনা করেছে বার্টি ওয়ার্ডেন। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

বার্টির কাছে গিয়ে উঠতে বলল লিনা, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। এখনও তরুণকে আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।

'ওই লোক তোমার কাছে দুশো ডলার পায়, বার্টি?'

'ও যে সেলুনে কাজ করে তারা পায়।'

'জুয়ায় হেরেছ?'

'শেষের দিকে কপালটা খারাপ যাচ্ছিল আমার।'

'সবসময় হারো তুমি, কিন্তু শিক্ষা হয় না,' বলল লিনা। 'যাও, বাড়ির ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। দেখে মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভাল নেই। এবার আমি তোমার দেনা শোধ করে দেবার ব্যবস্থা করব, কিন্তু মনে রেখো এ-ই শেষ।' উকিলের দিকে তাকাল লিনা। 'মার্ক, তুমি কি ওকে সাহায্য করবে?''

বার্টির হাত ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল উকিল। জ্যাকের দিকে তাকাল লিনা। 'দুশো ডলার শোধ করে দাও।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'আমি নিশ্চিত নই হেনরি ওয়ার্ডেন তা চাইবে।'

'তুমি নিশ্চিত না হলেও আমি নিশ্চিত,' লিনার চেহারা গম্ভীর। 'তর্ক না করে যা করতে বলছি করো।'

'বাহ্!' টিটকারির সুরে বলল জিনি। 'বার্টিকে পটানোর কি ব্যবস্থা! ভেবেছ ওকে দলে টেনে আমার বিরুদ্ধে নিয়ে যাবে?'

বরফ-শীতল চোখে ছোটবোনকে দেখল লিনা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'বাজে কথা বলবে না, জিনি। তুমি ভাল করেই জানো সম্পত্তির লোভ নেই আমার।' কথাটা বলে ঘুরে বাড়ির ভেতর চলে গেল সে।

মাটি থেকে হ্যাট কুড়িয়ে উরুতে বাড়ি মেরে ধুলো ঝাড়ল জ্যাক, ওটাকে আকৃতিতে ফিরিয়ে এনে মাথায় চাপিয়ে মুখে হাত বোলাল। চোয়াল ব্যথা করছে। এবার স্ট্রং বক্স থেকে দুশো ডলার গুনে বের করল, তারপর ডালা বন্ধ করে করালের সামনে দাঁড়ানো লোকটার কাছে গেল।

দেনা শোধ করে ফিরে এলো মারামারির জায়গায়, মাটি থেকে কুড়িয়ে তুলল বার্টির ছুঁড়ে দেয়া কয়েন, তারপর ভরে রাখল স্ট্রং বক্সে। জিনি ওকে কাজটায় সাহায্য করল। ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে এসেছে জিম শেলি, ওদের লক্ষ করছে। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কি?' গলার সুরে তাকে বিরক্ত মনে হলো, কিন্তু জ্যাক যতোটা বিরক্ত বোধ করছে তার ধারেকাছেও না শেলির বিরক্তি।

জিনি যতোটা জানে খুলে বলল। বার্টি যে জ্যাককে তাড়িয়ে এনভিলের ম্যানেজার হতে চেয়েছিল সেটা তার জানা নেই।

'এখন লিনা বার্টির সঙ্গে মিষ্টি আচরণ করছে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে,' বক্তব্যের শেষে বলল জিনি। 'কেন তা জানো? লিনা

নিজের দলে টানতে চাইছে বার্টিকে। ওরা যদি এক হয় তাহলে আমাকে ঠকিয়ে এনভিল কেড়ে নেবে।' মধুর দৃষ্টিতে জিম শেলির দিকে তাকাল। 'তুমি নিশ্চই তা হতে দেবে না, জিম?'

জিম শেলি কোন জবাব দিল না। মুখ খুলল জ্যাক। কাটা কাটা স্বরে বলল, 'এখনই এতো লোভ করছ কেন তোমরা দু'ভাইবোন সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। তোমাদের বাবা এখনও মারা যায়নি।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল জিম শেলির চেহারা, বলল, 'এভাবে কেউ ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কথা বলে না, হান্টার!'

মুখে কিছু বলল না জ্যাক, তবে মনে মনে বলল, 'কিসের ভদ্রমহিলা! ছোটলোক একটা।'

স্ট্রং বক্সটা নিয়ে অফিসে ঢুকল জ্যাক, ক্লান্ত বোধ করছে, বিরক্তি লাগছে অযথা ঝামেলায় জড়াতে হওয়ায়।

পরদিন এড বেইলির কাছ থেকে আরেকটা চিঠি পেল জ্যাক। এক তরুণের হাতে চিঠি পাঠিয়েছে এবার বেইলি। পাঁচ ডলার দিয়ে তরুণকে বিদায় করল জ্যাক, তারপর অফিসে ঢুকে খাম খুলে ভেতরের কাগজটা বের করে চোখ বুলাল।

গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু জেনেছে বেইলি, চিঠিতে লিখেছে যাতে যতো দ্রুত সম্ভব জ্যাক লোড সিটিতে যায়। সাহায্য চাইছে বেইলি।

পঞ্চম লোকটার ব্যাপারে ঘাপলা আছে। জেসন কারডিফ। টের পেয়ে গেছে ও। রাস্তায় বের হলে খুন হয়ে যাব। হোটেল বোনান্যায় লুকিয়ে আছি। যতো দ্রুত সম্ভব লোড সিটিতে এসো।

দেরি না করে জেসিকে ডেকে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে বলে দিল জ্যাক, তারপর হেনরি ওয়ার্ডেনকে চিঠির ব্যাপারে জানাতে গেল।

র‍্যাঞ্চারকে আজকে প্রায় সুস্থ দেখাচ্ছে। বিছানায় নেই সে, চেয়ারে বসে আছে আরাম করে। পরনে বাইরে যাবার উপযোগী পোশাক।

'কি ব্যাপার?' জ্যাককে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'চিন্তিত মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে।'

চিঠিটা র‍্যাঞ্চারের হাতে দিল জ্যাক, তার পড়া শেষ হতে বলল, 'লোড সিটিতে গিয়ে ওকে নিরাপদে বের করে আনতে হবে আমার।'

'হ্যাঁ, যাওয়া উচিত,' সায় দিল বুড়ো ওয়ার্ডেন, 'ও তোমার কাজ নিয়েই লোড সিটিতে গেছে। সাবধানে থেকো। লোড সিটি বাজে একটা শহর। যেকোন কিছু ঘটতে পারে। এই কারডিফ লোকটা সম্ভবত তার নোংরা কাজগুলো ভাড়াটে লোক দিয়ে করায়। সামান্য কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে খুনী ভাড়া করা যায় লোড সিটিতে।'

নড করল জ্যাক। 'আগেও দুয়েকবার লোড সিটিতে গেছি আমি।' চলে যাবার জন্যে দরজার কাছে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক। 'ফিরতে আমার দেরি হতে পারে; তবে ফিরব। চিন্তা কোরো না।'

'তুমিও আমার ব্যাপারে চিন্তা না করে বেইলি আর নিজের কথা ভাবো,' বলল র‍্যাঞ্চার।

লিনা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভেতর। বাইরে থেকেই কথোপকথন শুনেছে কিছুটা। সে বলল, 'আইনের সাহায্য নিতে পারবে না তুমি ওখানে, হান্টার?'

তাকাল জ্যাক। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে লিনা ওয়ার্ডেনকে। বলল, 'আইনের লোকের কাছে মুখ খোলার ঝুঁকি নেব না আমি। লোড সিটির অধিবাসীর বিরুদ্ধে বাইরের লোকদের তারা সাহায্য করবে কিনা সেব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। এটা পরিষ্কার যে এড বেইলি আইনের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। আস্থা রাখতে পারলে

আমাকে যেতে বলত না।'

'সাবধানে থেকো।'

'অবশ্যই, মিস ওয়ার্ডেন,' বলে ঘরের বাইরে পা রাখল জ্যাক, র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বুড়ো জেসি ওর ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে। উত্তরদিক থেকে এক অশ্বারোহী আসছে দেখল। সম্ভবত ভ্যালিডো থেকে আসছে। এখনও আধ মাইল দূরে, আসছে ধীরেসুস্থে। কূক শ্যাকে ঢুকল জ্যাক। এখানে চিঠি নিয়ে আসা তরুণকে থাকতে বলেছে ও।

ছেলেটা টেবিলে বসে আছে। খাচ্ছে গোগ্রাসে। উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসল জ্যাক।

'নাম কি তোমার, বাছা?'

'বিলি ম্যাসন।'

'এড বেইলি কিভাবে তোমার হাতে চিঠিটা দিল, বিলি?'

খাওয়ার ফাঁকে বলল তরুণ, 'এড বেইলি যে হোটেলে উঠেছে সে হোটেলের নাইট ক্লার্ক আমার বাবা। বাবার সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে মিস্টার বেইলির। বলছিল শহরের কিছু গুণ্ডা তাকে মেরে ফেলতে চাইছে, বাইরে থেকে সাহায্য দরকার তার। আমার বাবা তাকে বলল যে আমাকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারে সে। তাই করল মিস্টার বেইলি। বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছিল সে।'

'আমি যাব ওকে সাহায্য করতে।'

'তাহলে আমার সঙ্গেই যেতে পারবে।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'অন্তত ষাট মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ তুমি। বিশ্রাম নাও এখানে। আমার সঙ্গে ক্লান্ত শরীরে তাল মেলাতে পারবে না। তাছাড়া দ্রুত যাওয়ার জন্যে পাহাড়ী পথ ব্যবহার করব আমি, পাহাড় ঘুরে যাব না।'

এক কাপ কফি নিল জ্যাক, কূকের কাছ থেকে কিছু বিস্কুটও নিল খিদে পেলে খাবে বলে। লোড সিটিতে পৌঁছোতে অনেক

সময় লাগবে। কফি মাত্র শেষ করেছে এমন সময় দরজায় উদয় হলো বুড়ো জেসি। 'আগন্তুক এসেছে। আইনের ব্যাজ পরা।'

বাইরে বেরিয়ে এলো জ্যাক। লোকটা মাত্র উঠানে ঢুকছে। লম্বা লোক, পেটানো শরীর। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। নিজের ঘোড়াটার দিকে পা বাড়িয়ে লোকটার উদ্দেশে হাত নাড়ল জ্যাক, চিনতে পেরেছে। জ্যাক স্যাডলে ওঠার পর আগন্তুক বলে উঠল, 'খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে, হান্টার? যাচ্ছ কোথায়?'

'লোড সিটি, হ্যানলন। জরুরী কাজ।'

'ভ্যালিডোতে শুনলাম তুমি নাকি এনভিলের দায়িত্বে আছো? আমি যদি ভুল শুনে না থাকি তাহলে তোমার বরং কিছু সময় দেয়া দরকার আমাকে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল জ্যাক, অধৈর্য বোধ করছে। ম্যাট হ্যানলন ইউ এস ডেপুটি মার্শাল। দুয়েকটা কাজে একসঙ্গে ছিল ওরা। মোটামুটি ভাল সম্পর্ক আছে জ্যাকের সঙ্গে।

'কি ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক, এড বেইলির জন্যে চিন্তিত বোধ করছে।

শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল হ্যানলন। 'কোর্টের অর্ডার। হেনরি ওয়ার্ডেনের প্রতি। শুনেছি সে অসুস্থ। খারাপ সংবাদ দেয়া যাবে তাকে?'

হ্যানলনের মানবিকতা আগের মতোই আছে, ভাবল জ্যাক, মুখে বলল, 'নির্ভর করে খবরটা কতোটা খারাপ তার ওপর।'

'কিছু লোক টেরিটোরিয়াল জাজের কাছে অভিযোগ করেছে যে হেনরি ওয়ার্ডেন তাদের কাজে বাধা প্রদান করবে বলে তারা আশঙ্কা করছে। আগামী সপ্তাহে উপত্যকায় লোক পাঠাবে তারা রেলরোডের সম্ভাবনা যাচাই করতে। তাদের খেদিয়ে দিতে পারে ওয়ার্ডেনের লোক।'

'ঝামেলা হবার আগেই তাদের এই আশঙ্কার কারণ?'

হাসল হ্যানলন, দাড়ি নড়ে উঠল। 'আগেও কয়েকজন লোক এসেছে উপত্যকায়, উইনচেস্টারের গুলি ছুঁড়ে ভাগানো হয়েছে তাদের।'

'আমার তেমন কিছু জানা নেই। আমি আসার আগের ঘটনা হয়তো।' হাত বাড়িয়ে দিল জ্যাক। 'কাগজটা আমার কাছে দাও। সময় মতো আমি পৌঁছে দেব হেনরি ওয়ার্ডেনের কাছে।'

'ওয়ার্ডেনের ম্যানেজারের কাজ করছ তাহলে এখনও?'

'হ্যাঁ।'

'বলছ কাগজটা এখনই দেবার তুলনায় সে অনেক বেশি অসুস্থ?'

হাসছে দু'জনই। আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাক। ওর হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিল হ্যানলন।

'বস্ একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে দেব এটা,' বলল জ্যাক। 'কথা দিচ্ছি পর্যবেক্ষণ করতে আসা ক্রুদের বিরক্ত করা হবে না এবার।' কাগজটা পকেটে রেখে দিল ও, তারপর বলল, 'অনেক দূর থেকে এসেছ, ফিরতি পথ ধরার আগে কূকশ্যাকে গিয়ে খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম সেরে নাও।' মার্শালকে মাথা দোলাতে দেখে যোগ করল, 'আমি যাচ্ছি তাহলে।'

মার্শালকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখল ও, তারপর এগিয়ে চলল নিজে। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে দূরে সরার পর ঘোড়ার গতি বাড়াল। দক্ষিণ-পুবে চলেছে খোলা জমির ওপর দিয়ে। এক ঘণ্টা পর পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল ও। এখানেই হারকিন্সদের ঠেকিয়েছিল জ্যাক। আরও দু'ঘণ্টা পর উঁচু পাহাড়ী খাদের কাছে চলে এলো। এদিক দিয়েই এনভিলের দিকে যাচ্ছিল হারকিন্সদের গরুর পাল। পাহাড়ী খাদে ঢোকার পর ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে থামল ও। ঘোড়া থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরাল। মাথা থেকে এড বেইলির চিন্তা দূর করতে পারছে না। লোকটা

হোটেলে আটকে বসে আছে। ভয় পাচ্ছে রাস্তায় বের হলে খুন হয়ে যাবে।

আগে হোক পরে হোক হোটেলে ঢুকেই কাজ সারা হবে। ছোটখাটো মানুষটার জন্যে ভয় পাচ্ছে না শুধু জ্যাক, অনুশোচনাও হচ্ছে। এখন বুঝতে পারছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেছে বেইলি, তাকে ওই খনি-শহরের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠানো একদম ঠিক হয়নি।

পাসের মাঝ পর্যন্ত যাওয়ার পর সময় বাঁচাতে ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত একটা অস্পষ্ট ট্রেইল ধরল ও। সন্ধের সময় পাহাড় পেরিয়ে টিলাসারির কাছে একটা ঝর্নার ধারে থামল। এই জায়গাটা আর্মিতে যখন স্কাউট ছিল তখন আবিষ্কার করেছিল। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল ঘাস পানি খেতে। নিজেও বিশ্রাম নিল, বিস্কুট দিয়ে সারল রাতের খাওয়া। তারপর রওনা হলো আবার। রাত একটু বাড়তে পৌঁছে গেল সমতল ভূমিতে। এবার ভ্যালিডো থেকে স্যান মারকোস ছুঁয়ে লোড সিটিতে যাওয়ার ট্রেইলে পড়ল। এক মাইল দূর থেকে দেখতে পেল হলদে বাতি, একটা জানালা গলে আসছে। সন্তুষ্টি বোধ করল জ্যাক। পাহাড় পেরিয়ে যেখানে পৌঁছোতে চেয়েছে প্রায় সেখানেই পৌঁছেছে। দূরের ওই আলোটা রক ক্রীক স্টেজ স্টেশন।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল ও। উঠানে একটা ছয় ঘোড়া টানা ওয়্যাগনে হার্নেস লাগাচ্ছে স্টেশন এজেন্ট অ্যাল হিবনার এবং তার মেক্সিকান সহকারী পারলো। দু'জনকেই চেনে জ্যাক। হাসিখুশি মানুষ দু'জনই, শান্তি আর নির্জনতা প্রিয়।

'কি খবর, অ্যাল?' উঠানে ঢুকে জিজ্ঞেস করল জ্যাক, 'কোন্‌দিকে যাবে স্টেজ?'

জ্যাককে দেখে চওড়া হাসল অ্যাল হিবনার। 'দক্ষিণ।'

'রওনা হবে কখন?'

'সময় মতো দড়িদড়া লাগাতে পারলে আর দশ মিনিট।'

'তাহলে নতুন ঘোড়া ধার না নিয়ে আমি বরং স্টেজই ধরব,' বলল জ্যাক। 'আমার ঘোড়াটা এখানে রাখা যাবে না?'

'নিশ্চই! করালে ছেড়ে দাও। কফি স্টোভের ওপর পাবে।'

ঘোড়াটা রেখে অ্যাডোবির তৈরি বাড়িটায় ঢুকল জ্যাক। আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওর দু'পা। কোমরে ব্যথা করছে। স্টোভের ওপর থেকে কেতলি নামিয়ে একটা মগে কফি ঢালল জ্যাক, চুমুক দিল ধোঁয়া ওঠা কফিতে আরাম করে। বাইরে কাজ করছে হিবনার আর পাবলো। ঠিক সময়েই স্টেজ তৈরি হয়ে গেল যাত্রার জন্যে।

চার ঘণ্টা পর লোড সিটিতে পৌঁছোল জ্যাক স্টেজ চেপে। ওকে এবং আরও তিনজন যাত্রীকে সিলভার স্ট্রীটে নামিয়ে দিল ড্রাইভার, তারপর চলে গেল স্টেজ স্টেশনের দিকে। মাঝ রাত হয়ে গেছে, কিন্তু শহরটা এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি। বোনান্যা হোটেলে যাবার পথে বেশ কয়েকটা সেলুন, ড্যান্স হল আর রেস্তোরাঁ পাশ কাটাল জ্যাক। প্রতিটা জায়গাতেই ভিড় দেখল। তবে হোটেলটা শান্ত, মৃদু আলোকিত লবিতে কাউকে দেখতে পেল না। কাউন্টারের বেলটা বাজাল জ্যাক। একটু পর কোত্থেকে যেন এসে হাজির হলো একজন ক্লার্ক।

'জ্বী, স্যার? রুম লাগবে?'

'তোমার নাম কি ম্যাসন?'

'জ্বী, স্যার।' ছোটখাটো মানুষ সে। টাক মাথা। দেখতে প্রায় এড বেইলির মতোই। হাসিখুশি। সেকারণেই সম্ভবত বেইলির সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। 'আমি উইল ম্যাসন। তুমি কি...?'

'জ্যাক হান্টার।'

ম্যাসনের চেহারায় কালো মেঘ ঘনাল। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে তোমার, মিস্টার হান্টার। আজকে সন্ধেয় ওরা বেইলিকে

মেরে ফেলেছে।'

এই ভয়টাই পাচ্ছিল জ্যাক। সেজন্যে মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। কিন্তু তারপরও প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল যেন। এড বেইলিকে পছন্দ করত ও। সত্যিকার বন্ধু ছিল ওর। জীবনে সত্যিকার বন্ধু খুব কমই পায় মানুষ। বেইলির অভাব বোধ করবে ও। খারাপ লাগছে ভেবে যে ওর কাজ করতে গিয়ে মারা গেছে বেচারা। বিপদের মুহূর্তে সাহায্য চেয়েছিল মানুষটা। কিন্তু এখন সমস্ত সাহায্যের বাইরে চলে গেছে। আর কখনও ফিরবে না। মনটা শক্ত করল জ্যাক। ওর বুক চিরে বেরিয়ে এলো মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

এগারো

'কিভাবে ওরা খুন করেছে ওকে, ম্যাসন?'

নিজের কানেই কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাল জ্যাকের। গম্ভীর, তিক্ত, বিষণ্ন। দুঃখবোধে ছেয়ে গেছে ওর অন্তর, কিন্তু একটু পরই সেজায়গা দখল করল তীব্র ক্ষোভ আর রাগ। হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দেখে নেবার অদম্য ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। থমথমে চেহারায় উইল ম্যাসনের মুখে শুনল ও কিভাবে কি ঘটেছে।

সাপারের জন্যে ডাইনিং রূমে নেমে এসেছিল এড বেইলি। সাপার সারার পর ডেস্কের সামনে থামে সে, এক বোতল হুইস্কি আর পড়ার মতো কিছু চায় ম্যাসনের কাছে। নিগ্রো পোর্টার স্যাম

উইটেকারকে তার ঘরে পাঠায় ম্যাসন হুইস্কির বোতল আর কাগজ দিয়ে। দরজায় টোকা দিয়েও কোন সাড়া পায়নি স্যাম। শেষে নিচে নেমে আসে ডুপ্লিকেট চাবির জন্যে। পরে বেইলির ঘরের তালা খুলে দেখে মেঝেতে পড়ে আছে বেইলি। মৃত। কে যেন তার গলা দু'ফাঁক করে দিয়েছে।

'সারা মেঝে রক্তে ভরে ছিল,' শেষে বলল ম্যাসন। শিউরে উঠল। 'ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য।'

'আইনের লোকদের ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ। দেরি না করে স্যামকে পাঠাই মার্শালের কাছে।'

'সে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছোল?'

'খুনী পেছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢোকে। রান্নাঘর পার হয়ে পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় যায়। ওই সিঁড়িটা শুধু স্যাম আর কাজের বুয়া ব্যবহার করে। মার্শালের ধারণা খুনী জানত কোন্ ঘরে বেইলি আছে। সেঘরের চাবিও ছিল তার কাছে। নকল চাবি যোগাড় করা লোড সিটিতে কোন ব্যাপারই নয়। বেইলি সাপার খেতে নামার পর ঘরে অপেক্ষা করছিল খুনী। বেইলি ঘরে ঢুকতেই খুন করে নিরাপদে সরে পড়েছে।'

'মার্শালের নাম কি, ম্যাসন?'

'হ্যারি ট্যাবার।'

'ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'রাত অনেক হয়েছে, এখন ওকে পাবে তুমি ফ্রিসকো প্যালেসে। পোকারের দারুণ নেশা তার। রাতে শহর একটু শান্ত হলেই খেলতে বসে যায়।'

নড করল জ্যাক, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

পেছন থেকে ডাকল ম্যাসন। 'এক মিনিট, মিস্টার হান্টার।'

অফিসে গিয়ে ঢুকল লোকটা। ডেস্কের কাছে ফিরে এলো

জ্যাক। অফিস থেকে বের হলো ম্যাসন, জ্যাকের হাতে একটা বন্ধ খাম ধরিয়ে দিল।

'এড দিয়েছিল। বলেছিল তার কিছু হয়ে গেলে এটা যাতে আমি তোমার হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই মারা যাবে। হোটেলেও ওর ওপর আক্রমণ আসতে পারে, বলেছিল আমাকে।'

খাম ছিঁড়ে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল জ্যাক। ভাঁজ খুলে দেখল ওটা একটা ওয়ান্টেড পোস্টার। জ্যাকব কারবো-এর নামে। ক্যানসাসের জেফারসন কাউন্টির শেরিফ এফ এক্স মিলবার্ন ওয়ান্টেড পোস্টারটা ইস্যু করেছে। কারবোকে ধরার ব্যাপারে তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। রেলরোডের নাম করে অসংখ্য লোকের টাকা মেরে পালিয়ে যাবার অভিযোগ আনা হয়েছিল লোকটার বিরুদ্ধে। পোস্টারে চতুর লোকটার দৈহিক আকৃতির বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে আছে একটা ছবি।

'এড এটা কোথায় পেয়েছিল জানো, ম্যাসন?'

'ওয়েল্‌স্ ফারগো এজেন্ট গাস উইলারের কাছে। আগে গাস স্পেশাল এজেন্ট ছিল। বছর কয়েক আগে মারাত্মক আহত হয় সে। সেই থেকে লোকাল অফিস চালাচ্ছে। এখনও পুরোনো অভ্যেস মতো চোর-ডাকাতদের পোস্টার সংগ্রহ করে সে।'

ভ্রূ কুঁচকে ছবিটা ভাল করে দেখল জ্যাক। অস্পষ্ট ছবি। বাজে প্রিন্টিং। তা সত্ত্বেও চেহারাটা ভালই বোঝা যাচ্ছে। প্রশান্ত একটা ভাব চেহারাতে। গালে বড় বড় জুলফি। লোকটাকে যাজক হিসেবেও বেমানান লাগবে না, ভাবল জ্যাক। ঝড়ের গতিতে কাজ করছে ওর মস্তিষ্ক। জ্যাকব কারবো—জেসন কারডিফ। নকল নাম যারা ব্যবহার করে তাদের অনেকেই আসল নামের কাছাকাছি নাম নিয়ে আনন্দ পায়।

'জেম্সন কারডিফকে তুমি চেনো, ম্যাসন?'

'দুয়েকবার দেখেছি। লোড সিটির নামীদামী প্রভাবশালী লোক সে। এখন লোড সিটি থেকে ভ্যালিডো পর্যন্ত রেলরোড নেয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত। আপাতত ক্রেতাদের কাছে স্টক বিক্রির চেষ্টা করছে। অনেকেই স্টক কিনছে।'

পকেটে রেখে দেয়ার আগে ছবিটা দেখাল ম্যাসনকে জ্যাক। 'ছবির লোকটা কি কারডিফের মতোই দেখতে?'

'এড তাই ভাবত। আমার অবশ্য মোটেই একরকম মনে হয়নি। বড় জুলফি নেই কারডিফের। গোঁফ আছে। হাসিখুশি মানুষ, ছবির লোকটার মতো বিষণ্ন চেহারার লোক নয় সে।'

'মার্শালের সঙ্গে কথা বলে দেখি,' বলে ক্লার্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো জ্যাক, মনে মনে ভাবছে এড বেইলির ধারণা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি। স্টুডিয়োতে ছবি তুললে মানুষ সাধারণত গম্ভীর চেহারায় তোলে, ফলে বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক লাগে দেখতে। তাছাড়া দীর্ঘ জুলফিও বয়স বেশি মনে হওয়ার একটা কারণ।

ফ্রিসকো প্যালেস অত্যন্ত সাজানো গুছানো সেলুন, অনেকটা টুম্বস্টোনের ক্রিস্টাল প্যালেসের মতোই অভিজাতদের অবসরকালীন আস্তানা। কোটের ওপর রূপালী তারা দেখে মার্শাল ট্যাবারকে চিনতে পারল জ্যাক। বিল হিককে যারা অন্ধের মতো অনুকরণ করে তাদেরই একজন মার্শাল ট্যাবার। দুটো অস্ত্র ঝুলিয়েছে, পরনে দামী পোশাক, যত্ন করে বড় করা গোঁফ, কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ চুল। ঘরের শেষ প্রান্তে যে চারজন পোকার খেলছে তাদেরই একজন সে। ঠোঁটে সিগার ঝুলছে, ডান হাতে ধরা আছে হুইস্কির গ্লাস।

একটা দান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জ্যাক, তারপর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু কথা ছিল তোমার সঙ্গে,

মার্শাল।'

ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে মদে চুমুক দিল ট্যাবার। গ্লাসটা খালি করে জ্যাককে দেখল আপাদমস্তক, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপারে কথা, শুনি?' তাকে দেখে কৌতূহলী মনে হলো না।

'বোনান্যা হোটেলে যেলোকটার গলা দু'ফাঁক করে খুন করা হয়েছে তার ব্যাপারে।'

'বলো, শুনছি।'

'তোমাকে দেয়ার মতো কিছু তথ্য আছে আমার হাতে।'

'তাহলে সকালে বোলো। এখন আমি ডিউটিতে নেই।'

'ল-ম্যানদের ছুটি বলে কিছু থাকে না, মার্শাল।'

'আচ্ছা?' বেঁটে দেয়া তাস হাতে তুলে নিল ট্যাবার। 'আগে তো কখনও একথা শুনিনি!'

'ধরো আমি যদি বলি আমিই লোকটাকে এড বেইলিকে খুন করেছি?'

ঝট করে মাথা উঁচু করে তাকাল মার্শাল, চোখের দৃষ্টি বরফের মতো শীতল। 'উদ্দেশ্যটা কি তোমার, আগন্তুক?'

'নামটা আমার জ্যাক হান্টার,' বলল জ্যাক চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে। 'নামটা হয়তো আগেও শুনে থাকবে। বেশ কিছুদিন আইনের কাজ করেছি আমি। এড বেইলি আমার বন্ধু ছিল। কথা কি এখানেই হবে, নাকি অফিসে যাবে তুমি?'

হাত থেকে তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের টাকাগুলো পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল ট্যাবার। জ্যাকের সমানই হবে সে দৈর্ঘ্যে, কিন্তু মোটা হয়ে যাচ্ছে। ভুঁড়িটা বেশ ঠেলে উঠেছে, গানবেল্টের ওপর দিয়ে উপচে পড়ছে।

জ্যাক বুঝতে পারছে অযথা সময় নষ্ট হবে, তবুও অফিসে যাবার পর মার্শালকে ও খুলে বলল এড বেইলি লোড সিটিতে কি কাজ করতে এসেছিল। কথা শেষে ওয়ান্টেড পোস্টারটা মার্শালের

হাতে দিল ও। ছবিটা দেখে মাথা নাড়ল ট্যাবার, জানাল লোকটাকে সে আগে কখনও দেখেনি। পোস্টারটা সে ড্রয়ারে রেখে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে নিল জ্যাক। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ট্যাবারের।

কাগজটা পকেটে রেখে জ্যাক বলল, 'পাঁচশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, সংগ্রহ করছ না কেন তুমি?'

'তুমি পাগলের মতো কথা বলছ, হান্টার। আমি শপথ করে বলতে পারি, জেসন কারডিফ কিছুতেই জ্যাকব কারবো হতে পারে না। তবু তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তার সঙ্গে কথা বলব আমি। আগে সে টুম্বস্টোন থেকে ফিরুক।'

'টুম্বস্টোনে কবে গেছে সে?'

'গতকাল।'

'তুমি নিশ্চিত জানো যে সে ওখানে গেছে?'

'ওয়েলকাম ক্যাফে থেকে নাস্তা সেরে বের হবার সময় তাকে স্টেজে উঠতে দেখেছি। তুমি যদি মনে করো তোমার বন্ধুকে সে খুন করেছে তাহলে মস্ত ভুল করছ তুমি। বেইলির পকেট খালি করে সমস্ত কিছু নিয়ে গেছে খুনী। পরিষ্কার বোঝা যায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন করা হয়েছে। চতুর লোক, কাজে কোন খুঁত রাখেনি। বোঝোই তো, খনি-শহরে এধরনের খারাপ লোকের অভাব থাকে না।'

মার্শালকে নিজের কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা বাদ দিল জ্যাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি নিজেই কারডিফের সঙ্গে কথা বলব। ভাল কথা, বেইলির লাশ কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? সম্মানের সঙ্গে ওকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে চাই।'

'আন্ডারটেকারের নাম ফ্লাই ওয়াটসন,' জানাল ট্যাবার। 'তার অফিসে দেহটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাউন্টির খরচে লাশটা কবর দিতে হবে ভেবেছিল ওয়াটসন, কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে

খরচাপাতি দেবে, সেক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে বেইলিকে কবর দেয়া সম্ভব।'

দরজার কাছে চলে গিয়েও ফিরে তাকাল জ্যাক, আবার একবার বলল, 'পাঁচশো ডলার পুরস্কার। ইচ্ছে করলে টাকাগুলো তুমি পেতে পারো।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না,' বিরক্ত গলায় জবাব দিল মার্শাল।

পরদিন শহরের বাইরে ভদ্রলোকদের জন্যে সংরক্ষিত কবরস্তানে এড বেইলিকে কবর দিল জ্যাক, সমস্ত খরচ বহন করল। অন্তরে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে ওর সর্বক্ষণ। *শোধ, প্রতিশোধ নিতে হবে।*

দুপুরে মার্শাল ট্যাবারের সঙ্গে আবার আলাপ হলো ওর। ট্যাবার জানাল খুনের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে সে। ডুপ্রেস নামের নিউ অরলিন্স থেকে এখানে আসা এক লোক গতকাল হঠাৎ করেই তার চাকরিদাতাকে কিছু না জানিয়ে শহর ছেড়েছে। ছুরিতে হাত চালু বলে লোকটার নাম ছিল। একটা ড্যান্স হলে গোলমাল সামলানোর কাজ করত। ট্যাবারের ধারণা ওই লোকই আসলে খুনী। জানাল টুম্বস্টোনের শেরিফকে ডুপ্রেসের ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে খবর পাঠাবে সে।

তার দরকার হলো না, আসলে শহর ছাড়েনি ডুপ্রেস, ভাঁওতা দিয়ে চলে যাবার ভান করেছে কেবল।

রাতে হোটেলে ফিরছে জ্যাক, অন্ধকার একটা কানা গলি থেকে গুলি করা হলো ওকে লক্ষ্য করে। মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট, ঠক করে গাঁথল একটা সেলুনের কাঠের দেয়ালে। ঝাঁপ দিয়ে বোর্ডওয়াকে পড়ল জ্যাক, কখন ড্র করেছে নিজেও বলতে পারবে না। গুলি করল প্রতিপক্ষের আগুনের ঝিলিক লক্ষ্য করে। গুলির শব্দের পরপরই তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার শুনতে

পেল। দৌড় দিল জ্যাক গলির দিকে। শেষ মুহূর্তে এক পাশে সরে উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকারে আরও অন্ধকার একটা আকৃতি দেখতে পেল, পড়ে আছে মাটিতে।

গোলাগুলির আওয়াজে লোকজন ছুটে আসছে। জ্যাককে প্রায় ঘিরে দাঁড়াল সবাই। মার্শাল আসার আগ পর্যন্ত কেউ গলির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল না।

জ্যাকের মুখে হামলার কথা শুনে গলির ভেতর কে আছে জানতে চাইল মার্শাল চিৎকার করে। কেউ জবাব দিল না। কয়েকবার ডাকার পরও কোন সাড়া না পাওয়ায় সাহস করে ভেতরে ঢুকল মার্শাল। পড়ে থাকা দেহটার সামনে থেমে ম্যাচের কাঠি জ্বালল। ততোক্ষণে তাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকেছে কয়েকজন। দুটো লণ্ঠনও নিয়ে আসা হলো। আলোকিত হয়ে গেল গলিটা। জ্যাকের দিকে গম্ভীর চেহারায় তাকাল মার্শাল, হৃৎপিণ্ডে গুলি খাওয়া লাশটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'ডুপ্রেস। এড বেইলির খুনীকে পেয়ে গেছ তুমি।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল জ্যাক, খুনীকে শেষ করেছে ও, কিন্তু খুনীকে খুন করতে যারা ভাড়া করেছে তারা এখনও ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। আনন্দিত বোধ করার কোন কারণ নেই।

সেলুনের দেয়ালে গুলির ফুটো দেখাল ও মার্শালকে। লোকটার অস্ত্রের একটা গুলি খরচ হয়েছে কেবল। ব্যাপারটা স্রেফ আত্মরক্ষা সেটা প্রমাণ হতে আর দেরি না করে হোটেলে ফিরল জ্যাক, ক্লান্তি বোধ করছে, মনে হচ্ছে আসল কাজে কিছুই এগোতে পারেনি ও।

দ্বিতীয়দিন সকাল সাতটেয় স্টেজে চেপে লোড সিটি ছাড়ল জ্যাক, সর্বক্ষণ ভাবছে। খুনটা কারও না কারও নির্দেশে করা হয়েছে। ওর দরকার সেই লোকটাকে, যে আসলে দায়ী। জেসন কারডিফ। কারডিফের ব্যাপারে শীঘ্রি ব্যবস্থা নেবে ঠিক করে

ফেলেছে জ্যাক। মাথায় ঘুরছে একটা পরিকল্পনা। সুযোগ মতো সেটা বাস্তবায়ন করবে।

রক ক্রীক স্টেশনে স্টেজ থেকে নামল ও, দেরি না করে চলে গেল বার্নে। নিজের ঘোড়াটায় স্যাডল চাপিয়ে হিবনারের ঘরে বসে দ্রুত সেরে নিল দুপুরের খাবার, আলাপ সারল হিবনারের সঙ্গে, তারপর রওনা হয়ে গেল এনভিলের পথে। এবারও পাহাড়ী পথে ইন্ডিয়ানদের ট্রেইল অনুসরণ করে চলেছে।

রাত নামার বেশ পরে এনভিলের আলো নজরে এলো ওর। জানালাগুলো দিয়ে হলদে আলোর আভা বেরিয়ে আসছে। ওর মনে হলো যেন বাড়িতে ফিরছে। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। এই বিলাসবহুল র‍্যাঞ্চ ওর নিজের জায়গা নয়, ওর নিজের বলতে ছোট্ট একটা কেবিন আর শ'চারেক গরু—এছাড়া দুনিয়াতে ওর আর কিছুই নেই।

ক্লান্ত ঘোড়াটা জেসি উইলসনের হাতে দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল জ্যাক, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে সদর দরজায় নক করল। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে দরজায় ঠেলা দিল। খুলে গেল দরজা। হলওয়ের লণ্ঠন জ্বলছে। হেনরি ওয়ার্ডেন নেই, তবে তার তিন ছেলে-মেয়ে পার্লারে বসে আছে। তাদের সঙ্গে মার্ক গ্রিয়ারসনকেও দেখতে পেল। সে আর জিনি একটা টেবিলের দু'পাশে বসে ক্রিবেজ খেলছে। একটা লাউঞ্জ চেয়ারে বসে আছে বার্টি, মেঝেতে উল্টো করে রাখা একটা হ্যাটের ভেতর হাতের তাস একটা একটা করে ফেলার চেষ্টা করছে। বেশির ভাগই বাইরে পড়ছে। জ্যাকের টোকা শুনে চেয়ার থেকে উঠেছে লিনা, এমব্রয়ডারি করছিল, এখনও কাপড়টা তার হাতে ধরা।

অপূর্ব করে সাজানো ঘরটার দরজার কাছে থেমে দাঁড়াল জ্যাক, মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে লিনাকে সম্মান জানাল। এখন ওর মোটেও মনে হচ্ছে না বাড়ি ফিরেছে। ওর মতো খেটে খাওয়া

লোক এতো বিলাসের মাঝে একেবারেই বেমানান।

'ফিরেছ তাহলে,' বলল লিনা, কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বস্তির আভাস। নিজেও তা বুঝেছে মেয়েটা, যোগ করল, 'নিরাপদেই আসতে পেরেছ দেখছি?'

'তোমার বাবা কেমন আছে, ম্যাম?'

হাসল লিনা, চেহারাটা ঝলমল করে উঠল। 'আজকে দু'বার উঠে হাঁটাহাঁটি করেছে বাবা। সকালে আর বিকেলে। বলছিল আগামীকাল নিচে নামবে। আমি অবশ্য তা দেব না করতে।...এড বেইলিকে নিরাপদে নিয়ে এসেছ?'

ঘরে উপস্থিত বাকি তিনজন জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে। বার্টির চোখ থেকে ঝরছে ঘৃণা। জিনির চোখে রাগ। গ্রিয়ারসন তাকিয়ে আছে কৌতূহল নিয়ে।

আস্তে করে মাথা নাড়ল জ্যাক। 'বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে আমার। খুন হয়ে গেছে ও।'

'কি ভয়ঙ্কর!' দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল লিনা। 'আমি সত্যি দুঃখিত, হান্টার। তবে নিজেকে তোমার দায়ী ভাবা উচিত নয়।' মনে হলো খোলা বইয়ের মতো করে সহজেই জ্যাকের মনটা পড়ছে মেয়েটা। 'কাজটায় ওর মৃত্যুর ঝুঁকি আছে সেটা জানার কোন উপায় ছিল না তোমার।'

'আমার আঁচ করতে পারা উচিত ছিল। রেলরোডের উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় অনেক টাকা জড়িত থাকে, ঝুঁকি থাকে। সেটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল।'

তাস ফেলে টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এলো গ্রিয়ারসন। 'তুমি কি বলতে চাও রেলরোডের উদ্যোক্তা ভদ্রমহোদয়দের হাত আছে তোমার পাঠানো গোয়েন্দা খুন হয়ে যাওয়ার পেছনে?' ট্যারা প্রশ্ন নয় এটা, স্রেফ হালকা বিস্ময় প্রকাশ পেল উকিলের কণ্ঠস্বরে।

'ওদের অন্তত একজনের হাত অবশ্যই আছে.' পকেট থেকে

পোস্টারটা বের করে বলল জ্যাক। ওটা উকিলের হাতে ধরিয়ে দিল। 'এই লোকটার হাত আছে।'

জ্যাক আশা করেছিল নির্বিকার থাকবে উকিলের চেহারা। জেসন কারডিফের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত হয়ে থাকলে এটাই হওয়া উচিত লোকটার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু উকিলের চেহারায় নগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠল।

'আরে! লোকটাকে দেখে তো জেসন কারডিফ বলেই মনে হচ্ছে! বর্তমানের চেহারার সঙ্গে অবশ্য ততোটা মিল নেই, কিন্তু মিল নেই তা বলা যাবে না। নাম দুটোও কাছাকাছি।' পোস্টারটা জ্যাককে ফিরিয়ে দিল সে, সুদর্শন চেহারা পোস্টারের লোকটার ছবির মতোই বিষণ্ন। 'এমনও হতে পারে যে লোড সিটি থেকে ভ্যালিডো পর্যন্ত রেলরোড বসানোর যে কথাবার্তা চলছে আসলে সেসব পুরোদস্তুর ঠগবাজি। কারডিফই কিন্তু উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান।'

জ্যাক কিছু বলল না, উকিলের প্রতিক্রিয়ায় অবাক হয়েছে। লিনার কথা শুনে ওর ধারণা হয়েছিল আসলে গ্রিয়ারসন রেলরোডের পক্ষে কাজ করছে।

'অনেক মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবার আগেই ঠেকাতে হবে ওদের,' বলল গ্রিয়ারসন ভ্রূ কুঁচকে। 'আরও যে চারজন উদ্যোক্তা আছে তাদের সতর্ক করে দিতে হবে আমার। সম্মানী নাগরিক তারা। ইতিমধ্যেই তারা টাকা বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে।' ক্লান্ত হাসল গ্রিয়ারসন। 'আমিও কিছু টাকা বিনিয়োগ করেছি। আটশো ডলার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে হেনরি ওয়ার্ডেন আমার কথা শুনে রেলরোডের পেছনে টাকা ঢালেনি!' জিনির দিকে তাকাল সে। 'আমাকে লোড সিটিতে যেতে হবে। চেষ্টা করে দেখব নিজের টাকা উদ্ধার করতে পারি কিনা। এখনই রওনা হয়ে গেলে সকালে ভ্যালিডো থেকে রওনা হওয়া স্টেজটা ধরতে পারব।'

জিনির উদ্দেশে সামান্য হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে দ্রুত পায়ে।

জ্যাক লিনাকে বলল, 'মিস ওয়ার্ডেন, তোমার বাবাকে যখন রেলরোডের খবর দেবে তখন জানিয়ো না এড বেইলি মারা গেছে। শরীরের এই অবস্থায় খারাপ কোন খবর না দেয়াই ভাল।'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল লিনা।

বার্টি বলে উঠল, 'এখন আর রেলরোড আমাদের অর্ধেক জমি নিয়ে নেবে সে-ভয় নেই, কিন্তু এখনও আমরা তোমার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি, হান্টার। এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আর বেশিদিন নয়,' বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলো জ্যাক।

উঠান পার হয়ে কূকশ্যাকের দিকে পা বাড়াল ও, দেখল আলো জ্বলছে ঘরে। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে একটু দূরে ছোট একটা অ্যাডোবি বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকে কূক, সেখানেই এখন লোকটাকে পাওয়া যাবে।

কূকশ্যাকে নিশ্চয়ই জেসি আছে, সবার খাওয়া শেষে বেঁচে যাওয়া খাবার জড়ো করছে জ্যাকের জন্যে।

জ্যাক ঢুকতেই বলল, 'ভাবলাম তোমার হয়তো খিদে লেগেছে। বাবুর্চি হিসেবে ভাল নই আমি, কিন্তু কথা দিতে পারি আমার দেয়া খাবার খেয়ে বিষক্রিয়া হবে না তোমার।'

'যা দেবে তাই খাবো,' বলে বেঞ্চিতে বসে পড়ল ক্লান্ত জ্যাক। বিশেষ করে পশ্চাদ্দেশ ব্যথা করছে ওর দীর্ঘ সময় ঘোড়ায় চেপে। বুঝতে পারল না বয়স বাড়ছে বলেই এমন লাগছে, না বার্টি ওয়ার্ডেনের লাথির কারণে শরীর দুর্বল ঠেকছে।

বাসনে করে খাবার দিল জেসি, একটা মগে করে গরম কফি। দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল গ্রিয়ারসন, হাতে একটা ব্যাগ। জেসিকে বলল, 'আমার বাকবোর্ডটা তৈরি, জেসি?'

'এতো রাতে তুমি ভ্যালিডোতে ফিরবে, মিস্টার গ্রিয়ারসন?'

'জরুরী কাজ, জেসি।'

জ্যাক বলল, 'লোড সিটিতে তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, গ্রিয়ারসন। লোক ভাড়া করে খুন-খারাপি করছে কারডিফ। তোমাকেও খুন করে ফেলতে পারে। তোমার উচিত হবে অন্য চার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলা। কারডিফকে ঘাঁটাতে গেলে বিপদে পড়বে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল গ্রিয়ারসন। 'আমি ঠিক তাই করব।' জেসির পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

খাবার পর জ্যাকের মনে হলো বেশ করে মদ খাওয়া দরকার। এড বেইলির গলা কাটা লাশটার কথা যতোটা সম্ভব ভুলতে হলে এছাড়া করার আর কিছু নেই। ভোঁতা করে দিতে হবে সমস্ত অনুভূতি। র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরল ও, সোজা চলে এলো অফিস-ঘরে। লণ্ঠন জ্বেলে হেনরি ওয়ার্ডেনের দামী হুইস্কির একটা নতুন বোতল খুলল ও, দীর্ঘ চুমুক দিল। সেরা জিনিসটাই শুধু রেখেছে হেনরি ওয়ার্ডেন। বোতলের লেবেলটা দেখল। বুরবঁ হুইস্কি, কেন্টাকির। ওর মনে পড়ল ল্যুকের কাছে এক বোতল সস্তা হুইস্কি দেনা হয়ে আছে ও।

একটা সিগার ধরাল জ্যাক, আবার বোতল মুখে তুলে চুমুক দিল। বসল একটা চামড়া মোড়ানো চেয়ারে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে। একটু পরই বোতলটা প্রায় খালি হয়ে এলো। সিগারটাও শেষ। দু'চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসছে। চমকে উঠল হঠাৎ করে দরজাটা খুলে যাওয়ায়। জিনি ওয়ার্ডেনকে দেখতে পেল চৌকাঠে, চোখ সরু করে ওকে দেখছে। বলল, 'এক্ষুণি তোমাকে একবার ওপরে যেতে হবে, হান্টার। বাবা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। লিনার ধারণা আবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

'আমাকে ডাকছে কেন?' উঠে দাঁড়াল জ্যাক। 'আমি কী করতে পারব!'

'বাবা তোমাকে ডাকছে।'

'আসছি আমি।' বোতলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পা বাড়াল জ্যাক, জিনির পিছু নিয়ে বারান্দা ধরে হেঁটে চলল।

বাড়িতে ঢোকার দরজার একটু আগে থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরে জ্যাকের দিকে তাকাল জিনি।

"একটা কথা তোমার জানা থাকা দরকার, হান্টার। এখন আর তোমাকে আমার বন্ধু হিসেবে চাই না। নিশ্চিত হয়ে গেছি রেলরোডের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মার্কের কোন যোগসাজস নেই। এনভিলের জমি চুরি করার কোন মতলব নেই ওর।'

'তারমানে আজকে রাতের আগে ওকে তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না?'

'কাউকেই আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি না, হান্টার। আমি বোকা নই।'

বিরক্ত হলো জ্যাক। মেয়েটার বাবা হয়তো মৃত্যুশয্যায়, অথচ জিনি নিজের স্বার্থ নিয়ে বকবক করছে। বলল, 'বোকা নও বলেই মনে করছ গ্রিয়ারসনের সাহায্য পেলে এনভিল দখল করে নিতে পারবে? জিম শেলি বা আমার ওপর তাহলে তোমাকে আর নির্ভর করতে হচ্ছে না, তাই না? ধরেই নিয়েছ তোমার বাবা মরবে।'

মুখ কালো করল জিনি। জ্যাক বলল, 'আমি যতোক্ষণ র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার থাকছি ততোক্ষণ কোন ফন্দি করতে যেয়ো না।'

'তা করব না,' মৃদু হাসল জিনি। 'দরকার পড়বে না। এসো আমার সঙ্গে।'

জিনির পিছু নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল জ্যাক, পার্লারে কেউ নেই এখন। থমকে দাঁড়াল জিনি, এক টানে ছিঁড়ে ফেলল ব্লাউজ, চুলের কাঁটা খুলে ছড়িয়ে দিল চুল, তারপরই আর্তচিৎকার করে উঠল। ক্রমেই তীক্ষ্ণ হচ্ছে তার কণ্ঠ। জড়িয়ে ধরল জ্যাককে। খামচি দিল ওর বুকে। ঝটকা দিয়ে সরে গেলো, তারপর উল্টে

দিল একটা টেবিল। পাশের চেয়ারটাও আছাড় খেয়ে পড়ল মেঝেতে। জোরাল আওয়াজ হলো আসবাবপত্র পড়ে যাওয়ার। সেই সঙ্গে আতঙ্কিত স্বরে একটানা চেঁচাচ্ছে জিনি। ব্লাউজটা আরেক টানে আরও ছিঁড়ে দিল। বেরিয়ে এলো তার নিটোল স্তন জোড়া।

'ছেঁড়ে দাও আমাকে! বাঁচাও! ছাড়ো! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও বলছি! প্লিইইজ!'

মুহূর্তের জন্যে অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যাক, তারপর বুঝতে পারল কি ঘটছে। এনভিলে ম্যানেজার হিসেবে দিন শেষ ওর। ওর সৎ চরিত্রের কবর রচনা করছে চতুর মেয়েটা!

বারো

ঘৃণা আর বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যাক, কি করবে বুঝতে পারছে না। পায়ের আওয়াজ হলো। ছুটে আসছে। মেঝেতে শুয়ে হাঁটুর ওপর স্কার্ট তুলে ফেলল জিনি, চিৎকার করে সাহায্য চাইছে। 'না! প্লিইইজ! না!'

লিনা আর বার্টি প্রায় একই সময়ে ঢুকল ঘরে, জ্যাককে পাশ কাটিয়ে এগোল সামনে। জিনিকে দেখে মনে হচ্ছে বাধা দিতে গিঁয়ে হাঁপিয়ে গেছে, শক্তি প্রায় শেষ, যেকোন সময় অপমানে জ্ঞান হারাবে। চিৎকার কমে গেছে। নিচু স্বরে গুঙিয়ে উঠল, 'ওর হাত থেকে বাঁচাও আমাকে। প্লিইইজ! ও যেন আমাকে আর না ছোঁয়। চলে যেতে বলো ওকে।'

'হান্টারের কথা বলছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লিনা।

'হ্যাঁ! মাতাল হয়ে গেছে ও। ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরল! জোর করে আমাকে মেঝেতে শুইয়ে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করছিল, আমি চিৎকার করায় সরে গেছে।'

'সত্যি···?' জ্যাকের দিকে তাকাল লিনা, বুঝতে পারছে না বিশ্বাস করবে কিনা জিনির কথা।

গম্ভীর চেহারায় জ্যাক বলল, 'ওর কথা যদি বিশ্বাস করো তাহলে অস্বীকার করে কী লাভ হবে আমার।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল বার্টি, যেন কৌতুককর কোন ঘটনা ঘটেছে এখানে।

ভেতর-দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হেনরি ওয়ার্ডেন, ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এতো চেঁচামেচি কিসের?'

ঘুরে তাকাল জ্যাক। একটা রোব পরে দাঁড়িয়ে আছে অসুস্থ র‍্যাঞ্চার, হাতে একটা সিক্সগান। চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্বলতা কমানোর জন্যে। ফ্যাকাসে মুখে দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনি, জ্যাককে পাশ কাটিয়ে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেঁড়া পোশাক দেখাল বাবাকে। 'বাবা!' বলল আকুল স্বরে, 'দেখো আমার কি অবস্থা করেছে হান্টার।' দেখে সত্যি তাকে অসহায় লাঞ্ছিত এক নারী মনে হচ্ছে।

কড়া চোখে জ্যাকের দিকে তাকাল হেনরি ওয়ার্ডেন, রিভলভারটা কক্ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, হান্টার!' গুলি করল র‍্যাঞ্চার। বদ্ধ জায়গায় প্রচণ্ড জোরাল আওয়াজ করল অস্ত্রটা। থরথর করে হাত কাঁপছে র‍্যাঞ্চারের। গুলিটা লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়ে গেল। দ্বিতীয়বার গুলি করার জন্যে হ্যামার ওঠাল ওয়ার্ডেন, কিন্তু গুলি করতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল লিনা, দুর্বল হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্রটা।

'কি করছ, বাবা। মিথ্যে বলছে জিনি। হান্টার অমন কাজ করতেই পারে না।'

'রিভলভারটা দাও!' রাগে বেসুরো শোনাল হেনরি ওয়ার্ডেনের কণ্ঠস্বর। 'আমার মেয়ের সঙ্গে বদমায়েসী করে পার পাবে না কেউ। রিভলভার দাও!'

সবার ওপর চট করে ঘুরে এলো জ্যাকের দৃষ্টি। উত্তেজিত দেখাচ্ছে হেনরি ওয়ার্ডেনকে, বার্টি বিস্মিত, চোখ-মুখ পাকিয়ে অভিনয় করছে এখনও জিনি, লিনা আতঙ্কিত। তিক্ততায় ছেয়ে গেল জ্যাকের অন্তর। লম্বা পদক্ষেপে সিঁড়ির দিকের দরজার কাছে চলে এলো ও, ঘুরে দাঁড়াল। 'নাটক করতে থাকো তোমরা। আমি চললাম। যথেষ্ট সহ্য করেছি। যা করিনি তার দায় নিতে আমার ঠেকা পড়েনি। শীঘ্রি আমাকে জেল থেকে জামিন দিয়ে বের করার টাকা ফেরত পেয়ে যাবে।' দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল ও, আবছা শুনতে পেল পেছনে ওয়ার্ডেনরা ঘরের ভেতর কি যেন বলাবলি করছে। বারান্দায় দেখা হলো জিম শেলি আর জেসির সঙ্গে। গুলির আওয়াজ শুনে দু'জনই অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে কি জানি কি হয়েছে ভেবে।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞেস করল শেলি। 'কে গুলি করল?'

'আরেকটু হলে ফুটো হয়ে যেতাম আমি,' তিক্ত স্বরে বলল জ্যাক, জেসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার ঘোড়াটা কোথায়?'

'করালে।'

'ভাল। জিনিস-পত্র গুছিয়ে যতো দ্রুত সম্ভব রওনা হয়ে যাব আমি।'

অস্ত্র কোমরে গুঁজে করালের দিকে পা বাড়াল জেসি। 'আমি তোমার ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে দিচ্ছি।'

র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে ঢুকল শেলি। রাগী বোলতার মতো জেদ

বুকে নিয়ে ফোরম্যানের কেবিনে ঢুকল জ্যাক, কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এলো ব্ল্যাঙ্কেট রোল আর স্যাডলব্যাগ নিয়ে। উঠান পার হয়ে পৌঁছে গেল করালের সামনে। ওর রোন ঘোড়ায় স্যাডল বাঁধছে জেসি। কাজ না থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে, হান্টার?'

'মেয়েটা বলছে আমি ওকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিলাম।'

'কে, জিনি?'

'আর কে?'

'চেষ্টা করছিলে?'

'এপ্রশ্ন যখন করেছ তখন আমি যা-ই বলি না কেন বিশ্বাস করবে না তুমি,' তিক্ত স্বরে বলল জ্যাক। ঘোড়ার ওপর স্যাডলব্যাগ আর ব্ল্যাঙ্কেট রোল বেঁধে ফেলল দ্রুত হাতে। রাশটা হাতে নিয়ে বলল, 'জেসি, তোমার বসের দিকে খেয়াল রেখো। এমুহূর্তে তার বিশ্বস্ত লোক দরকার।'

'আমার সাধ্য সীমিত,' স্বীকারের সুরে বলল বুড়ো জেসি। 'ওর ছেলে-মেয়েরা আমাকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। তার ওপর আছে উকিল লোকটা। তবে সাধ্য মতো চেষ্টা করব আমি।'

'লিনাকে জানিয়ো তুমি অন্তত ওর পক্ষে কাজ করবে।'

'ও জানে। বলতে হবে না ওকে।'

পা ঘুরিয়ে স্যাডলে উঠে বসল জ্যাক। ঠিক তখনই র‍্যাঞ্চহাউস থেকে অস্ত্র হাতে দৌড়ে বেরিয়ে এলো জিম শেলি। চিৎকার করছে সে, জ্যাককে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিচ্ছে।

'হান্টার! পালাবে ভেবেছ? একটুও নড়বে না! নড়লে গুলি করব আমি। যা খুশি তাই করে পার পাবে না তুমি।'

লোকটার বক্তব্য সম্পূর্ণ শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না জ্যাক, স্পারের স্পর্শে রোনটাকে উন্মত্তের মতো সোজা ছোটাল

ফোরম্যানকে লক্ষ্য করে। লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল শেলি। পুরোপুরি সফল হলো না, ঘোড়ার ডান কাঁধ ধাক্কা মারল তার বুকে। ছিটকে পড়ে গেল সে চিৎ হয়ে। শেলি উঠে দাঁড়াবার আগেই ঘোড়া থামিয়ে সিক্সগান বের করে গুলি করল জ্যাক। শেলিকে লাগাতে চায়নি, লাগলও না। কিন্তু এতোই কাছে গাঁথল বালিতে যে আতঙ্কিত চিৎকার ছাড়ল শেলি।

শান্ত গলায় বলল জ্যাক, 'এই নিয়ে দু'বার মেয়েটা তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। তৃতীয়বার হয়তো মেয়েটা তোমাকে খুন করিয়ে ছাড়বে। অস্ত্রটা হাত থেকে ফেলে দাও, শেলি। মাথা খাটাও।' নির্দেশ পালিত হবার পর বলল, 'ওঠো মাটি ছেড়ে, সামনে সামনে হাঁটতে শুরু করো।'

নিচু স্বরে বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করতে করতে ঘোড়ার সামনে সামনে এগোল শেলি। উঠান পার হবার পর জ্যাক বুঝল শেলি তার অস্ত্রের কাছে ফিরে যাবার আগেই রেঞ্জের বাইরে চলে যেতে পারবে ও। দ্রুত ঘোড়া ছোটাল এবার ও ফোরম্যানকে পাশ কাটিয়ে। পেছনে শুনতে পেল ফাঁকা হুমকি দিচ্ছে জিম শেলি।

সন্ধের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে সোজা নিজের র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটল জ্যাক। পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে চলেছে। ওখানেই আছে ওর স্কোয়াও উপত্যকা, র‍্যাঞ্চ আর নিজস্ব বাড়ি। হোক ছোট, তবু একান্ত নিজের। বাঁকা হাসল জ্যাক। এনভিলে এজীবনে ফেরার কোন ইচ্ছে নেই ওর। ধার করে অবশ্য শোধ করে দিতে হবে জামিনের টাকা।

*

নিজের র‍্যাঞ্চে এক সপ্তাহ কাটানোর পর জ্যাক বুঝতে পারল দু'পয়সা দামের নামকাওয়াস্তে র‍্যাঞ্চার হয়ে থাকতে হবে না ওকে। ওর কেনা লংহর্ন গরুগুলো ভাল সতেজ ঘাস আর অফুরন্ত মিষ্টি

পানি পেয়ে রীতিমতো মোটাতাজা হয়ে উঠছে। আগামী মৌসুমে অন্তত পঞ্চাশটা এঁড়ে বাছুর বেচতে পারবে ও। নতুন জন্ম নেয়া বাচ্চার সংখ্যাও কম হবে না।

বসে বসে গরুর পাল দেখার মানুষ নয় জ্যাক, এই কদিনেই অস্থির হয়ে উঠেছে একটা কিছু করার জন্যে। সেটা ব্র্যাযোসও খেয়াল করেছে। এক সন্ধেয় সে বলল, 'খামোকা বসে থাকতে এতোই যখন খারাপ লাগছে তো ভ্যালিডো থেকে ঘুরে এসো না। তাছাড়া কদিন পর রসদও দরকার হবে আমাদের। ময়দা, বেকন, বীন, কফি—যা যা দরকার কিনে নিয়ে আসতে পারো আগেই।'

বুড়ো ব্র্যাযোসের কথা শুনে চিন্তা আরও বাড়ল জ্যাকের। পকেটে ফুটো পয়সাও নেই, এদিকে ক্রুদের আর ওর তো খেতে হবে কিছু না কিছু!

এনভিলের ম্যানেজার হিসেবে একমাসের বেতনও পায়নি ও। গরুর পাল বেচতে পারার উপযুক্ত হবার আগে পর্যন্ত ধার করে চলতে হবে ওকে। তার মানেই হচ্ছে শহরে যেতে হবে, ওর বন্ধু সেলুনকীপার ও'রাইলির কাছ থেকে ধার নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জ্যাক। সাপারের সময় ব্র্যাযোসকে বলল, 'আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে শহরে যাবে তুমি। ধার করে রসদ কিনব। ওগুলো তুমি বাড়ি নিয়ে আসবে। আমি ফিরব পরে, পরিস্থিতি কেমন তা জানার পর।'

রাজি হয়ে গেল ব্র্যাযোস বিনা বাক্যব্যয়ে। অন্য কেউ কোন কথা তুলল না। গরুর পালের ওপর চোখ রাখার জন্যে ওদের থাকা প্রয়োজন, এটা বলে দিতে হলো না।

সাপার সেরে বাইরে বেরিয়ে একটা সিগার ধরাল জ্যাক, অস্থির বোধ করছে, চোখে ঘুম নেই। সারাদিনে ক্লান্তিকর কোন কাজ করেনি যে ঘুম পাবে।

গত একটা সপ্তাহে বারবার মনে হয়েছে এনভিলে কি ঘটছে

জানতে পারলে ভাল হতো। জোর করে মন থেকে চিন্তাটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে ও। এখন আবার চিন্তাটা ফিরে এলো। খুব বাজে ভাবে বিদায় নিতে হয়েছে ওকে। বলা চলে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। জীবনে এই প্রথম কোন কাজ হাতে নিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে পারেনি ও। ওর ব্যর্থতার একমাত্র কারণ জিনির চাতুরি। মেয়েটা ভাল ভাবেই জাল পেতে ফাঁদে ফেলেছিল ওকে। মনের চোখে দেখতে পেল জ্যাক, হেনরি ওয়ার্ডেন মরার পর ষড়যন্ত্র করে এনভিলের মালিক হয়ে বসেছে জিনি, উকিল গ্রিয়ারসন তাকে সাহায্য করছে। বার্টি মেয়েটাকে ঠেকাতে পারবে না। সে তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল চরিত্রের পুরুষ সে। টিকবে না লিনাও। তাকে টিকতে দেয়া হবে না। পরিস্থিতি এমন করে তোলা হবে যে পুবে ফিরে যেতে বাধ্য হবে মেয়েটা।

সিগারটা মাত্র শেষ করেছে জ্যাক, এমন সময়ে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আগুয়ান আওয়াজ শুনতে পেল, দ্রুত ছুটে আসছে। কেবিনের ভেতর ঢুকে রাইফেল নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

উঠানে থামল ঘোড়াটা। আবছা ভাবে আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। গলা ছেড়ে ডাকল লোকটা, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর। 'এই যে! ঘরে কেউ আছো? হান্টার?'

'কে?' জায়গা ছেড়ে না নড়ে জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'জিম শেলি। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

কিসের আবার কথা? জিজ্ঞেস করল না নিশ্চুপ জ্যাক।

'এনভিলে দোজখ ভেঙে পড়েছে,' বলল শেলি। 'আমি আহত। ঘোড়া থেকে নামব?'

'নামো।' দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে এলো জ্যাক। 'ভেতরে এসো, শেলি, দেখি কি অবস্থা।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে এলে কি মনে করে?'

শেলির ঘোড়ায় কোন স্যাডল বা রাশ নেই। একটা দড়ি ধরে

ঘোড়াটাকে কোনরকমে চালিয়ে এনেছে সে। ডানহাতটা ঝুলছে একটা স্লিঙে। মাথায় হ্যাট নেই। একটা ব্যান্ডেজ মাথা ঘিরে রেখেছে। ঘোড়া থেকে নামার পর হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল শেলি, দ্রুত সামনে বেড়ে তাকে ধরে ফেলল জ্যাক, জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে ধাওয়া করে কেউ আসছে, শেলি?'

'না বোধহয়।' দুর্বল কণ্ঠস্বর, কাঁপছে জিমের গলা। 'ওরা যদি টের পায় আমি নেই তাহলে ধরে নেবে ভ্যালিডোতে গেছি আইনের সাহায্য নিতে। ওদিকেই আমাকে খুঁজবে ওরা। যাচ্ছিলাম ওদিকেই, কিন্তু বুঝতে পারলাম অতটা দূরে যেতে পারব না, শরীরে শক্তি নেই। এখানে এসেছি। মনে হলো তুমি সাহায্য করবে।'

'ভেতরে চলো।'

কেবিনের ভেতর ফোরম্যানকে ধরে ধরে নিয়ে গেল জ্যাক, টেবিলের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়ে দিল। ওর ক্রুরা কৌতূহলী চোখে তাকাল। ব্র্যাযোস জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে।

'এনভিলে গোলমাল বেধে গেছে,' জানাল জ্যাক। 'তোমরা বাইরে পাহারা দাও। অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমান আসতে পারে।'

অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল ওর সামান্য কয়েকজন ক্রু, থমথম করছে প্রত্যেকের মুখ। ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে কফি পট থেকে কফি ঢেলে মগটা শেলির হাতে ধরিয়ে দিল জ্যাক। 'আরও কড়া কিছু হলে এমুহূর্তে তোমার উপকারে লাগত, কিন্তু কফি ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন কড়া ড্রিঙ্ক নেই।'

'চলবে।' বাম হাতে তুলে মগে চুমুক দিল শেলি। তার মাথার ব্যান্ডেজ রক্তের ছোপ লেগে বাদামী হয়ে আছে। চেহারাটা ফ্যাকাসে, মলিন, উদভ্রান্ত।

'যা বলছিলাম,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল শেলি, 'ভ্যালিডো পর্যন্ত যেতে পারতাম না। কাঁধে গুলির একটা ফুটো হয়েছে।

আরেকটা বুলেট খুলি ঘেঁষে গেছে। রক্ত হারিয়েছি অনেক। আমার হয়ে তুমি কি শহরে যাবে একবার?'

'হয়তো যাব। আগে আমার জানতে হবে কি ঘটেছে।'

'আন্দাজ করতে পারছ না? তোমার তো আন্দাজ করতে পারা উচিত। এসবে তুমি অভ্যস্ত।' ফোরম্যানের গলাতেই স্পষ্ট যে এখনও সে জ্যাককে পছন্দ করে না। নিতান্ত বাধ্য হয়ে এখানে এসেছে। 'মার্ক গ্রিয়ারসন ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে স্যাম ড্রাকার, তার সঙ্গী-সাথীরা। তারা ছাড়াও এবার বাড়তি আরও কয়েকজনকে নিয়ে এসেছে গ্রিয়ারসন। তার সঙ্গে রেলরোডের এক নাক উঁচু লোকও এসেছে। নাম জেসন কারডিফ।'

নামটা শুনেই শীতল ক্রোধ বয়ে গেল জ্যাকের ভেতর। এখন বুঝতে পারছে আপাত নিরীহ ভঙ্গি নিয়ে ওকে বোকা বানালেও আসলে উকিল রেলরোড ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। এড বেইলি হত্যাকাণ্ডে পরোক্ষভাবে হলেও সেও জড়িত। শপথ করল জ্যাক, পাই পাই করে রক্তঋণ শোধ করতে হবে গ্রিয়ারসনকেও।

'গতকাল বিকেলে এসেছে ওরা,' বলল শেলি। 'মাত্র তখন রেঞ্জ থেকে ফিরেছি আমরা কয়েকজন কাউবয়। গ্রিয়ারসন নির্দেশ দিল আমাদের অস্ত্র তার কাছে জমা দিতে হবে। বলল জিনির পক্ষে র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে সে। জানাল হেনরি ওয়ার্ডেন অসুস্থ হওয়ায় তার পক্ষে র‍্যাঞ্চ চালানো সম্ভব নয়। আমি বস্‌কে জানাতে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে যাচ্ছিলাম। স্যাম ড্রাকার বাধা দেয়ায় ড্র করি। জানোই তো আমি গানফাইটার নই। ট্রিগারে হাত যাবার আগেই দু'বার আমাকে গুলি করল ড্রাকার। জ্ঞান যখন ফিরল, দেখি আমার বাঙ্কে পড়ে আছি। জেসি আমার সেবা করছে।'

'তোমার কপাল ভাল যে ড্রাকারের হাতের তাক ভাল নয়,' মন্তব্য করল গম্ভীর জ্যাক। 'তাহলে জিনি যা চাইছিল তা পেয়ে

গেছে?' মাথা নাড়ল আস্তে আস্তে। 'তা হবার নয়। গ্রিয়ারসন শুধু নিজের স্বার্থই দেখবে। জিনিও ঠকবে আর সবার মতো। উকিল আমাকেও বোকা বানিয়ে ছেড়েছে।'

'ঘটনা এখানেই শেষ নয়,' ক্লান্ত গলায় বলল শেলি। 'বস্ মারা গেছে।'

'খুন করা হয়েছে তাকে?'

'এক কথায় বললে তা-ই। অস্ত্র দিয়ে নয় অবশ্য। গ্রিয়ারসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল বস্। বেশি উত্তেজিত ছিল। হঠাৎ করে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। মুহূর্তে শেষ। আজকে বিকেলে তাকে কবর দেয়া হয়েছে।'

'আর লিনা?' খেয়াল করল বিস্মিত জ্যাক, ওর কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছে। নিজেকে চোখ রাঙাল। ওই মেয়ে অনেক বিত্তশালী কারও গৃহিণী হবে, ওর মতো সাধারণ মানুষের ঘরে ওই মেয়ে আসার কথা দুঃস্বপ্নেও চিন্তা করেনি নিশ্চয়ই কখনও।

'জানি না,' মাথা নাড়ল শেলি। 'আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। বসের ব্যাপারে দুঃসংবাদটা শুনেছি জেসির মুখে। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে জেসিকে ওরা ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। সবার অস্ত্রই কেড়ে নেয়া হয়েছে। ক্রুরা দল বেঁধে কিছু করবে সে-উপায় নেই। আইনের সাহায্য দরকার আমাদের। দেরি করা ঠিক হবে না।'

শেষ দুটো কথা পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস্ করল জ্যাক, 'তুমি পালালে কি করে?'

'রাতের আঁধার নামতে আমার কেবিনের পেছনের দরজা দিয়ে বের হই আমি। জেসিকে আগেই বলে রেখেছিলাম পেছনের উঠানে ঘোড়া ধরার দড়ি আর স্যাডল এনে রাখার জন্যে। স্যাডল পায়নি ও। র‍্যাঞ্চহাউসের কাছ থেকে দূরে সরে করাল থেকে একটা ঘোড়া ধরি আমি। একহাত অকেজো হওয়ায় অনেক সময় লাগে, তবে পারি। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে দূরে নিয়ে আসি।

আওয়াজ পাবে না ওরা এমন দূরত্বে পৌঁছে ঘোড়ায় উঠে রওনা হয়ে যাই।'

চুপ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করল জ্যাক, নানা সম্ভাবনা যাচাই করে নিল, তারপর বলল, 'ভ্যালিডোতে আইনের যে শক্তি তাতে কোন কাজ হবে না। টাউনের বাইরে কোনকিছুতে নাক গলানোর অধিকার নেই মার্শাল মেল ড্র্যাপারের। শেরিফ আছে চল্লিশ মাইল দূরে, কাউন্টি সীটে। ওখানে যেতে আসতে যে সময় লাগবে ততোক্ষণে এনভিলের পরিস্থিতি এতো স্বাভাবিক করে তুলবে গ্রিয়ারসন যে তার বিরুদ্ধে কোনকিছু প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। উকিল মানুষ। সতর্ক। চতুর। হিসেবী। সে ভাল করেই জানে কি করে বেআইনী কাজকে আইনসঙ্গত করা যায়। জিনির সাহায্য পাবে সে। বার্টি গানম্যানদের ভয়ে এতোই কাতর থাকবে যে কোন অভিযোগ আনার সাহসই পাবে না সে। লিনাকে ওরা সরিয়ে দেবে। জিজ্ঞেস করলে বলবে পুবে রওনা হয়ে গেছে। নাহ্, আইনের সাহায্য নিয়ে কিছু করা যাবে না।'

'তাহলে বলছ কিছুই করার নেই আমাদের?' চরম তিক্ত শোনাল শেলির কণ্ঠস্বর, প্রতিটা কথায় হতাশা ঝরছে। 'আমি ভেবেছিলাম অন্তত তুমি কিছু করতে পারবে।'

'তুমি কি ভেবেছিলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' এনভিলে ওর উপস্থিতির দুঃসহ সময়গুলো মনে পড়ায় বলল জ্যাক। 'তবে সাধ্যমতো করব আমি। করব কারণ আমি লিনা ওয়ার্ডেনের কোন বিপদ হোক তা চাই না।' গানবেল্ট পরে নিল জ্যাক, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে পুরোনো বাকস্কিন জ্যাকেটটা গায়ে দিল।

'নিশ্চই একা যাচ্ছ না তুমি?' অবাক হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল শেলি। 'আত্মহত্যা করতে চাও নাকি! ড্রাকার খেপে আছে, তাছাড়া তোমার ব্যবস্থা করার কথা গ্রিয়ারসনও ভুলবে না।

অতোজন গানম্যানের বিরুদ্ধে একা তোমার কিছুই করার নেই।'

'আমি যাচ্ছি শুধু একটা উদ্দেশ্যে—লিনা ওয়ার্ডেনকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসব। হেনরি ওয়ার্ডেনের মুখে শুনেছিলাম তার উইলে র‍্যাঞ্চের দুই তৃতীয়াংশ সে লিনাকে দিয়েছে। হেনরির উকিল হিসেবে মার্ক গ্রিয়ারসনেরও তা জানা থাকার কথা। যদি না জেনে থাকে তো বুড়ো ওয়ার্ডেনের অফিসের কাগজপত্র ঘাঁটলেই জেনে যাবে। উইলটা পেলে নিশ্চই নষ্ট করে ফেলবে সে। কিন্তু তাতে লিনার বিপদ কাটবে না। লিনা কোর্টে গিয়ে মালিকের মেয়ে হিসেবে র‍্যাঞ্চের এক তৃতীয়াংশ দাবি করে বসতে পারে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ মেয়েমানুষ খুন করবে গ্রিয়ারসন? আমার মনে হয় না অত ঝুঁকি সে নেবে।'

'পশ্চিমে মেয়েমানুষ খুন হচ্ছে না তা কিন্তু নয়,' বলল জ্যাক। 'এতো টাকার সম্পত্তির ব্যাপার হলে আর গ্রিয়ারসনের মতো বেপরোয়া চতুর লোক জড়িত থাকলে একটা কেন, দশটা ভাল মেয়েও খুন হয়ে যেতে পারে।'

দরজার কাছে গিয়ে থেমে দাঁড়াল জ্যাক, ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর ফিরে এসে ওর বাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠের সিন্দুকটা খুলে অ্যাপাচিদের একজোড়া মোকাসিন বের করল। বুট খুলে পরে নিল মোকাসিন। দেয়াল থেকে ধনুক আর তীরের বান্ডিল নামিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। ইন্ডিয়ানদের মাঝে যখন ছিল তখন বেশিরভাগ তরুণের চেয়ে ওর হাতের তাক ভাল ছিল। বিদ্যেটা এখন কাজে আসবে। তৈরি হয়ে নিয়ে এবার রাইফেলটাও অন্য কাঁধে ঝোলাল জ্যাক।

যেন পাগল দেখছে এমন দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে জিম শেলি। কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করল, 'কি করবে বলে ভাবছ তুমি?'

'তার চেয়ে বলি কি আমি করব না,' জবাবে বলল জ্যাক।

'ঘোড়ায় চেপে ওখানে গিয়ে গোলাগুলি করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো জ্যাক। একটু পরই ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল এনভিলের দিকে। নির্দেশ দিয়ে এসেছে, সতর্ক পাহারা দেবে ওর লোকরা। সহসা জিম শেলির বিপদ হবার সম্ভাবনা নেই।

রাতটা আঁধার হলেও আকাশে মিটমিট করছে অজস্র নক্ষত্র বাঁকা এক ফালি চাঁদ উঠেছে, পর্যাপ্ত আলো বিলাতে না পেরে লজ্জিত হাসি হাসছে যেন। চারপাশে নানা জাতের পোকামাকড় ডাকছে। ছুটে চলেছে জ্যাক। চেহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিন্তিত বোধ করছে। বুঝতে পারছে ঝুঁকি যতোই নিতে হোক, লিনাকে উদ্ধার করতেই হবে। মেয়েটার জীবন সংশয়ে আছে। গ্রিয়ারসন সময় পেলে তার কাজে কোন খুঁত রাখবে না।

তেরো

সমান গতিতে ঘোড়া ছোটাল জ্যাক একটানা। খুব দ্রুতও নয়, আবার আস্তেও নয়। মাঝরাতে পৌঁছে গেল এনভিলের হেডকোয়ার্টারের কাছে। বেশ দূরেই ঘোড়া থামাল ও। একটা জানালা থেকেও আলো আসছে না। নিরব নিঝুম নির্জন মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। মনে হচ্ছে জেগে নেই কেউ। কিন্তু কোন ঝুঁকি নেবে না জ্যাক। গ্রিয়ারসন প্রহরী রেখে থাকতে পারে

মার্ক গ্রিয়ারসন আর জেসন কারডিফ! রাগ আর ঘৃণায় দাঁতে

দাঁত পিষল জ্যাক। তারা দু'জন হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। কাজেই ধরে নেয়া যায় এড বেইলির খুনের দায়ে দু'জনই তারা সমান দায়ী। হেনরি ওয়ার্ডেনকেও উত্তেজিত করে তোলা হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় ঠাণ্ডা মাথায় তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ঠিক করল জ্যাক, একবার লিনাকে বিপদ থেকে সরিয়ে আনতে পারলে আবার ফিরবে ও। ফিরবে কারডিফ আর গ্রিয়ারসনের মুখোমুখি হতে।

ঘোড়া হাঁটিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসটাকে অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটাল জ্যাক; চলে এলো সিকি মাইল পুবে রুক্ষ পাথুরে জমিতে। ঘোড়া থেকে নেমে জন্তুটাকে একটা ঝোপের সঙ্গে বাঁধল ও। রাইফেলটা স্যাডল বূটেই থাকল। পিঠে ধনুক আর তীরের বান্ডিল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। রাতের আঁধারে আবছা একটা ছায়ার মতো দেখাচ্ছে ওকে। মোকাসিনের কারণে এগোনোর সময় কোন আওয়াজ হচ্ছে না। বার্নের পেছনে চলে এলো। পেছনে একটা দরজা আছে জানে। খোলাই থাকে দরজাটা। এখনও তাই আছে। ভেতরে কালিগোলা অন্ধকার, চোখের সামনে নিয়ে এলেও নিজের হাত দেখা যায় না। ঘোড়ার স্টল আর খড়ের গাদাগুলো পাশ কাটিয়ে সামনের দরজার কাছে চলে এলো। দীর্ঘদিন অ্যাপাচিদের মাঝে কাটানোয় তাদের যুদ্ধ কৌশল ভাল জানা আছে ওর। পাকা ঘোড়াচোর হয় অ্যাপাচিরা, সেই সঙ্গে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। মরবে প্রয়োজনে, কিন্তু মেরে মরবে।

করালের ঘোড়াগুলো সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবে, অ্যাপাচিদের মতোই ভাবল জ্যাক। ঘোড়া না থাকলে গ্রিয়ারসনের গানম্যানরা আটকা পড়তে বাধ্য। লিনাকে উদ্ধার করে পালানোর সময় ধাওয়া যাতে না করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হলে এটা একটা ভাল বুদ্ধি।

সুন্দর করে ছাঁট। ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল

জ্যাক র‍্যাঞ্চহাউসের উঠানে, অন্তত একজন প্রহরী থাকার কথা ওখানে। বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল। না, কাউকে পাহারায় রাখা হয়নি। প্রয়োজন বোধ করেনি গ্রিয়ারসন। বার্নের সামনে দিয়ে করালের কাছে চলে এলো, বেড়া টপকে ঢুকে পড়ল করালে। অন্য প্রান্তে প্রায় ডজন খানেক ঘোড়া দেখতে পেল। অস্বস্তি নিয়ে নড়ছে ওগুলো, ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে।

আস্তে করে করালের দরজাটা খুলে ঘোড়াগুলোর দিকে এগোল। অপরিচিত লোক দেখে সরে যেতে শুরু করল ঘোড়ার পাল। ওগুলোকে দরজার দিকে নিয়ে চলল জ্যাক। দরজা খোলা পেয়ে একটা ঘোড়াও বেরিয়ে যেতে দেরি করল না। শেষ দুটোর পাছায় গায়ের জোরে চাপড় মারল ও। চমকে উঠল ঘোড়া দুটো, সামনেরগুলোর পেছনে গুঁতো দিল। সহজাত স্বভাব অনুযায়ী খোলা প্রান্তরের দিকে ছুট দিল সবগুলো।

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে দৌড় দিল জ্যাক, গন্তব্য সামান্য দূরে থাকতে থামতে হলো ওকে। এক লোক চেঁচিয়ে উঠেছে। 'অ্যাই যে তুমি! কি করছ! কি হচ্ছে এসব!'

প্রহরী তাহলে আছে!

একটা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা, হাতে সিক্সগান। হাতটা ওঠার সে গুলি করার জন্যে। তাড়াহুড়োয় গুলি করল। জ্যাকের ধারেকাছেও এলো না বুলেট। ধনুকে তীর জুড়ে তাক করেই টান দেয়া ছিলা ছেড়ে দিল জ্যাক। টং! করে আওয়াজ হলো ছিলায়। চাপা স্বরে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। সোজা বুকে গিয়ে বিঁধেছে তীর। ধড়াস করে মাটিতে পড়ল প্রহরী। আবার দৌড় শুরু করল জ্যাক। র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ দিয়ে ছুটে কোনা ঘুরে পেছনে চলে এলো। থামল ওখানে। শুনতে পাচ্ছে বেশ কয়েকজনের গলা। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। এ ওকে প্রশ্ন করছে উত্তেজিত স্বরে।

হাসিতে ঠোঁট প্রসারিত হলো জ্যাকের। গানম্যানরা যখন মৃত প্রহরীর বুকে তীর গাঁথা দেখবে তখন চিন্তায় পড়ে যাবে। ভয় পাবে যখন টের পাবে ঘোড়াগুলো গায়েব। ভাববে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণও হতে পারে।

পেছন-দরজার কাছে চলে এলো জ্যাক। বরাবরের মতোই ভেড়ানো আছে দরজাটা। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। অন্ধকার বিরাট ঘরটা নিঃশব্দে পার হলো ও। ঘরের বদ্ধ বাতাসে ভাসছে সুস্বাদু খাবারের সুবাস। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল জ্যাক, কিছুক্ষণের জন্যে থামল। দ্বিধায় ভুগছে। দোতলায় সাত-আটটা ঘর আছে। কোন্ ঘরে লিনাকে রাখা হয়েছে?

বুড়ো র‍্যাঞ্চার যেঘরে থাকত তার পাশের ঘরে প্রথমে খুঁজবে ঠিক করল ও। দরজাটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মহিলা কণ্ঠ চাবুকের মতো হিসিয়ে উঠল।

'বেরোও! এক্ষুণি! আমার কাছে কিন্তু অস্ত্র আছে!'

সলতে কমানো লণ্ঠনের মৃদু আলোয় লিনাকে দেখতে পেল, বিছানা থেকে নামছে। হাতে একটা নাক বোঁচা রিভলভার।

'আমি জ্যাক, মিস ওয়ার্ডেন!'

'হান্টার? জ্যাক হান্টার?' বিস্মিত শোনাল লিনার কণ্ঠ।

দরজাটা আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল আবার জ্যাক।

অস্ত্র না নামিয়েই সামনে বাড়ল লিনা, নাইটগাউন পরে আছে, এলো চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের ওপর। ওই চুলের সুবাস নিতে পারলে মরতেও আপত্তি নেই মনে হওয়ায় আপনাআপনি ভ্রূ কুঁচকে গেল জ্যাকের। আকাশের চাঁদ কি হাত বাড়ালে পাওয়া যায়? নিজের হঠাৎ মানসিক পরিবর্তনে নিজেকেই গাল দিল ও। এখন এসব কথা মনে আসার সময়? যত্তসব!

'কেন এসেছ?' ফিসফিস করল লিনা, চেহারায় এখনও আতঙ্কের ছাপ 'জানলে কিভাবে?'

'জিম শেলি আহত অবস্থায় আমার র‍্যাঞ্চে গেছে। তার কাছেই শুনলাম। আমাকে অনুরোধ করল যাতে সাহায্য করি ভেবে দেখলাম নিরাপদে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আসলে আমার তেমন কিছু করার নেই। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সামনে বিপদ আসছে তোমার। তুমি জিনির সঙ্গে র‍্যাঞ্চটা ভাগাভাগি করবে সেটা গ্রিয়ারসন নিশ্চই হতে দেবে না।'

আবছা আলো মেয়েটাকে শিউরে উঠতে দেখল জ্যাক।

'গানম্যানদের নিয়ে লোকটা ফিরে আসার পর থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি আমি।'

'পোশাক পরে নাও। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাক, পর্দা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল। পুরোটা উঠান দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটা আবছা আকৃতি দেখতে পেল। কোথাও কোথাও জটলা করছে। আসছে যাচ্ছে। দ্বিধাগ্রস্ত; কি করবে বুঝতে পারছে না কেউ। মাঝে মাঝে দু'একটা অস্পষ্ট কথা কানে আসছে। পেছনে কাপড়ের খসখস আওয়াজ পেল। কাপড় পাল্টাচ্ছে লিনা।

এখন ফিরে তাকালেই···কানটা লাল হয়ে উঠল জ্যাকের। চিন্তাটা মাথায় এসেছে বলে নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে হলো। জানালা দিয়ে বাইরে আরও বেশি করে মনোযোগ দিল ও।

বাড়ি থেকে বের হয়ে উঠান পার হচ্ছে দু'জন লোক। নিশ্চয়ই গ্রিয়ারসন আর কারডিফ। তীব্র ঘৃণাবোধটা আবার অনুভব করল জ্যাক। উঠানে দাঁড়ানো সাত-আটজনের সঙ্গে যোগ দিল গ্রিয়ারসন আর কারডিফ। ওরা কি নির্দেশ দেবে আন্দাজ করতে পারছে জ্যাক। এনভিলে একদল অ্যাপাচি হামলা করেছে। রিযার্ভেশন থেকে বেরিয়ে এসেছে পালিয়ে, তারপর ঘোড়া চুরি করে নিয়ে ভেগেছে।

হাতে আর বেশি সময় নেই, বুঝতে পারছে জ্যাক লোকগুলো খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেই সমস্যা। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে সরে পড়া কঠিন হবে পেছন না ফিরে বলল জ্যাক, তাড়াতাড়ি করো, মিস ওয়ার্ডেন। ওরা খুঁজতে শুরু করার আগে দূরে সরে যেতে হবে আমাদের।'

কিছুক্ষণ পর লিনা বলল, 'আমি তৈরি।'

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, দেখল শার্টের ওপর একটা জ্যাকেট চড়িয়েছে লিনা। দীর্ঘ একটা রাইডিং স্কার্টে চমৎকার লাগছে ওকে এই মৃদু আলোতেও। চুল বাঁধার ঝামেলায় যায়নি, একটা রিবন দিয়ে আটকে রেখেছে কাঁধের কাছে। বিছানায় পড়ে থাকা রিভলভারটা হাতে তুলে নিল।

লিনার হাত ধরে টান দিল জ্যাক, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আমরা যদি কোন কারণে আলাদা হয়ে যাই তাহলে পুবে যে পাথুরে জমি আছে সোজা সেখানে চলে যাবে তুমি। ওখানে আমার ঘোড়াটা পাবে। ওটা নিয়ে চলে যাবে ভ্যালিডোতে। গ্রিয়ারসনের লোকরা তাড়া করবে সে-ভয় নেই, ওদের ঘোড়াগুলো আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। একবার বলেছিলে প্যাট ও'রাইলির বউ তোমার বান্ধবী। প্যাটকে তুমি অনুরোধ করলে সে শেরিফকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করবে।'

'আর তোমার কি হবে, হান্টার?'

'আমি এখানেই আশেপাশে থেকে নিশ্চিত করব যাতে ওরা তোমাকে ধাওয়া করতে না পারে।'

'এতো বড় বিপদ তুমি...'

'সারাজীবন বলতে গেলে বিপদের মাঝেই কেটেছে আমার,' বলল গম্ভীর জ্যাক। 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না, একবার বাড়ি থেকে বের হতে পারলে নিরাপদেই থাকব আমি। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দরজা খুলে লিনাকে আগে যেতে দিল জ্যাক, পেছনে পা বাড়িয়ে বলল, 'পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামব আমরা

হল পেরোচ্ছে ওরা, এমন সময়ে একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। লণ্ঠনের আলোয় পালাল আঁধার। জ্যাক দেখল নিজের ঘর থেকে বের হচ্ছে জিনি ওয়ার্ডেন। জ্যাক আর লিনাকে দেখে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিল সামনের সিঁড়ির দিকে। নিচু স্বরে গাল বকল জ্যাক। ছিনাল মেয়ে চেঁচাতে পারে বটে!

লিনার পেছনে দ্রুত পেছন-সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করল জ্যাক, এক মুহূর্ত পর পৌঁছে গেল ওরা কিচেনে। ঘরটা পার হয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। শুনতে পাচ্ছে লোকজনের চিৎকার। দৌড়ে এদিকেই আসছে তারা। গ্রিয়ারসন আর অন্যান্যরা নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতর ঢুকছে জিনির চিৎকার শুনে। বাড়ির পেছনেও কেউ না কেউ খোঁজ নিতে আসবে, বেশ বুঝতে পারল জ্যাক, তাড়া দিল লিনাকে, 'জলদি! দৌড় দাও!'

, ক্ষণিকের জন্যে আত্মার পানি শুকিয়ে গেল ওর, ভয় হলো, লিনা বোধহয় শেষ পর্যন্ত পালাতে পারবে না।

চোদ্দ

লিনা ছুটতেই ওর পেছনে ধীরেসুস্থে দৌড় দিল জ্যাক। বাড়ি থেকে সামান্য দূরে গেছে মাত্র ও, বাড়ির কোনা ঘুরে বেরিয়ে এলো দু'জন গানম্যান। দু'জনই জ্যাককে দেখতে পেয়েছে। দু'জনের

একজন চিৎকার করে উঠল। গুলি করল জ্যাককে লক্ষ্য করে কানের পাশে গুলির শিসের শব্দে চোখ সরু হয়ে গেল জ্যাকের থেমে দাঁড়িয়ে কাছের লোকটাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল ও, দেখল বুকে তীর খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা। অন্য লোকট একটা আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে ঘুরে দৌড় দিল। তীর ছুঁড়ল জ্যাক, লাগল না। কোনা ঘুরে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল লোকটা যার বুকে তীর বিঁধেছে সে ব্যথায় চেঁচাচ্ছে। আবার লিনার পেছনে ছুটতে শুরু করল জ্যাক, একটু পরই দু'জন ওরা হারিয়ে গেল রাতের গাঢ় অন্ধকারে।

জ্যাক যখন পাথুরে জমিতে ঝোপের কাছে পৌঁছোল ততোক্ষণে ঘোড়াটার দড়ি খুলে ফেলেছে লিনা। উদ্বিগ্ন চোখে জ্যাককে দেখল লিনা, বাঁকা চাঁদের আবছা আলোয় ওর ডিম্বাকৃতি অপূর্ব চেহারা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'ঠিক আছো তো তুমি?' জিজ্ঞেস করল। কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

'ঠিক আছি,' জানাল জ্যাক। 'ঘোড়ায় ওঠো।' লিনাকে সাহায্য করল ও স্যাডলে উঠতে, তারপর একটানে স্যাডল বূট থেকে রাইফেলটা বের করে নিল।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছে লিনা।

'রওনা হয়ে যাও,' বলল জ্যাক। 'সরে যাও যতো তাড়াতাড়ি পারো।'

'একা যাব না আমি,' একগুঁয়ে স্বরে জানাল লিনা। 'তোমাকে না নিয়ে যাব না।'

অবাক হলো জ্যাক, ভালও লাগল। কিন্তু মনকে শাসন করল ও এ প্রেম নয়। দায়িত্ব। দায়িত্ব বোধ করছে মেয়েটা। সেজন্যেই ওকে ফেলে যেতে বাধছে 'আমাদের দু'জনকে নিয়ে এই ঘোড়া বেশিদূর যেতে পারবে না,' বলল জ্যাক। 'তাছাড়া এদিকে আমার পাহারা দেয়া উচিত

'আমি বলেছি তোমাকে ছাড়া যাব না।'

শ্রাগ করল জ্যাক, সিদ্ধান্ত পাল্টে বলল, 'আমি পায়ে হেঁটে আসছি। দূরত্ব খুব বেশি না, কাজেই কষ্ট হবে না।' লিনা আপত্তি জানানোর জন্যে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হৃদয়ের দুর্বলতা ঢাকতে প্রায় ধমকে উঠল জ্যাক, 'যা বলছি করো।'

ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল লিনা, পাশে পা বাড়াল জ্যাক। একটু পরই স্বমূর্তি ধরল লিনা, তিরস্কারের সুরে বলল, 'অন্তত আরেকটা ঘোড়া সঙ্গে আনা উচিত ছিল তোমার।'

'আমি ভাবিনি তুমি মাদী খচ্চরের মতো গোঁয়ার্তুমি করবে।'

'এতোদিনে আমাকে তোমার চিনে যাওয়া উচিত ছিল!' উষ্মা প্রকাশ পেল লিনার কণ্ঠে।

ইতিমধ্যে আধ মাইল পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। র‍্যাঞ্চহাউসে এখন বেশ কয়েকটা বাতি জ্বলছে। শীঘ্রি গানম্যানরা তাদের ঘোড়া ধরতে বেরিয়ে পড়বে।

থমকে দাঁড়াল জ্যাক। 'আমি আর যাচ্ছি না। ব্যক্তিগত একটা ঋণ শোধ করতে হবে আমাকে। যেলোক এড বেইলিকে খুন করিয়েছে সে গ্রিয়ারসনের সঙ্গে আছে। ওকে ছেড়ে দিলে নিজেকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারব না।'

'তার ব্যবস্থা আইন করতে পারবে। তুমি আইনের সাহায্য নিতে পারো।'

'প্রমাণ করতে পারব না যে কারডিফ খুন করিয়েছে।'

'তাহলে প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভুলে যাও। এতোজনের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই তোমার। প্রত্যেকে ওরা দক্ষ খুনী—দয়া মায়াহীন। মার্ক গ্রিয়ারসনও ব্যতিক্রম নয়। ওর জন্যেই বাবা মারা গেছে।' একটু থামল লিনা, তারপর প্রায় অনুনয় করে বলল,

আমি চাই না তুমিও ওদের হাতে মারা পড়ো, জ্যাক।'

জ্যাক?

চমকে গেল জ্যাক। ঠিক শুনেছে তো ও? লিনা ওকে ডাক নাম ধরে ডেকেছে? এটা কি কোন ইঙ্গিত বহন করে? না বোধহয়। ভুলে ডেকেছে। তাছাড়া বাবার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে মেয়েটা এখন মানসিক ভাবে দুর্বল। মনকে শক্ত করল জ্যাক, লিনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা ওর মতো গরীব মানুষের মোটেই উচিত নয়।

'তুমি ভ্যালিডোতে যাও,' দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল জ্যাক। 'আমি যাচ্ছি তাহলে স্কোয়াও উপত্যকায় আমার র‍্যাঞ্চে।'

'সত্যি বলছ তো?' উদ্বিগ্ন লিনা। 'কথা দিচ্ছ সত্যি যাবে?'

'কথা দিচ্ছি,' বিষণ্ন হাসল জ্যাক। 'এবার যাও তুমি।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে কিছুক্ষণ জ্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকল লিনা, কি বুঝল সে-ই জানে, আস্তে করে সামনে বাড়াল ঘোড়া। দুই মিনিট পর লিনাকে আর দেখতে পেল না জ্যাক, শুনতে পেল খুরের শব্দ, দূরে চলে যাচ্ছে। এতোক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক। লিনা বিপদের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে ভাবতেই প্রশান্তিতে ক্ষণিকের জন্যে ভরে উঠল বুক, তারপর মনে পড়ল এড বেইলির কথা। চেহারা কঠোর হয়ে গেল ওর। বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেয়া এখনও বাকি। আপনমনে হাসল জ্যাক। লিনাকে মিথ্যে বলেছে ও। আসলে ও ফিরে যাবে জেসন কারডিফের মুখোমুখি হতে। তার আগে নিশ্চিত করবে যাতে গ্রিয়ারসনের গানম্যানদের দেরি করিয়ে দেয়া যায়। অনেকটা সময় পাইয়ে দিতে হবে লিনাকে। তিরিশ মাইল দূরে ভ্যালিডো। লিনার ঘোড়াটা ইতিমধ্যেই বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে, কাজেই খুব দ্রুত ছুটতে পারবে না। ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, তারপর পা বাড়াল এনভিল র‍্যাঞ্চের হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে।

গানম্যানরা তাদের ঘোড়াগুলো ধরেছে। চারটে বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে ভরা হয়েছে করালে। স্যাডল চাপানো ওই চারটে ঘোড়া এখন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

ফোরম্যানের কেবিনের ধারে একটা ঝোপের ভেতর থেকে দেখছে জ্যাক। চার গানম্যান ঘোড়ায় উঠতেই একজনকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল জ্যাক। দূরত্ব অনেক বেশি, লক্ষ্যে আঘাত হানল তীর, কিন্তু গতি প্রায় হারিয়েছে। সামান্য আঁচড়ের বেশি লাগার কথা নয় লোকটার, কিন্তু চিৎকার করে উঠল সে। শুনে মনে হলো ব্যথায় নয়, আতঙ্কে চিৎকার ছেড়েছে। লোকগুলোর দিকে আরেকটা তীর পাঠিয়ে দিল জ্যাক। কারও গায়েই লাগল না তীরটা, কিন্তু জ্যাকের উদ্দেশ্য পূরণ হলো। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে গানম্যানরা। লাফ দিয়ে স্যাডল থেকে নামল সব ক'জন, আড়াল পাওয়ার জন্যে খিঁচে দৌড় দিল। উঠানে দাঁড়ানো অন্য গানম্যানরাও দৌড়ে আড়ালে সরে গেল। কয়েকজন ঢুকল বার্নে, কয়েকজন কূকশ্যাকে, বাকিরা বাঙ্কহাউসে।

কয়েক মিনিট পর একটা রাগী গলা শুনতে পেল জ্যাক। মার্ক গ্রিয়ারসনের গলা বলে চিনতে পারল।

'হারামজাদারা, খোঁজ্ ওকে! এখানে লুকিয়ে থেকে ওর হাতে খুন হবার শখ হয়েছে?'

কর্কশ গলা শুনতে পেল এবার জ্যাক। এক গানম্যান বলছে: 'কাদের হারামজাদা বলছিস, মড়াখেকো শুয়োর কোথাকার! সাহস থাকলে নিজে খুঁজে নে গে যা!'

তূণ থেকে আরেকটা তীর বের করল জ্যাক। এটা ছাড়া ওর কাছে আর মাত্র দুটো তীর আছে। তীরের ডগাটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল। ওয়্যাগনের চাকার লোহা দিয়ে বহু যত্নে তৈরি করা হয়েছে ফলাটা। অনেক আগে তৈরি, জং ধরে গেছে। এটা দিয়ে খুন করা না গেলেও ক্ষতটা মারাত্মক আকার ধারণ করার সম্ভাবনা

বেশি। ছিলায় তীরটা পরাল জ্যাক। গানম্যানদের তীর মারতে বিন্দুমাত্র খারাপ লাগবে না ওর। তবে ওর ভাল লাগবে এই বিশেষ তীরটা গ্রিয়ারসনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে পারলে। জ্যাক জানে তা সম্ভব নয়। এই দুনিয়ায় মার্ক গ্রিয়ারসনের মতো লোকরা কখনোই জীবনের ঝুঁকি নেয় না।

আবার গ্রিয়ারসনের গলা শুনতে পেল। এবার অনেক নরম সুরে কথা বলছে।

'দেখো, তোমরা সবাই, তোমাদের মধ্যে যে প্রথম জ্যাক হান্টারকে মারতে পারবে তাকে আমি একশো ডলার পুরস্কার দেব। মিস্টার কারডিফও তার পক্ষ থেকে আরও একশো ডলার দেবে। চেষ্টা করে দেখো। জ্যাক হান্টার একলা, আর তোমরা ছয়জন।'

উকিল কোথায় আছে এতোক্ষণে বুঝতে পারল জ্যাক। কূকশ্যাক থেকে কথা বলছে লোকটা। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। গলার স্বর লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল জ্যাক। ঠক করে বিঁধল তীর কাঠের পাল্লায়। পরমুহূর্তে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টিটকারির হাসি হাসল জ্যাক। ক্ষণিকের জন্যে হলেও উকিলের মনে মৃত্যুভীতি জাগিয়ে দিতে পেরেছে ও।

বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, ওপক্ষ থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই। চুপ করে অপেক্ষা করছে জ্যাক ঝোপের ভেতর। উঠানে দাঁড়িয়ে অস্থির ভঙ্গিতে পা ঠুকছে ঘোড়াগুলো।

একটু পর স্যাম ড্রাকারের গলা ভেসে এলো। 'তোমার সময় শেষ, হান্টার। দিনের আলো ফুটলে পাগলা কুকুরকে যেমন তাড়া করে খুন করা হয় তেমনি করে খুন করব আমরা তোমাকে। শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ, সাদা অ্যাপাচি?'

জবাব না দিয়ে ধনুকে আরেকটা তীর জুড়ল জ্যাক।

'শুনতে পাচ্ছ, হান্টার? দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব আমরা, তারপর আসব তোমাকে শেষ করতে।'

বার্নের ভেতরে আছে লোকটা। কথা বলার কারণ কি, ভাবল জ্যাক, কি কারণে বারবার একই হুমকি দিচ্ছে লোকটা? আন্দাজ করল, ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে চাইছে ড্রাকার। বাড়ির দিক থেকে নজর সরিয়ে চারপাশে লক্ষ রাখতে শুরু করল ও। না থেমে এক নাগাড়ে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে ড্রাকার।

বেশিক্ষণ নয়, পাঁচ মিনিট পরই শ'খানেক গজ দূরে দু'জন লোকের আবছা আকৃতি চোখে পড়ল জ্যাকের। নড়ছে বলেই তাদের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। খোলা জমির দিক থেকে আসছে। ওর ধারণাই ঠিক, ড্রাকার চাইছিল ওর মনোযোগ সরিয়ে রাখতে। ওই লোক দু'জন বার্নের পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে ওর অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে। পর পর দুটো তীর ছুঁড়ল জ্যাক। প্রথমটা ফস্কে গেল, কিন্তু দ্বিতীয়টা বিঁধল একজনের উরুতে। বিকট এক চিৎকার ছেড়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। তার সঙ্গী থেমে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, বুঝতে চেষ্টা করছে গোপন আততায়ী কোথায়। নিরবে সময় কাটছে টানটান উত্তেজনায়। সাহস হারাল লোকটা, হাত থেকে সিক্সগানটা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'হান্টার, তীর ছুঁড়ো না! আমি এসবের মধ্যে নেই আর। চলে যাব আমি।'

ধনুক নামিয়ে রেখে এবার রাইফেলটা তুলে নিল জ্যাক, চুপচাপ অপেক্ষা করছে। আত্মসমর্পণ করা লোকটা বুঝতে পারল আপাতত তার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। সঙ্গীকে তুলে টেনেহিঁচড়ে র‍্যাঞ্চহাউসের উঠানের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করল সে। স্যাম ড্রাকার এখন আর হুমকি দিচ্ছে না। চারদিকে বিরাজ করছে থমথমে উত্তেজনাময় নিরবতা।

ড্রাকারের সঙ্গে একমত হলো জ্যাক, একবার সূর্য উঠলে ওকে

বাগে পেয়ে যাবে লোকগুলো।

এক ঘণ্টা হলো রওনা হয়ে গেছে লিনা। নিশ্চয়ই এতোক্ষণে অনেক দূরে এদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। এদিকে গ্রিয়ারসন বা কারডিফকে ও খুন করতে পারবে তেমন কোন আশা নেই। সময় থাকতে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল জ্যাক। বুঝতে পারছে ভোর হবার আগে এনভিলের জমি থেকে সরে যেতে পারবে না ও।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে সাবধানে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে দূরে সরতে শুরু করল জ্যাক। এখনও কেউ ওকে দেখেনি। দেখলে গুলি করত নিঃসন্দেহে। কিছুক্ষণ দুলকি চালে দৌড়াল ও, তারপর আস্তে হাঁটতে শুরু করল, অনেক দূরে সরে এসেছে ইতিমধ্যে। এক রাতের জন্যে যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। মোকাসিনের ভেতর টিসটিস করছে ওর পা দুটো। পায়ের পেশি ব্যথা করছে। সারাজীবন ঘোড়ায় চড়ে পথ চলেছে, ফলে এখন বুঝতে পারছে হাঁটার কষ্ট কাকে বলে। ওর মনে হলো স্কোয়াও উপত্যকা চাঁদের পিঠের চেয়েও দূরে।

দু'ঘণ্টা পর পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছোল জ্যাক। কখনও দৌড়েছে, কখনও হেঁটেছে। পেছনে অন্ধকারে ঘোড়সওয়ারদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেল। ভাল করে শোনার জন্যে থেমে কান পাতল জ্যাক। দ্রুত ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো খুরের শব্দ তুলে। পুবদিকে আছে। ও যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই চলেছে। চার-পাঁচজন অশ্বারোহী, আন্দাজ করল জ্যাক। পরিস্থিতিটা মোটেই পছন্দ হলো না ওর। লোকগুলো যেভাবেই হোক টের পেয়ে গেছে যে সরে পড়েছে ও, সেকারণে ছুটে আসছে ওকে স্কোয়াও উপত্যকায় পৌঁছোনোর আগে বাধা দিতে। কিছুক্ষণ ভাবল জ্যাক, তারপর সিদ্ধান্ত নিল, পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে হবে ওকে নিরাপদে থাকতে হলে। কাজটা অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু অ্যাম্বুশে

পড়ে বেঘোরে মারা যাওয়ার ঝুঁকি নেবার চেয়ে ভাল।

হাঁটতে শুরু করে ভাবল জ্যাক কোন্ জায়গা দিয়ে পাহাড়ে উঠবে ও।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, এখনও জ্যাক ঠিক করতে পারেনি পাহাড়ে কখন উঠবে, এমন সময়ে আবার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। দক্ষিণ-পশ্চিমে যাচ্ছিল লোকগুলো, এখন এগোচ্ছে উত্তর-পুবে। খাদের মুখে তারা যদি আগেই পৌঁছে গিয়ে থাকে তাহলে ওকে পথে কোথাও দেখতে না পেয়ে নিশ্চয়ই ভেবেছে আগেই নিজের জমিতে চলে যেতে পেরেছে জ্যাক। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাদের পছন্দ হয়নি। ওর পরিচিত এলাকায় ঝুঁকি নেয়ার চিন্তা মাথায় ঠাঁই দেয়নি লোকগুলো। হাসল জ্যাক, ঘটনা যেরকম মনে হচ্ছে তাতে ওকে পাহাড়ে উঠে লুকিয়ে এগোতে হবে না।

মরাটে ধূসর আলো ছড়িয়ে ভোর এলো। একটু পরই সূর্যটা আকাশ রাঙিয়ে দিল কমলা আর সোনালী রঙে। পাহাড়ী খাদের শেষ মাথা থেকে এখনও দু'তিন মাইল দূরে আছে জ্যাক। একটা টিলার মাথায় থেমে পেছনটা ভাল করে দেখে নিল। সবুজ ঘাসের বিস্তৃত জমিতে কোথাও কোন অশ্বারোহী দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিল। অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটা রাত কেটেছে ওর। ভেঙে আসছে শরীর। বুঝতে পারছে শুয়ে পড়লে ঘুম আসতে দেরি হবে না। পকেট থেকে একটা মেক্সিকান চুরুট বের করে ধরাল। পুবের পাহাড়গুলোর পেছনে মুখ তুলল টকটকে লাল সূর্য।

আবারও একবার তীক্ষ্ণ চোখে এনভিলের জমিতে নজর বুলাল জ্যাক। না, কোন অশ্বারোহী নেই। আবার হাঁটতে শুরু করল ও। বিশ্রামের আগের তুলনায় এখন বেশি ব্যথা করছে পায়ের পেশি। মনে হচ্ছে মোকাসিনের ভেতর পায়ের পাতা দুটোয় আগুন জ্বলছে। আধঘণ্টা পর ঢালের ওপর পৌঁছে গেল। এই ঢালটাই

পাহাড়ী খাদের দিকে গেছে। ঢালে পড়ে আছে অসংখ্য পাথরের খণ্ড। কিছু কিছু বোল্ডার রীতিমতো বিশাল। ওগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে এগোতে হচ্ছে। ঢালের মাঝামাঝি পৌঁছোতেই গর্জে উঠল একটা অস্ত্র। মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেল মরুময় জায়গাটার নিরবতা। কিছুক্ষণ পরই আবার দু'বার গর্জন ছাড়ল অস্ত্রটা ছোট ক্যালিবারের কোন আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করা হয়েছে। সূর্যের উজ্জ্বল আলোর কারণে সামনে তাকাল জ্যাক চোখ কুঁচকে, থেমে পড়েছে। সরু পাথুরে খাদের ভেতর একজনকে দেখতে পেল। সতর্ক হয়ে উঠল জ্যাক, বেশ কয়েকটা বোল্ডার পাশাপাশি পড়ে আছে, সেদিকে তাকাল। পাথর খণ্ডগুলোর কাছে পৌঁছোনোর আগেই আরও কাছ থেকে হুঙ্কার ছাড়ল আরও দুটো রাইফেল।

বুলেটের শিস কেটে যাওয়ার আওয়াজ পেল ও। পাথরে আঘাত হানার আওয়াজ পেল। তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে পিছলে গেল একটা গুলি। বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে বসে নিজের উইনচেস্টারের চেম্বারে গুলি ভরল ও, জোর খাটিয়ে নিজেকে শান্ত করল। গোলাগুলি থেমে গেছে। যাকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে সে নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভাল আড়াল পেয়েছে নিশ্চয়ই।

কি ঘটেছে ভাবতে চেষ্টা করল জ্যাক। একটু পর যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা ওর মনে ধরল। রাতে যে ঘোড়সওয়ারদের আওয়াজ শুনেছিল ও তারা নিশ্চয়ই এপর্যন্ত এসেছে। তিন-চারজন ঘোড়া থেকে নেমে ওর জন্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করেছে। একজন তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে ফিরে গেছে। এটা একটা অ্যাপাচি ইন্ডিয়ান কৌশল। সাদা অ্যাপাচির ওপর অ্যাপাচি কৌশলই খাটাতে চেয়েছে লোকগুলো। হাসল জ্যাক শীতল হাসি। বোকা বানাতে পেরেছে ওকে লোকগুলো কিন্তু ওই তিনটে গুলি—ওকে সতর্ক করার জন্যে? গুলির আওয়াজ না পেলে নিশ্চিন্তে হাঁটতে হাঁটতে ওদের ফাঁদে পড়ত ও, এতোক্ষণে লাশ হয়ে যেত।

ওই তিনটে গুলি করল কে?

বুড়ো ব্র্যাযোস হয়তো দেখতে এগিয়ে এসেছে যে ও ফিরছে কিনা। পাহাড়ী খাদ থেকে নিশ্চয়ই দেখেছে হেঁটে আসছে ও সমতল জমি দিয়ে। পাথুরে জমিতে অবস্থান নেয়া অ্যাম্বুশারদেরও দেখে থাকবে। কিন্তু মেলাতে পারল না জ্যাক। ব্র্যাযোস সিক্সগান ব্যবহার করে, ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র নয় সেটা।

ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র?

রাতে ছোট একটা রিভলভার ছিল লিনার হাতে, মনে পড়ল ওর। এব্যাপারে ভাবার সময় পেল না। ছুটন্ত পদশব্দ? কে যেন দৌড়ে আসছে ওর দিকে। রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক, কিন্তু লোকটাকে দেখতে পেল না। মানুষের মাথার সমান বড় একটা গোল পাথর গড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওর দিকে! অ্যাপাচিদের আরেকটা কৌশল। চট করে বসে পড়ল জ্যাক। আর একটু দেরি হলেই খেল খতম হয়ে যেত। গুলি উগরাল দুটো রাইফেল। পাথরে লেগে থেঁতলে গেল বুলেট দুটো। তিনজন লোক আছে সামনে। ওরই মতো পাথরের আড়াল নিয়েছে তারা। নিরাপদ আস্তানা। এবার ওকে বাগে পেয়েছে তারা! জায়গা ছেড়ে নড়ার উপায় নেই ওর।

পনেরো

আগুনের মতো তাপ ছড়াচ্ছে অ্যারিজোনার রুদ্র সূর্য, পাথরগুলো রীতিমতো তপ্ত হয়ে উঠছে। অন্তরে অনুভব করছে জ্যাক, চলার পথের শেষে চলে এসেছে ও। কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো ওর, জীবনটা খামোকাই কাটিয়েছে ও, আসলে সত্যিকার কিছুই করা হয়ে ওঠেনি। তিক্ত মনে ভাবল জ্যাক, যারাগোযার জেলে থাকাই উচিত ছিল ওর। আফসোস করে মাথা নাড়ল। এখন আর কিছু করার নেই।

কিছুক্ষণ হলো গুলি করা থামিয়েছে অ্যাম্বুশাররা। একটা লোকের চিৎকার শুনতে পেল জ্যাক।

'এবার তোমাকে পেয়েছি আমরা, জ্যাক হান্টার। ধরে নাও মারা গেছ তুমি। আগে তোমাকে শেষ করব, তারপর ধরব খাদের ভেতর আছে যে মাতারিটা, তাকে। তোমার মেয়েমানুষ, না? হেনরি ওয়ার্ডেনের চাকরি করার সুযোগ নিয়ে তার বড় মেয়েকে বাগিয়ে ফেলেছ! মনে করেছিলে বড়লোক হয়ে যাবে? সে গুড়ে বালি।'

গলাটা স্যাম ড্রাকারের।

ভ্রূ কুঁচকাল জ্যাক। আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল এদের মধ্যে ড্রাকার থাকবে। ছোট ক্যালিবারের খেলনা ওই অস্ত্রের আওয়াজে এটাও বোঝা উচিত ছিল যে ওকে সতর্ক করেছে লিনা ওয়ার্ডেন। বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে মেয়েটা ওকে সাবধান করতে

গিয়ে। ওই ছোট্ট অস্ত্র মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারবে না।

এমুহূর্তে অ্যাপাচিদের কোন কৌশল মনে পড়ল না ওর যে কৌশল খাটিয়ে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। তাই বলে অ্যাপাচিরা কখনোই হাল ছেড়ে দেয় না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও মনের জোর হারায় না ওরা। হয়তো দেখা যায় শেষপর্যন্ত বাঁচার একটা না একটা উপায় বের হয়েই গেছে। বাঁচার জন্যে মারাত্মক ঝুঁকি আছে এমন সব কাজ করতেও চোখের পাতা কাঁপে না ওদের। অনেক সময় দেখা যায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। বুঝতে পারছে জ্যাক, ওকেও চেষ্টা করে যেতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। পাথরের আড়ালে থেকে কিছুক্ষণ বেশি বাঁচতে পারবে ও, কিন্তু মরতে শেষ পর্যন্ত হবেই। তার চেয়ে খোলা জমিতে বের হয়ে আক্রমণ করে বসলে কেমন হয়?

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে গা থেকে জ্যাকেট খুলল জ্যাক। হ্যাট আর গানবেল্টও বাদ গেল না। নামিয়ে রাখল ওগুলো পায়ের কাছে। রাইফেলটা তুলে নিল আবার। মনটা শক্ত করে নিল। শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রের মুখোমুখি হতে চলেছে ও। জেনেশুনে ঝুঁকি নেয়াটা সহজ নয়।

ডান, নাকি বাম দিকে যাবে ও?

মনে মনে টস করল জ্যাক, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডানদিকে যাবে। সিদ্ধান্তটা নেয়া হতেই উঠে দাঁড়াল ও, দৌড় দিয়ে বেরিয়ে এলো বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে। যা ভেবেছিল। অপ্রস্তুত অ্যাম্বুশারদের চমকে দিতে পেরেছে ও। তাদের গুলি বেশ দূর দিয়ে গেল। আরেকটা পাথরের স্তূপের কাছে চলে এসেছে ও। ওটা পার হতেই গর্ত মতো একটা জায়গা দেখতে পেয়ে বসে পড়ল ওখানে। গর্তটা আগে দেখেনি।

অ্যাম্বুশারদের পাশে চলে এসেছে ও এখন। যতো দ্রুত সম্ভব গুলি করে উইনচেস্টার খালি করল জ্যাক।

লোকগুলোর পেছনে পাথরের স্তূপ, কিন্তু পাশ থেকে তাদের কোন আড়াল নেই। সবচেয়ে কাছে শুয়ে আছে যে লোকটা তাকে দেখে চমকে উঠল জ্যাক। এ অ্যাম্বুশ করতে আসবে ও ভাবতেও পারেনি। মার্ক গ্রিয়ারসন! ভয়ে বিকৃত হয়ে আছে চেহারাটা। উঠে বসে রিভলভারটা তুলে গুলি করতে শুরু করল লোকটা। পরপর দু'বার আগুন ঝরাল জ্যাকের রাইফেল। উকিলকে ঝাঁকি খেতে দেখল ও। গেঁথে ফেলেছে লোকটাকে!

চিৎ হয়ে ড্রাকারের ওপর গিয়ে পড়ল গ্রিয়ারসন। ধাক্কা দিয়ে তাকে গা থেকে সরানোর চেষ্টা করল মুখে দাড়ি ভরা স্যাম ড্রাকার। গাল দিয়ে উঠল।

'সর্, হারামজাদা! সর্ গায়ের ওপর থেকে!'

উকিলকে সরিয়ে দিয়েই গুলি করল ড্রাকার। জ্যাক যেখানে আছে তার এতোই কাছে এসে মাটিতে নাক গুঁজল বুলেট যে অন্য সময় হলে শুয়ে পড়ে পিছিয়ে যেত জ্যাক। মনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে পিছাল না জ্যাক, পাল্টা গুলি করল। ড্রাকারের বুকে বিঁধল বুলেট।

বিকট এক চিৎকার ছাড়ল লোকটা, তারপর বুক খামচে ধরে পড়ে গেল পেছনের পাথরের ওপর। সেখান থেকে পড়ল মৃত উকিলের গায়ের ওপর। নড়ল না আর।

কিছুটা সামলে নিয়েছে জ্যাক এতোক্ষণে। চিৎকার করে শেষ লোকটাকে প্রশ্ন করল ও, 'খামোকা মরতে চাও?'

রুগ্ন লোকটাকে দেখে গানম্যান মনে হয় না, মনে হয় ভাগ্যাহত ভবঘুরে। পরিস্থিতি বুঝতে সময় নিল না লোকটা, রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিল হাত থেকে।

উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে পা বাড়াল জ্যাক, নির্দেশ দিল, 'দেখো তো তোমার সঙ্গীদের কি অবস্থা।'

নির্দেশ পালিত হলো। ড্রাকারকে চিৎ করল লোকটা। উবু হয়ে

তাকাল ক্ষতের দিকে। গ্রিয়ারসনকেও একই মনোযোগে দেখল, তারপর চোখে শঙ্কা নিয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল।

'দু'জনই শেষ!' আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'মারা পড়তে তুমি। ওই মেয়েটা না থাকলে...'

হ্যাঁ, ওই মেয়ে...লিনা ওয়ার্ডেন। কর্তৃত্বপরায়ণা জেদী মেয়ে।

কিছুক্ষণের জন্যে মেয়েটার উপস্থিতি একেবারেই ভুলে গিয়েছিল ও। কঠোর চোখে লোকটাকে দেখল জ্যাক, রাইফেল নেড়ে নির্দেশ দিল, 'সিক্সগান ফেলে দাও, তারপর হাঁটতে শুরু করো। এই এলাকায় তোমাকে যেন আর না দেখি। পরেরবার গুলি করে তারপর কথা বলব।'

তাড়াহুড়ো করে আদেশ পালন করল লোকটা। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল এনভিলের দিকে। পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল জ্যাক। 'তোমাদের অন্য সঙ্গী ফিরবে কখন?'

না ফিরেই জবাব দিল লোকটা। 'সন্ধের আগে।'

'তুমি আর ও মিলে লাশগুলোর ব্যবস্থা করবে।'

হতাশ ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আচ্ছা।'

লাশগুলোকে একবার দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল জ্যাক, খাদের দিকে চলেছে। পথে ঝুঁকে তুলে নিল জ্যাকেট, গানবেল্ট আর হ্যাট। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে, ব্যথায় অবশ মনে হচ্ছে পা দুটোকে। লিনা ওয়ার্ডেনকে তাকিয়ে থাকতে দেখল জ্যাক। যে ঘোড়াটা মেয়েটাকে ও দিয়েছিল সেটা খাদের আরেকটু ভেতর দিকে দাঁড়িয়ে আছে।

ধুলোয় ধূসর হয়ে আছে লিনার রাইডিং স্কার্ট। চুলগুলো এলো হয়ে আছে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, কিন্তু বরাবরের মতোই রূপসী। জ্যাক এমন লোক নয় যে বৃথা স্বপ্ন দেখে সময় কাটাবে। লিনা ওয়ার্ডেন ওর হবে না সেটা যুক্তি দিয়ে ঠিকই বুঝেছে ও। কিন্তু তারপরও মনটাকে মানানো সব সময় সহজ হয় না। নিজের

ভেতরে কি চলছে সেটা যাতে লিনা টের না পায় সেজন্যে তড়িঘড়ি করে বলল, 'খচ্চরের মতোই জেদী মেয়েমানুষ তুমি, মিস ওয়ার্ডেন! ভ্যালিডোতে যাওনি কেন?'

'মনে হচ্ছিল মিথ্যে বলছ তুমি। বুঝতে পেরেছিলাম এনভিলে ফিরবে। মনে হলো এখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। আমাকে জানতেই হতো নিরাপদে ফিরতে পেরেছ কিনা তুমি।' থামল লিনা, আবার যখন কথা বলল আগের চেয়ে গলায় অনেক বেশি কর্তৃত্বের সুর। 'যতোটা ভাবো ততোটা শীতল বুদ্ধির মেয়ে নই আমি, হান্টার। আর আমি যদি এখানে অপেক্ষা না করতাম তাহলে কেউ তোমাকে সাবধান করত না। ওরা তোমাকে খুন করার জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

তর্ক করার মতো যুক্তি খুঁজে পেল না জ্যাক।

বলে চলল লিনা। 'ঠিক করলাম তোমার র‍্যাঞ্চ খোঁজার চেষ্টা না করে বরং এখানেই অপেক্ষা করা উচিত হবে। আমি আসার একটু পরই ওরাও এসে হাজির হলো। অন্ধকারে বুঝতে পারিনি কারা ওরা। কিন্তু মনে হচ্ছিল তোমার জন্যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে। তোমাকে আসতে দেখার আগে পর্যন্ত লুকিয়ে বসে ছিলাম আমি। তারপর গুলি করে তোমাকে সতর্ক করলাম।'

'ঠিক আছে। তুমি না থাকলে আমি মারা যেতাম। আমি কৃতজ্ঞ।' গলা চড়ে গেল হতাশ জ্যাকের। 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি আমি। আর কি করতে বলো? এভাবে তাকিয়ে আছো কেন? আমি কি তোমার চাকর? এখন আমি আর এনভিলের ম্যানেজার নই সেটা ভুলে গেছ?'

'মনটা তোমার তিক্ত হয়ে আছে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু স্বরে বলল লিনা। 'সেজন্যে তোমাকে আমি দোষও দিই না। আমাদের সবাইকে ঘৃণা করার মতো যথেষ্ট কারণ আছে তোমার।'

'কাউকে ঘৃণা করার তুলনায় অনেক বেশি ক্লান্ত আমি।'

'ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চে চলে যাও তাহলে। আমি হেঁটে আসছি।'

'তাই বলে আমি এতো ক্লান্ত নই যে কোন মেয়েকে হাঁটাব আর নিজে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব।'

'যা বলছি করো, হান্টার,' প্রায় ধমকে উঠল লিনা। 'অত ভদ্রতা না দেখালেও চলবে।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল জ্যাক, ঘোড়সওয়ারদের আসতে দেখে শুধু বলল, 'কারা যেন আসছে।'

দূরে দেখা যাচ্ছে ধুলোর মেঘটা। এনভিলে যে ক'জন গানম্যান আছে তারা নয়। এরা দলে অনেক ভারী। বোধহয় এনভিলের কাউবয়দের দল। ধীরে ধীরে আসছে তারা। একটু পর দলের সামনে আসা জেসি উইলসন আর বার্টি ওয়ার্ডেনকে চিনতে পারল ও। কয়েক মিনিট পর ঘোড়াগুলো ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওদের দিকে। নিরস্ত্র গানম্যানকে পাশ কাটাল, ভাব দেখে মনে হলো তাকে ওরা দেখেইনি।

মাঝপথে কিছুক্ষণের জন্যে থামল মার্ক গ্রিয়ারসন আর স্যাম ড্রাকারের লাশ দেখার জন্যে, তারপর আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল। আগে এলো বুড়ো জেসি, ভাঁজ খাওয়া চেহারায় আন্তরিক হাসি। বলল, 'তাহলে আমাদের সবার কাজ তুমি একাই সেরে ফেলেছ, হান্টার?'

'মহিলাটির সাহায্য নিয়ে,' শুকনো গলায় বলল জ্যাক। 'ধরে নেব যে এনভিলে থাকা বাকি গানম্যানদের ব্যবস্থা করে ফেলেছ তোমরা, কি?'

'তাড়িয়ে দিয়েছি,' বলল জেসি। 'তবে জেসন কারডিফ ফিরে যায়নি। বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল লোকটা। বললে বিশ্বাস করবে না, বার্টি সামনাসামনি গোলাগুলিতে লোকটাকে খতম করেছে।'

'ভাল,' বলল ক্লান্ত জ্যাক। 'আমাকে আর কাজটা করতে হলো না।'

সামনে বাড়ল বার্টি ওয়ার্ডেন। ঋজু হয়ে স্যাডলে বসে আছে চেহারায় বাপের মতোই গর্ব এখন।

'আমাদের যার যার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পালন করেছি আমরা,' বলল সে। তাকাল বড়বোনের দিকে। 'বুড়ো ভালুকের উইলটা খুঁজে পেয়েছি আমি। উকিল আর জিনির কাছ থেকে নিরাপদে রেখেছিলাম। দেখলাম এনভিলের তিন ভাগের দুই ভাগই তোমাকে দিয়ে গেছে বাবা। র‍্যাঞ্চটা কি বেচে দেবে নাকি তুমি?'

'না, যদি জ্যাককে র‍্যাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে পাই,' বলল লিনা। মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'তবে ইচ্ছে করলে তোমাদের অংশ তোমরা বেচে দিতে পারো আমার কাছে। মা'র কিছু টাকা আছে আমার নামে। ন্যায্য দামেই র‍্যাঞ্চের বাকি অংশ কিনতে পারব আমি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বার্টি, কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'এটাই ভাল হলো। র‍্যাঞ্চে থাকার কোন ইচ্ছে আসলে আমার নেই। আমি চাই শহরে বাস করতে। জিনির ব্যাপারও তাই। জিনি ঠিক করেছে সেন্ট লুইসে ফিরে যাবে। আমাদের মায়ের আত্মীয়দের কাছে। সকালে আমরা যখন রওনা হচ্ছি তার আগেই জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করেছে ও। এমনকি জানতও না যে গ্রিয়ারসন মারা গেছে।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আমাদের যে অংশ র‍্যাঞ্চে আছে সেটার দাম দশ হাজার ডলারের বেশি হবে না।'

'জিনির অংশ সহ?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল লিনা। 'ঠিক আছে, টাকাটা আমি শোধ করতে পারব।'

'তাহলে তো কোন কথাই থাকে না। ভেবেছিলাম কিস্তিতে তোমাকে শোধ করতে বলব আমি।'

সে থামতে জেসি বলল, 'আমি একজনকে পাঠাচ্ছি তোমার

ঘোড়া ধরে আনতে।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল লিনা। 'আপাতত র‍্যাঞ্চে ফিরব না আমি। জ্যাকের র‍্যাঞ্চে যাব। দেখতে চাই জিম শেলির কি অবস্থা। জ্যাকের ঘোড়া ধার নিয়ে পরে ফিরব আমি।'

নড করল বার্টি, দলের লোকদের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে ইশারা করে ফিরতি পথ ধরল।

পেছন থেকে চেঁচাল লিনা, 'আমি ফেরার আগে রওনা হয়ে যেয়ো না, বার্টি। জিনিকেও তাই বোলো। আজকেই তোমাদের টাকা বুঝিয়ে দেব আমি।'

'অপেক্ষা করব আমরা,' জানাল বার্টি।

দলটা ফিরতি পথ ধরায় লিনার পাশে ক্লান্ত শরীরে এগোল জ্যাক, দু'জন স্কোয়াও উপত্যকার দিকে চলেছে। ঘোড়ায় উঠতে আপত্তি জানিয়েছে ও। লিনাও ঘোড়ায় চড়তে রাজি নয়। ঘোড়াটা ওদের পিছু পিছু আসছে।

নিরবে এক মাইল পথ পেরোল ওরা, তারপর লিনা বলল, 'ফিরে আসবে তুমি এনভিলে। আসবে না?'

'জানি না,' ক্লান্ত স্বরে বলল জ্যাক।

'এনভিলে তোমাকে আমার দরকার।'

'বুঝলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তোমার আচরণ আমি সহ্য করতে পারি না।'

'তুমি নিজেও কম গর্বিত লোক নও, হান্টার!'

'হয়তো।'

'তুমি আসছ কিনা বলো।'

'না।'

'কেন?'

'বলেছি তো। সর্বক্ষণ তুমি সবার সঙ্গে কর্তৃত্ব ফলাও। কারও অধীনে থাকায় আমি অভ্যস্ত নই।'

'ভুল বললে,' বলল লিনা। 'আর কারও সঙ্গে আমি কর্তৃত্ব

দেখাই না। জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো সবাইকে। আমি শুধু তোমাকে খোঁচাই কারণ...' মুখটা লাল হয়ে উঠেছে মেয়েটার।

'কারণ?'

চুপ করে থাকল লিনা জবাব দিল না। একবার ভীরু চোখে তাকাল জ্যাকের চোখে, তারপর নজর সরিয়ে নিল। একটু পর অনুভব করল ওর হাত ধরেছে জ্যাক। রুক্ষ স্পর্শে কেঁপে উঠল মেয়েটা। ওকে কাছে টানল জ্যাক। বাধা দিল না লিনা, আস্তে করে জ্যাকের বুকে মুখ লুকাল। ওর চুলের মিষ্টি গন্ধ পেল জ্যাক।

শক্ত করে লিনাকে জড়িয়ে ধরে আছে জ্যাক, বলল, 'সত্যি তাহলে? মাঝে মাঝে মনে হতো, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মতো একটা গরীব মানুষকে...'

'কে বলল তুমি গরীব?' প্রায় ধমকে উঠল লিনা। 'বিরাট একটা অন্তর আছে তোমার। ক'জনের থাকে এমন একটা স্বর্ণ হৃদয়?'

লিনার চোখে তাকাল জ্যাক। অনুভব করল অন্তর থেকে কথাগুলো বলছে মেয়েটা। বুকটা হঠাৎ ভরে উঠল জ্যাকের। মেক্সিকোর জেল থেকে বের হবার পর এই প্রথম ওর মনে হলো ভাগ্যিস জেল থেকে বের হতে পেরেছিল ও! কি যেন ভাবছে লিনা। মুচকি মুচকি হাসছে।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'ভাবছি তোমার আর আমার সন্তানগুলোও আমাদের মতোই গোঁয়ার আর চাপা স্বভাবের হবে কিনা।'

'কে বলল আমি গোঁয়ার আর চাপা স্বভাবের? আবার শুরু করলে?'

'এর হাত থেকে আমার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মুক্তি নেই তোমার,' নিচু স্বরে জানাল লিনা।

'মুক্তি চায় কে?' হাসল জ্যাক। 'যেদিন মেক্সিকোর জেল থেকে বের করেছ সেদিনও ভেবেছিলাম যদি তোমার হাতে

চিরজীবনের জন্যে বন্দি হতে পারতাম! ভাবনাটাকে প্রশ্রয় দিইনি তখন।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা দু'জন। দু'জনই জানে চিরজীবন কাছাকাছি থাকবে ওরা। দু'জনেরই মনটা ফুরফুর করছে। সামনে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মিষ্টি মিষ্টি দু'তিনটে ছেলেমেয়ের স্বপ্ন দু'জনকেই পেয়ে বসেছে। পরস্পরের দিকে বারবার তাকাচ্ছে ওরা। হাসছে দু'জনই। চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারছে না।

-: সমাপ্ত :-

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

ড্যানি,

মাস্টারপাড়া, রংপুর।

চার বছর ধরে সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে আসছি। রকিব হাসানের 'তিন গোয়েন্দা'র মাধ্যমেই আমার যাত্রা শুরু হয়। তিন গোয়েন্দার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বই শেষ করেছি। কিন্তু বর্তমানে ওয়েস্টার্নের দিকে বিশেষ ভাবে ঝুঁকে আছি। কাজি মাহবুব হোসেন ও শওকত হোসেনের বইগুলো অতুলনীয়। সেবা'র সকল বইয়েরই মান অত্যন্ত উন্নত। এবং এসব বইয়ে শেখার অনেক কিছুই আছে। কাজি মাহবুব হোসেনের 'রাইডার' পড়ে তা বুঝেছি। বই হল এমন বন্ধু যা কখনও ফাঁকি দেবে না। সেবা আসলেই আমার অবসরের সঙ্গী। সেবা যেন চিরকাল আমাদের মত পাঠকদের সেবা করে যায়, এই কামনাই করি। সেবা'র সবল লেখককে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

* আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ওয়েস্টার্ন ভাল লাগছে জেনে খুব ভাল লাগল। আপনিও আমাদের শুভেচ্ছা জানবেন।

এন আর পারভেজ,

ডবল মুরিং, বাংলাবাজার, চট্টগ্রাম-৪১০০

সেবা প্রকাশনীর সকল পাঠক-পাঠিকাকে আম, কাঁঠাল ও আনারসের শুভেচ্ছা। অনেকদিন পর পেলাম গোলাম মাওলা নঈমের বই। 'দুর্ভোগ' কাহিনীটা ভাল, তবে মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য মনে হল। নঈম ভাইকে ধন্যবাদ

ভাল একটা বই দেয়ার জন্য। তবে জুলিয়াকে এভাবে আহত না করলেও পারতেন।

বইটির পিছনের মলাটে গল্প-সংক্ষেপে সামান্য ভুল আছে মনে হল। জিম শেভার্নকে বৃদ্ধ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যায়নি, তিন ভাগের এক ভাগ দিয়েছে। কিন্তু ওখানে সমস্ত সম্পত্তির কথা লেখা হয়েছে।

অসংখ্য ধন্যবাদ সেবাকে। সেবার সকল ভক্তদেরও আর একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

* ঠিকই ধরেছেন, প্রচ্ছদ-কাহিনীতে ভুল আছে। ওটা ছাপা হয়ে গিয়েছিল আগেই, পরে কাহিনীতে সামান্য পরিবর্তন আনা হলেও প্রচ্ছদ যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

আশরাফুল আলম,
পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

ব্যস্ততার কারণে অনেকদিন পর চিঠি দিচ্ছি। তবে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, সেবার ওয়েস্টার্নগুলো কিন্তু মিস্ করিনি। সেই এরফানের কথা কি বলব, কথা তো যা সব অন্য পাঠকরা বলেই ফেলেছে। সেই এরফানের প্রচ্ছদটা এত চমৎকার যে এখনও চোখে ভাসছে। বিপ্লব ভাই যে এত চমৎকার প্রচ্ছদ তৈরি করেন তা আগে প্রকাশ করেননি কেন? নাকি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন? সেই এরফান বই ও প্রচ্ছদের জন্য যথাক্রমে নুরু(মাহবুব) ভাই ও বিপ্লব ভাইকে ধন্যবাদ। সীমান্তে বিরোধ মোটামুটি ভাল লেগেছে।

এইমাত্র শেষ করলাম 'দুর্ভোগ' বইটি। গোলাম মাওলা নঈমের লেখা আগের চেয়ে আরও ভাল হচ্ছে, ফলে আরও তৃপ্তি পাচ্ছি। আর সুমনদাকে 'অপবাদ' বইয়ের জন্য অপবাদ দিইনি, কিন্তু এখন দিচ্ছি বহু দিন হয়ে গেল তবু নতুন কোনও ওয়েস্টার্ন বই লিখছেন না বলে। আর শাহনূরদা অন্যান্য লেখার পাশাপাশি দু-একটা ওয়েস্টার্ন বইও তো উপহার দিতে পারেন আমাদের।

আগামী বইয়ের অপেক্ষায় থেকে বিদায় নিচ্ছি।

* চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার ওয়েস্টার্ন-প্রীতি লেখকদের প্রেরণা যোগাবে আশা করছি।

ন. ম. জিয়াউল হক চৌধুরী, প্র–মোঃ ইলিয়াস, আজিজিয়া পোলট্রি ফার্ম, মেখল রোড, হাটহাজারী বাস্ স্টেশন, চট্টগ্রাম-৪৩৩০

এইমাত্র মাসুদ রানা সিরিজের 'গোপন শত্রু' শেষ করলাম। অনেক দিন ধরে এইরকম একটা বইয়ের আশা করছিলাম। রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরপুর

এই বইটি আমাকে সেই চিরাচরিত নির্ভীক মাসুদ রানাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। বোতামটা ও সত্যিই টিপেছিল বলে আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। যদিও বোমা ফাটলে ওকে হারাতাম চিরতরে।

কয়েকটা বইয়ে পড়লাম পুরানো বই বেশি কমিশনে বিক্রি করছেন। জানাতে পারবেন পুরানো দুর্লভ বইগুলোর নাম?

গোপন শত্রুর জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। নঈম ভাই আর মায়মুর ভাইকেও ধন্যবাদ দুর্ভোগ আর তস্কর বই দুটির জন্যে।

ও, ভাল কথা, আমি পত্রমিতালীতে আগ্রহী।

* পুরো ঠিকানা ছেপে দিলাম। দুর্লভ বইয়ের কোনও তালিকা নেই, ওগুলো সেবা প্রকাশনীর হেড অফিসে এসে নিজে পছন্দ করে কিনছে সবাই। আর চার বছর আগের বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করা যাবে সেলস ম্যানেজারের কাছে চিঠি দিলে।

কলিন চাকমা,

বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আজ ছয়মাস হতে চলল, তবু রক বেননের দেখা নেই। মায়মুর দা'কে বলবেন আগামী বইয়ে রক বেননকে চাই-ই চাই। না পেলে নির্ঘাত ড্র করতে বাধ্য হব।

'নিঠুর আলাস্কা' বইটির জন্য ধন্যবাদ। যদিও বইটিতে প্রেম একটু বেশি বেশিই হয়েছে। তবে প্রচ্ছদটি হয়েছে স্রেফ অপূর্ব। এজন্য বিপ্লব দা'কে জানাই ধন্যবাদ।

রক বেননের তুলনা হয় না। তাই আবারও বলছি, আগামী বইয়ে রক বেননকে চাই-ই চাই।

শাকিল,

জলেশ্বরীতলা, বগুড়া।

ওয়েস্টার্ন তেমন পড়া হয় না নিয়মিত। মানে, রানার রিপ্রিন্ট নয়তো পুরনো বই পড়তেই সময় শেষ। তবে সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। গতকাল দুইটি শেষ করলাম, 'সেয়ানে সেয়ানে' ও 'দুর্ভোগ'। দুর্ভোগের জন্য গোলাম মাওলা নঈম ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন। আর আজ পড়ছি 'কূটচাল'। বেনন-ব্যাগলেকে পাওয়ায় মায়মুর ভাইকে ধন্যবাদ।

প্রথমেই আলোচনাটা পড়লাম। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে কেউ ভুল কথা লিখলেও আপনি চুপ করে থাকেন কি করে? নবাবগঞ্জের মমতা গাঙ্গুলী কাজী মায়মুর হোসেনকে বলেছেন তিনি নাকি আপনার কনিষ্ঠ পুত্র! ভাই

আবার পুত্র হয় কেমনে? আমার জানা মতে আপনার দুই ছেলের নাম টিংকু ও রিংকু। এছাড়াও মনে পড়ছে কোন এক আলোচনাতে আপনি বলেছিলেন, আপনার ছোট ভাই কাজী মায়মুর হোসেন দাবা খেলায় পারদর্শী, নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যায়।

কাজী দা, ভুলটা আমার না মমতা গাঙ্গুলীর?

সেবার সুতোয় বাঁধা সকলের জন্য রইল শুভেচ্ছা।

* আপনিও আমাদের সকলের শুভেচ্ছা জানবেন। ...ভুলটা আপনার। আপনিই আমার ভাই আর ছেলের নাম-টাম গুলিয়ে একেবারে গুবলেট করে ফেলেছেন। মমতা ঠিকই বলেছেন কাজী মায়মুর হোসেন (রিংকু) আমার কনিষ্ঠ পুত্রই। যে দাবাড়ু ভাইয়ের কথা বলেছিলাম তার নাম কাজি মাহবুব হোসেন।

আপনার 'সুতোয় বাঁধা' কথাটা খুব মিষ্টি লাগল কানে।

মোঃ আলী প্রাণ,

আলী স্টোর, স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

সর্বপ্রথম অসংখ্য ধন্যবাদ গোলাম মাওলা নঈম ভাইকে তাঁর 'দুর্ভোগ' বইটির জন্য। 'সীমান্তে বিরোধ' ও 'সংঘর্ষ' নিঃসন্দেহে ভাল মানের ওয়েস্টার্ন বই। 'অন্বেষা'তে মাহবুব ভাইয়া কখনও টাকা আর কখনও ডলার ব্যবহার করেছেন, তবে বইটি চমৎকার। 'রুদ্র রোষে'র ক্রস শাফটারকে নিয়ে আর একটি বই লেখা হলে খুব ভাল হতো।

মাসুদ রানার 'চীনে সঙ্কট', 'গোপন শত্রু,' 'মোসাদ চক্রান্ত' ও 'চরসদ্বীপ' ভাল লেগেছে। রানার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাতাকু একটি শক্তিশালী চরিত্র – ওকে নিয়ে আবারও কিছু লিখলে ভাল হতো। রানার দলীয় শত্রুর তুলনায় একক শত্রু চরিত্র একেবারেই কম। হারিয়ে যাওয়া চরিত্রগুলোকে ফিরিয়ে আনলে ভাল লাগত।

'নিঠুর আলাস্কা'র জন্য মায়মুর ভাইয়াকে ধন্যবাদ। জুল ভার্ন সিরিজের বই এত দেরিতে বের হয় কেন? রহস্যপত্রিকায় প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন বড়-গল্পগুলো বরাবরই চমৎকার; ওগুলো নিয়ে ওয়েস্টার্ন গল্প-সঙ্কলন বের করা যায় কি?

* বোধহয় যায়। এ-ব্যাপারে ভেবে দেখব। ...ধন্যবাদ ও প্রশংসা যার ভাগে যা পড়েছে বাঁট করে দিলাম। ...'অর্থ' বোঝাতে 'টাকা' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। ...আপনাকে চিঠির জন্য ধন্যবাদ।